# শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল

বা

# শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট

মানসী প্রেস

১৬।১ এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩৩১

মূল্য এক টাকা।

# শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল

বা

# শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট

মানসী প্রেস

১৬।১ এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩৩১

মূল্য এক টাকা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

পরমারাধ্য

পতিতপাবন

# শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের

শ্রীকরকমলে ;—

শ্রীশ্রীরাধারমণ কুঞ্জ,
শ্রীপাট পানিহাটী,
১৩৩১ সাল ২৫ পৌষ।

শ্রীচরণরেণু প্রার্থী
অমূল্য

# ভূমিকা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী হইতে, "শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপালের শ্রীপাটের" ইতিবৃত্ত সংগ্রহ জন্য, ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঘোষণা করেন। তাঁহারই নির্দ্দেশমত এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া প্রায় সকল বৈষ্ণব তীর্থস্থানগুলিতে পরিভ্রমণ করতঃ, যতদুর সাধ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম ও "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই;যে স্থানে যেমন দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, অধিকন্তু গ্রন্থমধ্যে যে সব বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহাই একত্র উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র। পুস্তকমধ্যে যথেষ্ট ছাপার ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল ; ভক্ত পাঠক কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। উহা ভিন্ন আমার যে কোন ভ্রম দৃষ্ট হইবে,অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়া দিলে, পর সংস্করণে সংশোধন করিয়া লইব।

অষ্টম গোপাল শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরসম্বন্ধে তদ্‌বংশীয় বোধখানার ভক্তিভাজন শ্রীল সতীশ চন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুপাদগণ দ্বাদশবর্ষ শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক পত্রিকায় একাধিকবার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের মতে 'শ্রীশ্রীকানাই ঠাকুর ও ইহাঁর পিতৃদেব শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর উভয়ে ( পিতাপুত্রে ) দ্বাদশ গোপালের পর্য্যায়ভুক্ত।' অধিকন্তু শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট সুখসাগর গ্রাম ৺গঙ্গাদেবীর ভাঙ্গনে ধ্বংশ হইলে, তাঁহার সেবিত শ্রীবিগ্রহ চাঁচড় গ্রামে বিজয় করেন। এ সংবাদ ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, বিশেষত প্রচলিত বহুগ্রন্থে এ কাহিনী বিবৃত থাকিলেও, প্রভুপাদগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা পত্রিকার লিখিত মতেই বিশেষ আস্থাবান। এসম্বন্ধে এ অধম বহু বিনয় সহকারে, যথাসাধ্য প্রমাণাদি দিয়া নিবেদন, উক্ত পত্রিকাতেই জ্ঞাপন করিয়াছিল। কিন্তু শুনিয়াছি তাহাতেও প্রভুপাদগণ সন্তুষ্ট নহেন। সে কারণ এসম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়গণের আত্মীয় বা শ্রীশ্রীকানাই ঠাকুরের বা শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের সুযোগ্য বংশধর ভাজনঘাট শ্রীপাটের সত্যনিষ্ঠ পূজ্যপাদ শ্রীল হরিজীবনে গোস্বামী প্রভুপাদের মত উদ্ধৃত করিয়া, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন ;—

( "শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ) শ্রীশ্রীঠাকুর কানাইকে দ্বাদশ

আমরা মধ্যবর্তী প্রামাণিক গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ দেখি নাই। এ বিষয়ে প্রতিবাদকল্পে * * শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় অতীব বিনয় সহকারে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ কোন ভ্রম প্রমাদ আছে বলিয়া মনে হয় না ; বাস্তবিকই শ্রীশ্রীঠাকুর কানাই প্রামাণিক গ্রন্থে দ্বাদশ গোপালের মধ্যে পরিগণিত হয়েন নাই। * * সুতরাং শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা * * প্রভৃতির তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা তাঁহাদের ( শ্রীশ্রীঠাকুর কানাই প্রভৃতির ) মহত্ব বৃদ্ধির যে প্রয়াস তাহা অকিঞ্চিৎকর। * *" তৎপরে লিখিয়াছেন ;—

"* প্রাচীন সুখসাগর গঙ্গাগর্ভে নিহিত হওয়া নিবন্ধন, উহার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ বোধখানাকে একত্রে পিতাপুত্রের শ্রীপাট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বোধখানা একমাত্র শ্রীউজ্জ্বল গোপাল শ্রীশ্রীকানাই ঠাকুরেরই শ্রীপাট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়াই বিধেয়। * * এবিষয়ে পরম পণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য্য ৺বিহারী লাল গোস্বামী মহাশয় একপ্রকার তাহাই বলিয়াছেন। বহুশাস্ত্রদর্শী পূজাপাদ পণ্ডিত-প্রবর ৺সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়েরও এ বিষয়ে মতদ্বৈত ছিল না, এবং পরম ভাগবত "সপ্ত-বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকমল গোস্বামীপাদও এই মতের পোষণ করিয়াছেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক ১২ বর্ষ ২২৬ পৃঃ )

উপসংহারে, যে সকল গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়াছি তাঁহাদের, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীকে ভক্তিভরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সম্মিলনীর অনুকম্পাতেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

সর্ব্বশেষ নিবেদন, এই গ্রন্থদৃষ্টে শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপালের শ্রীপাট ভ্রমণকারী ভক্তগণের মধ্যে, একজনেরও যদি পথ পরিচয়ের শ্রম লাঘব হয় তবে এ অধম কৃতার্থ হইবে। ইতি—

শ্রীশ্রীরাধারমণ কুঞ্জ
শ্রীপাট পানিহাটী
২৫ পৌষ ১৩৩১।

ভক্তপদরজপ্রার্থী—

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট

# শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল

## অবতরণিকা

শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ "গোপাল" নামে অভিহিত। এই সখাগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—১। সুহৃৎ, ২। সখা, ৩। প্রিয়সখা এবং ৪। নর্ম্মসখা।

> সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাঃ পরে।
> প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্ব্বিধাঃ॥
> (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম বিভাগ, ৩ লহরী)।

(ক) সুহৃৎ :—

> "বাৎসল্যগন্ধিসখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ।
> সায়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষাপরায়ণাঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহাদের সখ্য বাৎসল্যগন্ধ-বিশিষ্ট এবং যাঁহারা কৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োধিক, অস্ত্রধারী ও সর্ব্বদা দুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করেন, তাঁহারা সুহৃৎ।

সুহৃদ্‌গণের নাম যথা :—গোভট, ভদ্রাশ্ব, বীরভদ্র,ভদ্রবর্দ্ধন, কুলবীর, মণ্ডলীভদ্র, যক্ষেন্দ্রভট্ট, মহাভীম।

(খ) সখা :—

> "কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বদ্ধাঃ প্রীতিগন্ধিনা॥"

যাঁহাদের সখ্য দাস্য-গন্ধবিশিষ্ট এবং যাঁহারা কনিষ্ঠকল্প, তাঁহারা সখা। সখাগণের নাম :—

বজয়, বিশাল, দেবপ্রস্থ, মণিবন্ধ, বৃষভ, বরূথপ, ওজস্বী, মকরন্দ, করমন্দ, মন্দর, কুলিক, কুণ্ডমাপীর, কন্দ, চন্দন, কুলিক( ? )।

প্রিয়সখা :—

"বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ ॥"

যাঁহারা তুল্যবয়স্ক ও কেবল সখ্যমাত্র আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহা-দিগকে প্রিয়সখা কহে। প্রিয়সখার নাম :—

স্তোককৃষ্ণ, কিঙ্কিণী, সুদাম, অংশু, ভদ্রসেন, বসুদাম, দাম, বিলাসী, বিটঙ্ক, কলবিঙ্ক, পুণ্ডরীক, সুদামাদি ও শ্রীদাম।

(ঘ) নর্ম্মসখা :—

"প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাস্তু পূর্ব্বতোপ্যভিতো বয়ঃ।
আত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তাস্তে অবিশেষিনঃ ॥"

প্রিয় নর্ম্মসখাসকল পূর্ব্বোক্ত সুহৃৎ, সখা ও প্রিয়সখা প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয় রহস্যপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণের কোন রহস্যই যাঁহাদের অগোচর নাই, তাঁহারাই নর্ম্মসখা। মধুররসেই নর্ম্মসখার কার্য্য। নর্ম্মসখার নাম :—

সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, সনন্দন, বসন্ত, উজ্জ্বল, কোকিল, মধুমঙ্গল, সুবাহু, মহাবাহু, লবঙ্গ প্রভৃতি। আরও—

কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণের পার্ষদগণ হয়।
বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু ব্রজশিশুচয় ॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভাবান্তর হয়।
মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শুদ্ধ প্রেমময় ॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়।
তটস্থ হইয়া বহু স্তবন করয় ॥

ব্রজবাসী আবাল বনিতা যত জন।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি করয়ে গণন ॥

("ভক্তমাল", পয়ার, ৯ম, ১১৯পৃঃ)।

শ্রীকৃষ্ণের এই সখাগণ অনন্ত। ভক্তমালে আছে :—

অনন্ত অর্ব্বুদ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ।
অনন্ত নাহিক পারে করিতে গণন ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী যাহা প্রকাশিলা ক্ষিতি।
তাহাই কীর্ত্তন করি তরিতে দুর্গতি ॥

এই চারি প্রকার সখার মধ্যে 'প্রিয়সখা' এবং 'নর্ম্মসখার' গণ হইতেই দ্বাদশ গোপাল শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীদামশ্চ সুদামশ্চ বসুদামো মহাবলঃ।
সুবাহুঃ স্তোককৃষ্ণশ্চ সুবলশ্চ তথার্জ্জুনঃ ॥
মহাবাহুঃ গন্ধর্ব্বশ্চ মধুমঙ্গল এবচ।
কোকিলো দ্বাদশৈশ্চৈব ইমে কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্করাঃ ॥

(শ্রীনিত্যানন্দচরিতধৃতবচনং, ৩য়, ১১২ পৃঃ)।

কাহারও কাহারও মতে 'গন্ধর্ব্ব' ও 'কোকিল গোপাল' দ্বাদশ গোপালের অন্তর্গত নহেন। ইহাঁদের পরিবর্ত্তে "দাম" ও 'লবঙ্গ' এই দুই জন দ্বাদশ গোপালের মধ্যে।

এই সকল সখা বা গোপালগণের শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় যাঁহার যে যে নাম, তাহা "শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে। যথা :—

(১) পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্।
দ্বাত্রিংশদ্ভিঃ জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ ॥ ১২৬

(২) পুরা সুদামনামাসীদদ্য ঠকুরসুন্দরঃ ॥

(৩) বসুদামসখা যশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ ॥ ১২৭

(৪) সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ ।

(৫) কমলাকরঃ পিপলাই নাম্নাসীদ্‌যো মহাবলঃ ॥ ১২৮

(৬) সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ ।

(৭) মহেশপণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহুর্ব্রজে সখা ॥ ১২৯

(৮) স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্‌যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ১৩০

(৯) সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ ।
বৈদ্যবংশোদ্ভবো নাম্না দামা যো বল্লবো ব্রজে ॥ ১৩১

(১০) নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্‌যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ ।

(১১) কালশ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে । ১৩২

(১২) খোলাবেচাতয়াখ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ ।
আসীদ্‌ব্রজে হাস্যকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ ॥ ১৩৩

(১৩) বলরামসখঃ কশ্চিৎ প্রবলো গোপবালকঃ ।
আসীদ্‌ব্রজে পুরা যোঽদ্য স হলায়ুধঠকুরঃ ॥ ১৩৪

(১৪) বরূথপঃ সখা নাম্না কৃষ্ণচন্দ্রস্য যো ব্রজে ।
আসীৎ স এব গৌরাঙ্গবল্লভো রুদ্রপণ্ডিতঃ ॥ ১৩৫

(১৫) গন্ধর্ব্বো যো ব্রজে গোপঃ কুমুদানন্দপণ্ডিতঃ ॥

"গণোদ্দেশে" এই পনের জন গোপালের নাম আছে। ভক্তমাল গ্রন্থে ইহার অনুবাদ দেখা যায় :—

(১) গৌরাঙ্গভকত যত ব্রজপরিকর ।
সংক্ষেপে করিব কিছু বর্ণন তাহার॥
শ্রীমান্ শ্রীদাম শ্রীঅভিরাম ভেল ।
ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠে যেঁহ বংশী বাজাইল ॥

(২) সুন্দর ঠাকুর যেঁহ পূর্ব্বে শ্রীসুদাম ।

(৩) পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় তেঁহ বসুদাম ॥

(৪) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস সুবল।
(৫) কমলাকর পিপলাই যেঁহ মহাবল॥
(৬) সুবাহু গোপাল যেঁহ উদ্ধারণ দত্ত।
(৭) মহাবাহু সখা শ্রীমান্ মহেশ পণ্ডিত॥
(৮) স্তোককৃষ্ণ যেঁহ তেঁহ দাস পুরুষোত্তম।
(৯) নাগর পুরুষোত্তম যেঁহ পূর্ব্বে ব্রজে দাম॥
(পাঠান্তর—তেঁহ পূর্ব্বে ব্রজদাস।)
(১০) অর্জ্জুন নামেতে সখা পরমেশ্বর দাস।
(১১) লবঙ্গ নামেতে সখা কালা কৃষ্ণদাস।
(১২) খোলা-বেচা শ্রীধরপণ্ডিত যে ব্রাহ্মণে।
খোলা কাড়াকাড়ি প্রভু কৈল যাঁর সনে॥
তেঁহ যেঁহ হন ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল॥
(১৩) হলায়ুধ প্রভু হন পুরুষে প্রবল।
বলদেব সখা তেঁহ নাম যে প্রবল।
গুণেতে সমান প্রায় সমান যে বল॥
(১৪) স্বরূপেতে কৃষ্ণসখা শ্রীরুদ্র পণ্ডিত।
(১৫) গন্ধর্ব্ব আখ্যান কুমুদানন্দ পণ্ডিত॥ (৩য় মালা, ৩০ পৃঃ)।

উপরোক্ত পঞ্চদশ গোপালের মধ্যে যাঁহারা দ্বাদশ গোপাল পর্য্যায়ে অভিহিত, তাঁহাদের নাম প্রাচীন গ্রন্থ একমাত্র "অনন্তসংহিতায়" লিখিত আছে। "শব্দকল্পদ্রুমধৃত" "অনন্তসংহিতার" বচন—("চৈতন্য" শব্দে, ৫৩৮ পৃঃ)।

(১) শ্রীদামনামগোপালো মম রামস্য চ প্রিয়ঃ।
অভিরাম ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং স ভবিষ্যতি॥

( ২ ) সুদামনামগোপালঃ শ্রীমান্ সুন্দরঠক্কুরঃ ।
( ৩ ) বসুদামপ্রিয়সখঃ শ্রীধনঞ্জয়পণ্ডিতঃ ॥
( ৪ ) সুবলো মে প্রিয়সখা গৌরীদাসাখ্যপণ্ডিতঃ ।
( ৫ ) কমলাকরপিপ্পিলাই পূর্ব্বখ্যাতো মহাবলঃ ॥
( ৬ ) পূর্ব্বদেহে সুরাহর্য্য উদ্ধারণমহাশয়ঃ ।
( ৭ ) মহাবাহুর্গোপ-বালঃ শ্রীমান্ মহেশপণ্ডিতঃ ॥
( ৮ ) পুরুষোত্তমো বৈদ্যকুলে স্তোককৃষ্ণঃ প্রিয়ো মম ।
( ৯ ) অর্জ্জুনঃ পূর্ব্বদেহে যঃ কলৌ শ্রীপরমেশ্বরঃ ।
( ১০ ) পূর্ব্বপ্রিয়ো লবঙ্গো মে কৃষ্ণাখ্যঃ স কলৌ যুগে ।
( ১১ ) শ্রীধরঃ শ্রীধরসমঃ পূর্ব্বে শ্রীমধুমঙ্গলঃ ॥
( ১২ ) সুবলো বলরামসখঃ কলৌ শ্রীহলায়ুধঃ ।
দ্বাদশৈতে ভবিষ্যন্তি কলৌ মদ্ধর্ম্মরক্ষণে ॥

ইহাই "গণোদ্দেশ"-লিখিত গোপালগণের মধ্যে **দ্বাদশ গোপাল।** অধিকন্তু "গণোদ্দেশদীপিকায়" উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে সুবাহু সখা বলা হইয়াছে। এখানে 'সুরাহর্য্য' আছে, এবং শ্রীধর পণ্ডিত 'কুসুমাসব' সখার স্থানে 'মধুমঙ্গল' এই মাত্র সামান্য প্রভেদ। তাহা হইলে :—

১। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর — শ্রীদাম সখা। (প্রিয়সখা)
২। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর — সুদাম সখা। (প্রিয়সখা)
৩। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত — বসুদাম সখা। (প্রিয়সখা)
৪। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত — সুবল সখা। (নর্ম্মসখা)
৫। শ্রীকমলাকর পিপলাই — মহাবল সখা। ( ? )
৬। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত — সুবাহু বা সুরাহর্য্য সখা। (নর্ম্মসখা)
৭। শ্রীমহেশ পণ্ডিত — মহাবাহু সখা। (নর্ম্মসখা)
৮। শ্রীপুরুষোত্তম দাস — স্তোককৃষ্ণ সখা। (প্রিয়সখা)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯। | শ্রীপরমেশ্বর দাস | অর্জ্জুন সখা। | (নর্ম্মসখা) |
| ১০। | শ্রীকৃষ্ণ বা কালাকৃষ্ণদাস | লবঙ্গ সখা। | (নর্ম্মসখা) |
| ১১। | শ্রীধর পণ্ডিত | মধুমঙ্গল বা কুসুমাসব। | (নর্ম্মসখা) |
| ১২। | শ্রীহলায়ুধ ঠাকুর | (শ্রীবলদেবের সখা ২য় সুবল, বা প্রবল সখা।) | (?) |

"শ্রীচৈতন্যসঙ্গীতায়" জানা যায় ;—

*　　*　　*

দ্বাদশ গোপাল নাম শুন অতঃপর ॥
(১) শ্রীদাম জন্মিল আসি খানাকুল ধামে।
বিখ্যাত হইল তথা অভিরাম নামে ॥
(২) শ্রীসুদাম সুন্দরানন্দ নামেতে প্রকাশ।*
হলদা মহেশ্বরপুরে কৈলা বাস ॥
(৩) বসুদাম জাড় গ্রামে উদয় হইলা।
ধনঞ্জয় পণ্ডিত নামেতে প্রকাশিলা ॥
(৪) দাম মহাশয় নবদ্বীপে উপনীত।
শ্রীপুরুষোত্তম নাম বিখ্যাত পণ্ডিত ॥
(৫) সুবল আসিয়া কৈল অম্বিকা নিবাস।
তথা নাম হৈল পণ্ডিত গৌরীদাস ॥
(৬) মহাবল আকনা মাহেশেতে কৈল ধাম।
তথায় কমলাকর পিপিলাই নাম ॥
(৭) সপ্তগ্রামে সুবাহুর হইল জনম।
উদ্ধারণ দত্ত নাম সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥

---

* কোন কোন পুস্তকে 'সুন্দরানন্দ' স্থানে 'উদ্ধবানন্দ' আছে। ইহা যে লিপিকরের ভ্রম, তাহা বেশ বুঝা যায়।

(৮) জন্মিলেন মহাবাহু বরাহনগরে।
মহেশ পণ্ডিত নাম দেশদেশান্তরে ॥

(৯) সুখসাগরেতে স্তোককৃষ্ণ গুণাকর।
শ্রীপুরুষোত্তম কবিরাজ নামধর ॥

(১০) বিরাট পুরেতে হয় অর্জ্জুনের বাস।
নামেতে পরমেশ্বর উপাধিতে দাস ॥

(১১) জাগুলি গ্রামে শ্রীলবঙ্গ জনমিধ আসি।
কালীকৃষ্ণদাস নামে যেঁহ গুণরাশি ॥

(১২) বোধখাসা নগরেতে উজ্জ্বল সুধীর।
নিধুকৃষ্ণ দাস নামে তেজেতে মিহির ॥

কোন কোন গ্রন্থে 'বিরাটপুর' স্থানে 'ভরতপুর', 'জাগুলি' গ্রামের স্থানে 'কুলি' গ্রাম আছে। 'বোধখাসা' 'বোধখানা' হইবে।

মূল "অনন্তসংহিতার" সহিত "চৈতন্যসংগীতার" দশম গোপাল পর্য্যন্ত পরিচয়ের ঠিক মিল আছে, কিন্তু ইহাতে একাদশ গোপাল মধুমঙ্গল শ্রীধর পণ্ডিত ও দ্বাদশসংখ্যক গোপাল শ্রীহলায়ুধ ঠাকুরের নাম নাই। তৎ-পরিবর্ত্তে দাম গোপাল শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিতের ও উজ্জ্বল গোপাল নিধুকৃষ্ণ দাস নাম আছে।

"গৌরগণোদ্দেশে" ১৫ জন গোপালের মধ্যে সদাশিব কবিরাজের পুত্র "পুরুষোত্তম নাগরের" নাম আছে, কিন্তু উজ্জ্বল গোপাল নিধুকৃষ্ণ দাস বলিয়া কোন নাম নাই। 'নিধুকৃষ্ণদাস' লিপিকরের নিশ্চিত ভুল। 'শিশু কৃষ্ণদাস' হইবে। কারণ, পুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্রের নাম শিশু কৃষ্ণদাস] এবং তিনিই উজ্জ্বল গোপাল ছিলেন। যথা,—

পুরুষোত্তমসুত শিশু কৃষ্ণদাস গোস্বামী।

উজ্জ্বলস্বরূপ অনুভবে জানি আমি ॥

( শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, ২ দর্শন )।

অভিরাম দাসকৃত "পাটপর্য্যটন" পুথিতে দ্বাদশ গোপালের ও তাঁহাদের শ্রীপাটের পরিচয় এইরূপঃ—

( ১ ) অভিরাম পূর্ব্বে সুদাম ( শ্রীদাম হইবে ) খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি ॥

( ২ ) হলদা মহেশপুরে সুন্দরানন্দের বাস।
সুন্দরানন্দ পূর্ব্বে সুদাম জানিবা নিশ্চয় ॥

( ৩ ) কাঁচড়াপাড়া জন্মভূমি জলঙ্গীতে বাস।
ধনঞ্জয় বসুদাম জানিবা নির্য্যাস ॥

( ৪ ) আকলা মহেশেতে জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপলাই এই সে নিশ্চিতি ॥
কমলাকর মহাবল পূর্ব্বনাম হয়।

( ৫ ) উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর হয় ॥
হুগলীর নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম।
উদ্ধারণ সুবাহু জানিবা পূর্ব্বনাম ॥

( ৬ ) সাগুনা সরডাঙ্গা সুখসাগর নিকটে।
মহেশ পণ্ডিত বাস কহি করপুটে ॥
মহেশ মহাবাহু পূর্ব্বে জানিবা আখ্যান।

( ৭ ) বড়গাছিতে বাস শ্রীকৃষ্ণদাস নাম ॥

( ৮ ) পরমেশ্বর দাস পূর্ব্বে স্তোককৃষ্ণ ছিল।

(৯) বোদখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল ॥
বোদখানাতে হলদা পরগণা জানিবা সর্ব্বজনে।
সুদাম সখা পুরুষোত্তম পূর্ব্ব আখ্যানে ॥

(১০) সাঁচড়া পরমেশ্বর দাসের বসতি।
পরমেশ্বর অর্জ্জুন সখা পূর্ব্বে এই খ্যাতি ॥
মাধবের সখা এই পাণ্ডব নহে।
হিরণ গাঁ সাঁচড়া পাঁচড়া সর্ব্বজনে কহে ॥

(১১) আকাই হাটে কালাকৃষ্ণদাসের বসতি।
পূর্ব্বেতে লবঙ্গ সখা যাঁর নাম খ্যাতি ॥

(১২) খোলাবেচ শ্রীধরের নবদ্বীপে বাস।
মধুমঙ্গল পূর্ব্বে এই জানিবা নির্য্যাস ॥
এই যে দ্বাদশ পাট হইল লিখন।

... ... ...

"সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা"য় উদ্ধৃত "পাটপর্য্যটন", ১৩১৮।

২সংখ্যা, ১০৮পৃঃ।

অনন্তসংহিতার সহিত পাটপর্য্যটনের অনৈক্য হইতেছে :—৪র্থ গোপাল সুবল—গৌরীদাস পণ্ডিতের এবং ১২ সংখ্যক গোপাল হলায়ুধ ঠাকুরের ইহাতে নাম নাই ; ইঁহাদের পরিবর্ত্তে বড়গাছির কৃষ্ণদাসকে ধরা হইয়াছে। কিন্তু ইনি যে কোন্ গোপাল, তাহার উল্লেখ নাই। এবং সুদাম গোপালকে একবার সুন্দরানন্দ ঠাকুর বলিয়া, পুনরায় নাগর পুরুষোত্তমকে সুদাম বলিয়া লেখা হইয়াছে। অধিকন্তু স্তোককৃষ্ণ পুরুষোত্তম ঠাকুরকে পরমেশ্বর দাস বলা হইয়াছে, এইটি অবশ্য লিপিকরের ভ্রম।

দ্বাদশ গোপাল সম্বন্ধে এইরূপ অল্পবিস্তর অনৈক্য মত সকল গ্রন্থেই দেখা যায় * ।

* বৃন্দাবন দাস ঠাকুর-প্রণীত "বৈষ্ণব-বন্দনায়" কেবল ১০ জনকে গোপাল পর্য্যায়ে অভিহিত করা হইয়াছে। "অনন্ত-সংহিতার" সহিত এখানে ১।২।৪।৮ সংখ্যক গোপালের মিল আছে, বাকি বড়ই অনৈক্য। পরন্তু ইহাতে ৩ জন পুরুষোত্তমের নাম আছে।

পুরাতন "পঞ্জিকায়" কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের পরিবর্ত্তে শ্রীকানাই ঠাকুরের নাম আছে।

"বৈষ্ণব আচারদর্পণে" (১ম খণ্ড, ৩৩২ পৃঃ) দ্বাদশ গোপাল নির্ণয়ে "অনন্ত-সংহিতার" শ্রীহলায়ুধ ঠাকুরের পরিবর্ত্তে শ্রীপুরুষোত্তম নাগরকে ধরা হইয়াছে। অধিকন্ত উক্ত গ্রন্থের ৩৫২ পৃঃ "রামচন্দ্র কবিরাজ" মতে বলিয়া যে দ্বাদশ গোপালের বিবরণ আছে, তাহা এবং ৩৫৩ পৃষ্ঠায় বৃন্দাবনদাসের মত বলিয়া যে দ্বাদশজন স্থানে ত্রয়োদশ জন গোপালের উল্লেখ আছে, "অনন্তসংহিতা" কি "গণোদ্দেশের" সহিত তাহার আদৌ মিল হয় না।

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" (সাপ্তাহিক, ৪২৮ গৌঃ অঃ, শ্রাবণ সংখ্যায়) দ্বাদশ গোপালের বিবরণে শ্রীহলায়ুধ ঠাকুরের পরিবর্ত্তে শ্রীপুরুষোত্তম নাম আছে। অন্য সংখ্যায়—"পঞ্চতত্ত্বের বাম ভাগে ১২শ গোপালের ভোগসংস্থানবিধি" লেখা আছে। অধিকন্ত দাম গোপাল নাগর পুরুষোত্তমকে কাশীশ্বর ঠাকুর ও স্তোককৃষ্ণ পুরুষোত্তম দাসকে পুরুষোত্তম সঞ্জয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

"শ্রীশ্রীনিত্যাচরিতেও" (৩য়,১৬৬ পৃঃ) "বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকারই মত লেখা আছে।

রেমুনা শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দির হইতে শ্রীপাদ বিনোদচৈতন্য দাস বাবাজী মহাশয় যে "মালসা ভোগ" বিধির মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও দ্বাদশ গোপালের মধ্যে শ্রীহলায়ুধ ঠাকুরের নাম দেন নাই।

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাসকৃত "শ্রীবৈষ্ণব স্মরণীয় চিত্রাবলীতে"(১।ক) চৌষট্টি মহান্তের ভোগ বসিবার ক্রমে "অনন্তসংহিতার" সহিত অনৈক্য আছে। তাহাতে মধুমঙ্গল শ্রীধর পণ্ডিতের স্থানে শ্রীনরহরি ঠাকুরকে, শ্রীহলায়ুধ ঠাকুরের পরিবর্ত্তে পুরুষোত্তম নাগরকে এবং লবঙ্গ সখা কালাকৃষ্ণদাস স্থানে কুমুদানন্দ ঠাকুরকে গন্ধর্ব্ব সখা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই সকল পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতের মীমাংসার একমাত্র উপায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থের মতানুবর্ত্তী হওয়া। কবিকর্ণপূর ১৪৯৮ শকাব্দে শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা রচনা করেন (১)। এজন্য ইহা বিশেষ প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। অধিকন্তু অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ঈশান নাগর বৃদ্ধবয়সে ১৪৯০ শকাব্দে যে "শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ"গ্রন্থ রচনা করেন (২), তাহাতে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ "শ্রীঅনন্তসংহিতার" উল্লেখ আছে। যথা :—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে "অনন্তসংহিতার" ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিতেছেন :—

"প্রভু (শ্রীঅদ্বৈত) কহে শুনহ রে প্রিয় হরিদাস।
এই গ্রামে (নদীয়ার) কৃষ্ণচন্দ্র হইবে প্রকাশ॥
"শ্রীঅনন্তসংহিতার" সেই সিদ্ধবাক্য।
তাহার সত্যতা আজি হইল প্রত্যক্ষ্য॥

(অদ্বৈতপ্রকাশ, ৯৮ পৃঃ)।

এ জন্য সর্ব্বপ্রাচীন এবং বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ দুইখানির মতানুবর্ত্তী হওয়াই বিশেষ কর্ত্তব্যবোধে আমরা ইঁহাদের মতেই দ্বাদশ গোপাল নির্ণয় করিলাম।

---

(১) গৌরপদতরঙ্গিণী ৫২ পৃঃ ১৪৮৮ শকাব্দ বলিয়া উল্লেখ আছে।

শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ।
চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমগ্নচিত্তৈঃ
(শোধ্যঃ) সমাকলিতগৌরগণাখ্য এবঃ॥

(২১৫ শ্লোক, চৈঃ চন্দ্রোদয়ধৃত— ১৩৯ পৃঃ)।

(২) চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় গ্রামে॥

(অদ্বৈতপ্রকাশ)।

তাহা হইলে অনন্তসংহিতা মতে দ্বাদশ জন গৌরলীলার পারিষদ :—

| গৌরগণোদ্দেশ মতে ইঁহারা | কৃষ্ণলীলার যে যে গোপাল,— |
|---|---|
| ১। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর | শ্রীদামগোপাল |
| ২। সুন্দরানন্দ ঠাকুর | সুদাম „ |
| ৩। ধনঞ্জয় পণ্ডিত | বসুদাম „ |
| ৪। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত | সুবল „ |
| ৫। শ্রীকমলাকর পিপলাই | মহাবল „ |
| ৬। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর | সুবাহু বা সুরাহর্য্য গোপাল |
| ৭। শ্রীমহেশ পণ্ডিত | মহাবাহু „ |
| ৮। শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুর | স্তোককৃষ্ণ „ |
| ৯। শ্রীপরমেশ্বর দাস | অর্জ্জুন „ |
| ১০। শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর | লবঙ্গ „ |
| ১১। শ্রীশ্রীধর পণ্ডিত | মধুমঙ্গল „ |
| ১২। শ্রীহলায়ুধ ঠাকুর | ( বলদেব-সখা ) প্রবল বা ২য় সুবল গোপাল। |

ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল।( ১ )

---

(১) "বৈষ্ণব আচারদর্পণে" (৩৩৪ পৃঃ) উপরিউক্ত দ্বাদশ গোপাল ব্যতিরেকে দ্বাদশ উপগোপালের নাম আছে। যথা :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | সুবল | সখা | শ্রীহলায়ুধ ঠাকুর | শ্রীপাট | রামচন্দ্রপুর ( নবদ্বীপ ) |
| ২। | বরূথপ | „ | শ্রীরুদ্রপণ্ডিত | „ | বল্লবপুর। |
| ৩। | গন্ধর্ব্ব | „ | শ্রীমুকুন্দানন্দ পণ্ডিত | „ | নবদ্বীপ। |
| ৪। | কিঙ্কিণী | „ | শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত | „ | বল্লবপুর। |
| ৫। | অংশুমান | „ | শ্রীওঝা বনমালী দাস | „ | কুল্যাপাড়া। |
| ৬। | ভদ্রসেন | „ | শ্রীসত্ত ঠাকুর | „ | কুকুনপুর। |
| ৭। | বসন্ত | „ | শ্রীমুরারি মাহাতী | „ | বংশীটোটা। |
| ৮। | উজ্জল | „ | শ্রীগঙ্গাদাস | „ | নৈহাটি। |
| ৯। | কোকিল | „ | শ্রীগোপাল ঠাকুর | „ | গৌরাঙ্গপুর। |
| ১০। | বিলাসী | „ | শ্রীশিবাই | „ | বেলুন। |
| ১১। | পুণ্ডরীক | „ | শ্রীনন্দাই | „ | শালিগ্রাম। |
| ১২। | কলবিঙ্ক | „ | শ্রীবিষ্ণাই | „ | ঝামটপুর। |

# শ্রীপাট

"পাটপর্য্যটন" গ্রন্থে জানা যায় :—(১) গৌড়মণ্ডল মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ৫টী ধাম এবং ২৯টী শ্রীপাট (২) দর্শনীয় আছে। এবং এই ৩৪টী শ্রীপাটের মধ্যে ১২টী দ্বাদশ গোপালের।

শ্রীনবদ্বীপ ধামে প্রভুর জন্ম হয়।
কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়॥
একচাকা জন্মভূমি খড়দহে বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্য্যাস॥
শ্রীঅদ্বৈতের ধাম শান্তিপুরে হয়।
এই পঞ্চ ধাম সবে জানিবে নিশ্চয়॥
(পাটপর্য্যটন)।

---

(১) অভিরাম দাসকৃত "পাটপর্য্যটন" গ্রন্থ, ৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় ১৩১৮।২সংখ্যা "সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায়" প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে জানা যায়, "পাটনির্ণয়" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ আছে :—

যে যে গ্রামে পরিক্রমা করিবারে হয়।
সে সকল গ্রাম এই লিখিল নিশ্চয়॥
"পাটনির্ণয়" গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার।
তা দেখি এই চুম্বুক হইল নির্দ্ধার॥——পাটপর্য্যটন, ১১১ পৃঃ।

এই গ্রন্থখানি এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। প্রকাশিত হইলে বিস্তর শ্রীপাটের বিবরণ জানা যাইতে পারিবে।

(২) পট্ট শব্দের অর্থ গ্রাম। চলিত ভাষা পাট। ভক্তের বাসস্থান হেতু "শ্রী"যুক্ত করা হয়। (কানুতত্ত্বনির্ণয়, ৭২ পৃঃ)।

আরও যে সকল স্থানে একাধিক ভক্তের জন্ম, তাহাকে মহাপাট বলে। যথা :—
দুই তিন ভক্তাবাসে মহাপাটাখ্যান। (পাটপর্য্যটন)।

পঞ্চ ধাম, দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়।
ভক্তগণের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশা হয় ॥

এই শ্রীপাটগুলি ভক্তগণকে পরিক্রমা করিতে হয়। যথা :—

যে যে গ্রামে পরিক্রমা করিবারে হয়।
সে সকল গ্রাম এই লিখিল নিশ্চয় ॥

প্রভুর ইচ্ছা হইলে সমুদয় শ্রীপাটগুলির বিবরণ, বিশেষতঃ যাতায়াতের পথের পরিচয় প্রদান করিব।

---

## শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পারিষদগণের বিবরণ

শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে জানা যায় :—দ্বাদশ গোপালের মধ্যে একাদশ জন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। কেবল খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যপ্রভুর শাখা।

এই পারিষদগণ সকলেই পরমানন্দময়। নাম প্রচার বা সংকীর্তন ভিন্ন ইঁহাদের আর কোনই কার্য্য ছিল না।

কারো কোন কর্ম্ম নাহি সংকীর্ত্তন বিনে।
সভার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
কি ভোজনে, কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে ॥

—ভাগবত, অঃ ।

ইঁহাদের সকলেই মহা মহা পণ্ডিত, দেখিতে পরম সুন্দর এবং দেহে অবিরাম অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব বিদ্যমান :—

নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু কম্প পুলক যত অনুরাগ ॥
সভার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সভেই করেন সংকীর্ত্তন ॥ (ঐ)।

সকলেরই—

বেত্র বংশী শিঙা ছাঁদদড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড় হৃদে, পায়ে নূপুর সবার ॥ (ঐ)

নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা॥

—চরিতামৃত, আদি, ১১।

পারিষদো সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ বলয় মল্ল ঘুঙ্গুর সুহার॥ (১)

—ভাগবত, ৫ম ( ৪৫৮ )।

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট

---

(১) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পরেও শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভুও ঐরূপ গোপ-বেশে সজ্জিত থাকিতেন; কিন্তু তাঁহার পৌত্র শ্রীগোপীজনবল্লভ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী প্রভুত্রয় শিষ্যবর্গকে এই বেশ ধারণ করিতে নিষেধ করেন। তাহাতে সকলেই প্রভুদের আজ্ঞায় গোপবেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল মুর্শিদাবাদের অধীন জঙ্গিপুরের নিকট বাজিতপুরের শ্রীশ্রী৺শ্যামসর্ব্বেশ্বর শ্রীবিগ্রহ সেবক মহান্ত রামকৃষ্ণদাস এই নিষেধ আজ্ঞা প্রতিপালন করেন নাই, এই জন্য তিনি প্রভুপাদগণ কর্ত্তৃক ত্যক্ত ও "চূড়াধারী" আখ্যা প্রাপ্ত হন। উক্ত রামকৃষ্ণদাসের গুরু এবং শিষ্যধারা এই ;—

শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতা
|
শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভু
|
শ্রীরামকৃষ্ণদাস চূড়াধারী
|
মাধবদাস ঐ
|
কৃষ্ণদাস ঐ
|
বালকানন্দ ঐ
|
রামজীবন ঐ
|
রামকৃষ্ণদাস ঐ
|
নবীনকৃষ্ণ দাস ঐ
|
তিনকড়ি শর্ম্মণঃ ঐ

এই প্রণালী শ্রীবৃন্দাবনের মাধবাচার্য্য প্রভুর কুঞ্জে কামদার গৌরদাস বাবাজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত। ( শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ—৩১৬ পৃঃ )।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—এই পারিষদগণের নাম স্মরণ করিলেও ভববন্ধন মোচন হয়। আরও—

নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বর্ষ কহি যদি তবু নহে সীমা॥ ভাগবত, অন্ত্য, ৬ অঃ।

৺পুরীধামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই সকল পারিষদগণকে দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম সুদাম প্রায় লয় মোর মতি॥
বৃন্দাবন-ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন॥
সেই ভাব সেই কান্তি সেই সর্ব্বশক্তি।
সর্ব্বদেহে দেখি সেই নন্দগোষ্ঠী ভক্তি॥
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে সত্য সত্য সে করে আমারে॥ ভাগবত, অন্ত্য, ৮ম।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন,—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদগণ সকলেই "নন্দগোষ্ঠী গোপ-গোপীর অবতার"। ইঁহাদের পূর্ব্বলীলার কাহার কি স্বরূপ, তাহা বর্ণনা করিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিষেধ আছে। এজন্য উঁহাদের পূর্ব্ব আখ্যা লিখিলাম না।

নিত্যানন্দ স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্বনাম না লিখিল বিদিত করিয়া। (১) (ভাগবত, অন্ত্য, ৬।)

---

(১) কিন্তু কবিকর্ণপুর প্রভৃতি ভক্তগণ ত পারিষদ সকলেরই পূর্ব্বলীলার নাম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার পূর্ব্বে গৌরগণোদ্দেশ রচিত হইয়াছে।

## শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ সঙ্গে গৌড়ে আগমন।

৺পুরীধাম হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, পতিত উদ্ধারের জন্য সমুদয় পরিকর সঙ্গে গৌড় দেশে আগমন করেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন করিয়া তথায় তিন মাস যাপন করিয়াছিলেন। প্রাচীন পদে আছে :—

শ্রীগৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা, নিতাই বিদায় হঞা
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণধাম,
কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥
রামাই সুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ,
সতত কীর্ত্তন-রসে ভোলা।
পানিহাটি গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা॥
সকল ভকত লৈয়া গৌর-প্রেমে মত্ত হৈঞা
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গত দেখি, হইয়া করুণ আঁখি
প্রেমরত্ন জগতে বিলায়॥
হরিনাম চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈলা ধনী
পাপতাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে না ভজি নিতাইচাঁদে
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল॥

ঠিক ঐ সময়ে সপ্তগ্রামের রাজা গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র প্রসিদ্ধ ভক্ত

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী পানিহাটিতে আগমন করিয়া প্রভুর কৃপাপ্রার্থী হইলে রহস্যচ্ছলে প্রভু রঘুনাথের দণ্ড করেন—অর্থাৎ "চিড়া দধি মোর গণে করাও ভোজন।" ইহারই নাম পানিহাটির "দণ্ডমহোৎসব"। এই ঘটনা ১৪৩৯ শকাব্দে হয়। (কাহারও কাহারও মতে ১৪৩৮ শকাব্দে)।

ঐ সময়ে পানিহাটীতে প্রভুর নিকটে অন্যান্য ভক্ত এবং দ্বাদশ গোপালের প্রায় সকলেই ছিলেন। উৎসবের প্রসাদ ভোজন সময়ে :—

রামদাস (১) সুন্দরানন্দ (২) দাস গদাধর।
মুরারি, কমলাকর (৩) সদাশিব, পুরন্দর॥
ধনঞ্জয় (৪) জগদীশ, পরমেশ্বর দাস (৫)।
মহেশ (৬) গৌরীদাস (৭) আর হোড় কৃষ্ণদাস॥*
উদ্ধারণ দত্ত (৮) আদি যত আর নিজজন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥—(চরিতামৃত, অন্ত্য, ৬)।

শ্রীপাট পানিহাটীতে যে স্থানে দণ্ডমহোৎসব হইয়াছিল, সেই পঞ্চবটী, সেই পিণ্ডা বা বেদী, সেই রাঘব-ভবন প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে শ্রীনিত্যানন্দ-লীলার সাক্ষ্য দিতেছে। † অধিকন্তু সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত উক্ত প্রেম উৎসব প্রতি বৎসর

* বড়গাছিনিবাসী রাজা হরি হোড়ের পুত্র হোড় কৃষ্ণদাস।
"কৃষ্ণদাস, রাজা হরি হোড়ের নন্দন।" ভক্তিরত্নাকর, ৯৯০ পৃঃ।

† জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—
"পানিহাটী সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে॥ ইত্যাদি।

পানিহাটী জেলা ২৪ পরগণার গঙ্গার উপরেই। ই, বি, রেলের সোদপুর ষ্টেসন হইতে এক মাইল পশ্চিমে। কলিকাতা হইতে ৵১০ পয়সা মাত্র ভাড়া। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩২২। ৪র্থসংসচিত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে (স্নানযাত্রার দুই দিন পূর্ব্বে) আশ্চর্য্যভাবে সমাধা হইয়া আসিতেছে।

উপরিউক্ত (শ্রীচরিতামৃতের পয়ারে) ৮ জন গোপালের নাম ব্যতিরেকে আর যাঁহাদের নাম নাই, তাঁহাদের উপস্থিতি,—

"উদ্ধারণ দত্ত আদি যত আর নিজ জন ॥"

পদের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে জানা যায়, প্রভুর সঙ্গে তাঁহার সকল পারিষদই গৌড়ে বা পানিহাটীতে আগমন করিয়াছিলেন :—

নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে করিলা গমন ॥—(অন্ত্য, ৫ম।)

ইহা দ্বারা আমরা দ্বাদশ গোপালের একটী কাল নির্ণয়ের পন্থা পাইলাম। অর্থাৎ ১৪৩৮।৩৯ শকে ইঁহাদের পানিহাটীতে আগমন। অনুমান, তখন সকলের বয়ঃক্রম ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে; কাহার কাহার কিঞ্চিৎ বেশী।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে জানা যায়:—১৫০৪ শকাব্দে বা পানিহাটীর উৎসবের ৬৫।৬৬ বৎসর পরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট খেতুরী গ্রামের বিখ্যাত উৎসব হয়। ঐ উৎসবে তদানীন্তন সকল ভক্তেরই আগমন হইয়াছিল। দ্বাদশ গোপালের মধ্যে ঐ সময়ে কমলাকর পিপলাই, কালাকৃষ্ণদাস ও পরমেশ্বর দাস, ইঁহাদের উপস্থিতি দেখি। এজন্য ইঁহাদের দীর্ঘজীবী বলিয়া মনে হয়। সুন্দরানন্দ, গৌরীদাস প্রভৃতি যে সেই সময়ে অপ্রকট হইয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট আভাস "নরোত্তমবিলাস," "ভক্তিরত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। (১)

(১) কিন্তু এখানে বলিয়া রাখি, একমাত্র মহাপ্রভুর জন্মসন ভিন্ন আর কাহারও জন্মসন নির্ভুলভাবে পাইবার উপায় নাই। সন তারিখ লইয়া মিলাইতে যাইলেই
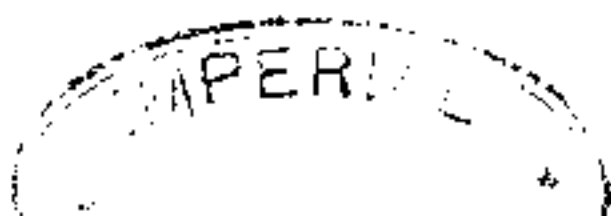
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে রাঘব-ভবনে সমুদয় গোপালগণকে লইয়া কীর্ত্তন-বিলাস করেন। ঐ সময়ে :—

তিন মাস কার বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম্ম তিলার্দ্ধেক কাহার না স্ফুরে॥
তিন মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর॥

---

বিস্তর গোলমাল দেখা যায়। আমরা দ্বাদশ গোপালের সময় নির্ণয় করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, এবং প্রসিদ্ধ মত উদ্ধৃত করিয়াছি।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের—

| | জন্ম | তিরোভাব |
|---|---|---|
| শকাব্দ— | ১৪০৭ | ১৪৫৫,—৩রা আষাঢ়, শুক্রবার, |
| ইংরাজী— | ১৪৮৫।৮৬ | ১৫৩৩।৩৪, শুক্লাষ্টমী ( রবিবারে নহে ) |
| সন বাঙ্‌লা— | ৮৯২ | ৯৪০ |
| হিজরী— | ঐ | ঐ |

১৯। ফাল্গুন শুক্রবার জন্ম। পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণ। মতান্তরে ১৮ ফাল্গুন শনিবারে। ইংরাজী—১৯ এ মার্চ্চ বলিয়া "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" আছে ( ১০ বর্ষ, ৩৩৪ পৃঃ ) ইহা ঠিক নহে। এই তারিখ এবং তিথির মীমাংসা করিয়া দেন, এমন কি কেহ জ্যোতিষী নাই ?

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব—১৪৭৩ খৃঃ, তিরোভাব—১৫৪২ খৃঃ। দ্বাদশ গোপালের অনেকেই নিত্যানন্দ প্রভুর পরে তিরোহিত হয়েন।

উপরিউক্ত সময়ে ভারতের রাজন্যবর্গের বিবরণ।

দিল্লীর সিংহাসনে—

১। বহলোল লোদী—১৪৫১—৮৮ খৃঃ অঃ
২। সিকেন্দর লোদী—১৪৮৮—১৫১৭
৩। ইব্রাহীম লোদী—১৫১৭—১৫২৬
৪। জহর উদ্দিন বাবর—১৫৩৬—৩৯
৫। নসির উদ্দিন হুমায়ুন—১৫৩০—৩৯
৬। ফরিদ উদ্দিন সের সাহ—১৫৩৯—৪৫
৭। ইসলাম সাহ—১৫৪৫—৫৩

শেষে ভক্তগণ এমন প্রেমবিহ্বল হইলেন যে, প্রভুকে তাঁহাদের আহার করাইয়া দিতে হইত। সময়ে সময়ে কৃত্রিম ক্রোধ করিয়া বান্ধিয়া রাখিতে ও মারিতে হইত।

পুত্র প্রায় করি প্রভু সভারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া॥
কারেও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
মারেন বান্ধেন তভু অট্ট অট্ট হাসে॥ (ভাগবত—অন্ত্য, ৫)।

এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পারিষদগণকে সর্ব্বগুণে ভূষিত করিয়া, নাম প্রেম প্রচারের উপযুক্ত করিয়া লইলেন। তখন :—

যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সভাতে হইল সর্ব্ব শক্তি অধিষ্ঠান॥

---

৮। ফিরোজ সাহ—১৫৫৩
৯। আকবর—১৫৫৬—১৬০৫
(বাঙ্গালার ইতিহাস, ৯ম পরিঃ, ২২৮পৃঃ)

উড়িষ্যার সিংহাসনে—

১। পুরুষোত্তম দেব ১৪৬৯—৯৭
২। প্রতাপরুদ্র দেব ১৪৯৭—১৫৪০
৩। তৎপুত্র ঐ

বাঙ্গালার সিংহাসনে——

১। জালাল উদ্দিন ফতে সাহ ১৪৮২—৮৭
২। সুলতান বারবন ১৪৮৬
৩। সৈফউদ্দিন ফিরোজ সাহ ১৪৮৬-৮৯
৪। নাসির উদ্দিন মহমুদ সাহ ১৪৮৯-৯০
৫। সমস উদ্দিন মজফর সাহ ১৪৯০—৯৩
৬। আলাউদ্দিন হোসেন সাহ১৪৯৩-১৫১৯
৭। নাসির উদ্দিন নসরৎ সাহ ১৫১৯—৩
৮। আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ ১৫৩২
৯। গিয়াসউদ্দিন হুমায়ুন ১৫৩৮

বহলল লোদীর সময়ে মহাপ্রভুর জন্ম এব হুমায়ুনের শেষ রাজত্বের সময়ে তিরোভাব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরও বহললোদীর সময়ে জন্ম এবং সের সাহের শেষ রাজত্বে তিরোভাব।

দ্বাদশ গোপালের অধিকাংশই আকবরের প্রথম রাজত্ব পর্য্যন্ত প্রকট থাক। অনুমান হয়।

সর্ব্বজ্ঞতা বাক্যসিদ্ধি হইল সভার।
সভে হইলেন যেন কন্দর্প আকার॥
সভে যাঁরে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥
এইমত পানিহাটী গ্রামে তিন মাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিকাশ॥— (ঐ)।

অধিকন্তু প্রভু গোপালগণকে স্বীয় প্রেম প্রদান করিয়া নিজের মত শক্তিমান্ করিলেন,—

আপনে যেহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই মত করিলেন সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥ (ঐ)।

অতঃপর প্রত্যেককে প্রেম প্রচারের জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন,—

পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥— ঐ, ৬।

এখানে "সপ্তগ্রাম" অর্থে হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ পরগণাও হইতে পারে এবং ৭টী গ্রামও হইতে পারে। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' আছে,—

কমলাকর পিপলাই ভাবের উদ্দাম।
নিত্যানন্দ দিলা যাঁরে পানিহাটী গ্রাম॥
(ঐ, বিজয়খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)।

এইরূপে প্রভু গোপালগণ সঙ্গে প্রথমতঃ (১) পানিহাটী, তৎপরে খড়দহ (২), এড়িয়াদহ (৩), সপ্তগ্রাম (৪), ত্রিবেণী (৫), শান্তিপুর (৬),

---

(১) পানিহাটী পূর্ব্বে বলিয়াছি।
(২) খড়দহ ২৪ পরগণার গঙ্গার তীরে।
(৩) এড়িয়াদহ। ২৪ পরগণার গঙ্গার ধারে।
(৪) সপ্তগ্রাম ই, আই, আর, ত্রিশবিঘা হইতে অর্দ্ধ মাইল।
(৫) ত্রিবেণী—হুগলীর নিকটে।
(৬) শান্তিপুর, প্রসিদ্ধ স্থান, নদীয়া জেলায়।

| নবদ্বীপ, | থানাবোড়া, | বড়গাছি, | দোগাছিয়া, | কুলিয়া, |
|---|---|---|---|---|
| (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |

প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে ভ্রমণ করিয়া জীব উদ্ধার করিতে লাগিলেন।

তবে নিত্যানন্দ প্রভু পারিষদ সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে।

(ভাগবত, অন্ত্য, ৬।)

এ যাত্রার কয়েক বৎসর পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করিয়া খড়দহে শ্রীধাম করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ের পর হইতেই দ্বাদশ গোপালগণেরও শ্রীপাট হইতে আরম্ভ হয়। কেহ কেহ দার পরিগ্রহ করেন এবং কেহ কেহ চিরকুমার থাকেন।

গোপালগণেরও আবার সহস্র সহস্র শিষ্য হইল। সেই শিষ্যগণও সকলে গুরুর ন্যায় শক্তিমান্ হইয়া জগতে শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

সহস্র সহস্র একো সেবকের গণ।
নিত্যানন্দ প্রসাদে তারাও গুরু সম॥

(ঐ, ৪৭৫ পৃঃ)।

---

(৭) নবদ্বীপ, শ্রীধাম।

(৮) থানাবোড়া, নবদ্বীপের নিকটে।

(৯) বড়গাছি। নবদ্বীপের ৫ ক্রোশ দূরে।

(১০) দোগাছিয়া, নবদ্বীপের নিকটে।

(১১) কুলিয়া, কাঁচড়াপাড়ার দুই ক্রোশ দূরের কুলিয়া নহে। নদীয়ার নিকট সাতকুলিয়া গ্রাম।

ভোগবিধিতে এই দ্বাদশ গোপালের ভোগ পঞ্চতত্ত্বের ভোগের বাম-ভাগে পূর্ব্বাভিমুখে দিবার ব্যবস্থা আছে। (রেমুনার ভোগবিবরণ)।

এইবার আমরা দ্বাদশ গোপালের প্রত্যেকের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

---

## ১। শ্রীল অভিরাম গোস্বামী

ব্রজের—শ্রীদাম সখা। ব্রাহ্মণ।
শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর। হুগলী জেলা।
উৎসব—বৈশাখী কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি।

স্থান-পরিচয়—(১৩২৮।২৮এ মাঘ, শনিবার, শ্রীপাট দর্শন)

কৃষ্ণনগরের জেলা হুগলী, মহকুমা আরামবাগ, থানা খানাকুল, ডাকঘর লাঙ্গুলপাড়া। এই স্থানে যাইতে হইলে হাবড়া আমতা লাইটরেলে (H.A.R) হাবড়া হইতে ৩০ মাইল চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেশন (ভাড়া ॥৵১০), তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রায় ৯ মাইল দূরে। বর্ষাকালে রাস্তা জলমগ্ন হয়। এ জন্য ঐ সময়ে বি, এন, আর, হাবড়া হইতে কোলাঘাট, তথা হইতে ষ্টীমারে রাণীচক (ভাড়া ১৴১০), রাণীচক হইতে ৭ মাইল উত্তরে।

বাঙ্গলায় ৩।৪টী কৃষ্ণনগর আছে। এই কৃষ্ণনগর খানাকুলের সন্নিহিত বলিয়া ইহাকে "খানাকুল কৃষ্ণনগর" বলে। লাট কৃষ্ণনগর বলিলে—কৃষ্ণনগর, রাধানগর, গোপীনাথপুর, রঘুনাথপুর, ধর্ম্মপুর, কামদেবপুর, গুণানন্দপুর, কায়রা, ধান্যেশ্বরী, চক অনন্ত ও সাপথ, এই কয়খানি গ্রামকে বুঝায়। সকলগুলিই দ্বারকেশ্বর নদের উপকূলে অবস্থিত। দ্বারকেশ্বর নদ ঐ সকল গ্রামের মধ্য দিয়া দক্ষিণমুখে গমন করত রূপনারায়ণে

মিশিয়াছে। দ্বারকেশ্বরের পূর্ব্বনাম রত্নাকর, বর্ত্তমান নাম কাণা নদী। এই কাণা নাম সম্বন্ধে "অভিরামলীলামৃতে", (৫ পঃ) জানা যায়ঃ—

গোঁসাঞি (শ্রীঅভিরাম) * * *।
স্নান লাগি নদীতে গেলেন তখন॥
রত্নাকর নদী সেই সদা প্রবাহিত।
গোঁসাঞির কৌপীন সেই হরে আচম্বিত॥
ক্রোধেতে গোসাঞি তারে দিল অভিশাপ।
* * *
দ্বারকেশ্বর বলি নাম কেহ না কহিবে;
কাণানদী বলি তোমা সবাই ডাকিবে॥

"দর্শক" পত্রিকায় (১৩২১।২২ জ্যৈষ্ঠ) দেখিয়াছিলাম:—কৃষ্ণনগরাদি(১) গ্রামসকল পূর্ব্বে রত্নাকর নদের গর্ভে ছিল এবং বৈদেশিক পরিব্রাজক হুয়েনসাং প্রভৃতির অর্ণবযান ঐ পথ দিয়া প্রাচীন নগরী তাম্রলিপ্ত বা তমলুক গমনাগমন করিত। কৃষ্ণনগরের পূর্ব্বস্থ কাবিলপুর হইতে পশ্চিমস্থ পাতুল গ্রাম পর্য্যন্ত ঐ রত্নাকরের বিস্তৃতির প্রমাণ এখনও স্থানে স্থানে খাল ও জাহাজের মাস্তুলাদি প্রাপ্তির দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে রত্নাকর নদের স্মৃতিস্বরূপ একটী অপ্রশস্ত খাল অধুনা "বুড়ী" নামে অভিহিত। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব অন্তরঙ্গগণের সহিত নীলাচল ধামে যাইবার সময় এই স্থানে শ্রীশ্রীচরণরজ দ্বারা পরিপূরিত করিয়া গিয়াছিলেন শুনা যায়।" (?)

---

(১) কৃষ্ণনগরের পূর্ব্ব পারে রাধানগর গ্রাম। এই স্থানে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ও স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়গণের জন্মভূমি। রামমোহন স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ হইতেছে। (পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

## দর্শনীয় স্থান

(ক) কৃষ্ণনগরে প্রায় ৩ শত ঘর লোকের বাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশই কৃষিজীবী। একটী বাজার আছে, এবং সোম ও শুক্রবারে হাট হয়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম গোপালনগরে জ্ঞানদাসুন্দরী ইনষ্টিটিউসন নামক হাইস্কুল আছে। উহা ৺হরিমোহন রায় মহাশয়-দিগের বংশীয়গণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মন্দির-প্রাঙ্গণের ভিতর ও বাহিরে বর্ত্তমানে ৩৬ ঘর অভিরাম-বংশধরগণের বাস।

(খ) বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে একটী প্রাচীন নবরত্ন মন্দির আছে। একখানি প্রস্তরফলকে ১১৮১ সাল লেখা দেখিলাম। মন্দির-নির্ম্মাতা নাম দেন নাই। জানা গেল, নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্বর্গীয় নছিরাম সিংহ গহলা নামক জনৈক ভক্ত ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বংশধরগণ বলিলেন, ইহাই শ্রীঅভিরামের প্রাচীন শ্রীবিগ্রহের স্থান। তৎপূর্ব্বে খড়ের ঘরে এই স্থলে ঠাকুর থাকিতেন।

---

খানাকুল নাম সম্বন্ধে প্রবাদ—অভিরাম গোস্বামী ঐ স্থানের মালিনী নামে একটী ম্লেচ্ছ রমণীকে শিষ্যা করেন। সেই কৃষ্ণভক্ত নারীকে তাহার পরিজনবর্গ 'খানা' বা খাদ্যদ্রব্য যাহা দিয়া আসিত, তিনি অপবিত্র বোধে ঐ সকল নদীর কূলে লুকাইয়া রাখিতেন। তদবধি ঐ গ্রাম খানাকুল নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বে ইহার নাম কাজীপুর ছিল।

খানাকুল হইল নাম কাজীপুর এখন।

—অভিরামলীলামৃত।

কৃষ্ণনগর হইতে ১ মাইল দক্ষিণে বহু প্রাচীন শ্রীশ্রীঘণ্টেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখন বর্ত্তমান। শ্রীমহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শিবশতনামস্তোত্রে আছে,—

"ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকরনদী তটে।" (দর্শক—১৩২১)।

বর্ত্তমান মন্দিরও অতীব সুন্দর ও উচ্চশির্ষ। প্রস্তরফলকে—

শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ

সন ১২১৯ সাল মাঘ মাহা

মন্দির তৈয়ারী। সন ১৩০৮

সালে মেরামত মাহা বৈশাখ

লেখা আছে। ইহার নির্ম্মাতাও নামের প্রয়াসী ছিলেন না। জানিলাম, হুগলী জেলার আরামবাগের নিকট মাধবপুরনিবাসী ৺পুণ্ডরীকাক্ষ রায় নামক জনৈক ধনী ভক্ত ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

(গ) মন্দিরের সম্মুখের নাটমন্দিরটীও দেখিতে মনোহর। আনন্দের বিষয়, হুগলী এবং মেদিনীপুর জেলার মৎস্যজীবী ধীবরগণ চাঁদা করিয়া ইহা ১২৬৩ সালে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পরে উহা ভগ্ন হইলে ঐ সকল ধীবরগণের বংশধরগণ ১৩২০ সালে উহা সংস্কার করিয়া দেন। একখানি প্রস্তরফলকে ধীবরগণের নাম আছে।

(ঘ) সিদ্ধ বকুলকুঞ্জ;—ইহা মন্দিরের বাহিরে গেটের নিকট। গেটটি বেশ প্রশস্ত। দুই পার্শ্বে দ্বিতল গৃহে নহবৎখানা। বকুল বৃক্ষটী প্রাচীন কালের নহে। বংশধরগণ বলিলেন;—সর্ব্বপ্রথমে অভিরাম ঠাকুর এই স্থানে আসিয়া উপবেশন করেন। তাঁহার প্রোথিত বকুল বৃক্ষ নষ্ট হইলে, পরে ঐ স্থানে কিছুদিন শ্রীনাম সংকীর্ত্তন হইতে হইতে পুনরায় প্রাচীন বৃক্ষের মূল হইতে এই বৃক্ষ জন্মিয়াছে। এ স্থানটিতে ১৩২২ সালে উবিদপুরনিবাসিনী শ্রীমতী সুবরণী দাসী একটী বেদী ও বৃক্ষতলে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) শ্রীবিগ্রহ। মন্দিরমধ্যে সিংহাসনে নিম্নলিখিত শ্রীবিগ্রহ আছেন,—

| শ্রীবলরাম | শ্রীমদনমোহন (একক) | শ্রীশ্রীগোপীনাথ | শ্রীঅভিরাম ঠাকুর | শ্রীব্রজবল্লভ যুগল মূর্ত্তি |
|---|---|---|---|---|

( এবং শ্রীশিলা ও শ্রীগোপালের মূর্ত্তি )

অভিরাম ঠাকুরের শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ একখানি কষ্টিপাথরে খোদিত। প্রস্তরখানি সওয়া হাত উচ্চ এবং এক হাত চওড়া। খোদিত হইলেও শ্রীবিগ্রহের হস্তপদগুলি অন্যান্য বিগ্রহের ন্যায়। প্রস্তরখানিতে বস্ত্রহরণের চিত্র খোদিত আছে। শ্রীযমুনা প্রবাহিত, পর্ব্বতে ধেনু চরিতেছে, কদম্ববৃক্ষের উপর গোপীনাথ বংশী বাজাইতেছেন, গোপীগণ চারিদিকে বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন। প্রবাদ, অভিরামঠাকুর পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে এই লীলাচিত্রযুক্ত শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। তদবধি উক্ত সম্মুখের পুষ্করিণী "অভিরামকুণ্ড" বা "রামকুণ্ড" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীবলরামমূর্ত্তিটী অভিরাম-শিষ্য রাধানগরবাসী শ্রীল যদুনন্দন হালদারের ছিল। তাঁহার বংশ লোপ হইলে এই স্থানে সেবিত হইতেছেন।

শ্রীঅভিরামের বিগ্রহ দেখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছিল, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ দেব। গোস্বামিগণ বলিলেন—"তাহা নহে, ইহা শ্রীঅভিরামের নৃত্যাবেশমূর্ত্তি। শ্রীচরণযুগল সঙ্কুচিত। অভিরামের সাড়ে সাত হাত উচ্চ কলেবর ছিল, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহা সঙ্কুচিত করিয়া দেন।" (১)

---

(১) এবিষয়ে জানা যায়:—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীদাম! শ্রীদাম! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীদাম বা অভিরাম দেব বাহির হইয়া বলিলেন ;—

শ্বেত গৌর লুকাইয়া অরুণ গৌর কেনে।
দাদা বলরাম বলি না লাগয়ে মনে॥

মন্দিরমধ্যে লোহার সিন্দুকে শ্রীঅভিরামের ব্যবহৃত ও বৈষ্ণব গ্রন্থে উক্ত প্রসিদ্ধ "জয়মঙ্গল চাবুক" আছে। " ৩৬ ঘর বংশধরের ৩৬টী চাবীদ্বারা উক্ত সিন্ধুক আবদ্ধ। অর্থ প্রদান করিলেও উহা দেখিবার উপায় নাই। সকলে একত্রে এবং একমত হইলে তবে বাহির করা হয়। সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন গোস্বামী বলিলেন,—"আমি জীবনে উহা দুইবারমাত্র বাহির হইতে দেখিয়াছি। আকার প্রায় ২ হাত লম্বা ও ১ ইঞ্চি বেধ, জরি দিয়া জড়ান, অনুমান বেতের।"

শ্রীপাটে দুইখানি গ্রন্থ আছে, একখানি রামদাস-প্রণীত "শ্রীঅভিরাম-লীলামৃত," অন্যখানি "অভিরামপটল।" অভিরামলীলামৃত পূর্ব্বে ছাপা হইয়াছিল, এখন পাওয়া যায় না। শীঘ্রই শ্রীপাট হইতে রমণীমোহন গোস্বামী ছাপাইবেন। "অভিরামপটল" এ পর্য্যন্ত অমুদ্রিত অবস্থায় আছে।

অভিরাম ঠাকুরের বংশধরগণ বর্ত্তমান হুগলী ও বাঁকুড়া জেলার কৃষ্ণনগর, আমতা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, কতুলপুর, মৃজাপুর, মকরন্দপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন।

কৃষ্ণনগরে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের উৎসব

---

প্রভু তখন স্বপরিচয় জানাইয়া বলিলেন :—

এই হইয়াছে কলিকালে।
ঘুমায়ে রহিলে মুর্খ জাতি যে গোয়ালে॥
তার স্কন্ধে হাত দিয়া কৈল আকর্ষণ।
খর্ব্ব হও বলি এই বলিলা বচন॥

সেই হইতে শ্রীদামের সাড়ে সাত হাতের পরিবর্ত্তে সাড়ে চারি হস্ত কলেবর হইল। এই ঘটনা নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে উদ্ধারণ দত্ত স্বচক্ষে দেখিয়া বীরচন্দ্রপ্রভুকে বলিয়াছিলেন। (নিত্যানন্দ বংশবিস্তার গ্রন্থ, ৭৬ পৃঃ)।

হইয়া থাকে। (পঞ্জিকায় বৈশাখী কৃষ্ণা সপ্তমী আছে।) উহা তিরোভাব উৎসব, কি জন্মোৎসব, তাহা গোস্বামিগণ বলিতে পারিলেন না। উৎসবে খুব ভক্তসমাগম হয়। ইহা ব্যতিরেকে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর রাস, দোল, রথ প্রভৃতি উৎসবও হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দিরের উত্তর গায়ে কৃষ্ণনগরবাসী (কায়স্থ) চৌধুরি-বংশের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর শ্রীমন্দির আছে। ইহাও প্রাচীন।

## বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীঅভিরাম-প্রসঙ্গ।

(ক) গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ;—

পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্।
দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ॥

(খ) ভক্তমালে (তৃতীয়মালা,—৩০ পৃঃ)—

শ্রীমান শ্রীদাম শ্রীল অভিরাম ভেল।
ষোড়শাঙ্কের কাষ্ঠ যেই বংশী বাজাইল॥

(গ) অনন্তসংহিতায়—

শ্রীদামনামগোপালো মম রামস্য চ প্রিয়ঃ।
অভিরাম ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং স ভবিষ্যতি॥

(ঘ) বৈষ্ণব আচারদর্পণ (১ম, ৩৩২ পৃঃ)—

বৃন্দাবনে কৃষ্ণসখা গোপাল শ্রীদাম।
এবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে নাম অভিরাম॥
নিত্যানন্দ প্রভুশাখা মহাবলবান।
ব্রজের রাখাল বেশ সখা অভিরাম॥
গৌড় দেশে খানাকুলে নিবাস প্রচার।
বত্রিশ বোঝা কাষ্ঠের হয় বংশী যাঁহার॥

(ঙ) "পাটপর্য্যটনে" :—

অভিরাম পূর্ব্বে সুদাম খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি॥

(চ) দ্বাদশ পাট নির্ণয়ে ;—

আদৌ ঠাকুর অভিরামের পাঠ খানাকুল—কৃষ্ণনগর।

(ছ) চৈতন্যসঙ্গীতায় ;—

শ্রীদাম জন্মিল আসি খানাকুল ধামে।
বিখ্যাত হইল তথা অভিরাম নামে॥

(জ) বৈষ্ণববন্দনা, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকৃত ;—

প্রিয় পারিষদ রামদাস মহাশয়।
নিরন্তর ঈশ্বর ভাবে যেই কথা কয়॥
যার বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরন্তর গৌরচন্দ্র যাঁর হৃদয়েতে॥
সভার অধিক ভাব গৃহস্থ রামদাস।
যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ ছিল তিন মাস॥
শ্রীদাম করিয়া যাঁরে ভাগবতে কয়।
রামদাস সেই বস্তু জানিহ নিশ্চয়॥

(ঝ) বৈষ্ণববন্দনা, বৃন্দাবন দাসকৃত ;—

বন্দ ভক্ত অগ্রগণ্য ঠাকুর রামদাস।
বিশ্ব ভরি খ্যাতি যাঁর অদ্ভুত প্রকাশ॥
ষোল সাঙ্গের কাঠ গোটা পড়িয়া আছিল।
অবহেলে দু আঙ্গুলে ধরিয়া তুলিল॥
শ্রীদাম গোপাল সেই অভিরাম গোসাঞি।
দ্বিতীয় চৈতন্য মহিমার অন্ত নাই॥

(ঞ) বৈষ্ণববন্দনা, দৈবকীনন্দনকৃত ;—

ঠাকুর শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করি ধরে॥

(ট) বৈষ্ণব অভিধানেও 'রামদাস' নাম আছে।

(ঠ) শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে (লোচনদাসের),—

শ্রীরামসুন্দর গৌরীদাস আদি যত।
নিত্যানন্দসঙ্গী বন্দো যতেক ভকত॥ (সূত্রখণ্ড, ২ পৃঃ)।

(ড) শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে (জয়ানন্দকৃত),—

সর্ব্বাঙ্গ শ্রীরামদাস ঠাকুর মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বর ভাবে যেই কথা কয়॥

* * *

মহা ভাবগ্রস্ত হৈলা শ্রীরামদাস।
যার ঘরে গৌরাঙ্গ আছিলা ছয় মাস॥ বিজয়খণ্ড, ১১৪পৃঃ।

(ঢ) শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য, ৬অঃ, ৪৭৩ পৃঃ)—

পরম পার্ষদ রামদাস মহাশয়॥
নিরবধি ঈশ্বর ভাবে সে কথা কয়॥ (১)

---

১। অনেকে বলেন, বৈষ্ণববন্দনাকার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একই ব্যক্তি। কিন্তু এখানে সন্দেহ হইতেছে, ভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন, "শ্রীনিত্যানন্দের

(৭) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি, ১০ পঃ, ৯৯ পৃঃ) শ্রীচৈতন্য-শাখা বর্ণনে ;—

রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী॥

পুনরায় ১১শ পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দ-শাখার মধ্যে ইঁহাকে ধরা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যশাখা ও শ্রীনিত্যানন্দশাখা, এই দুই শাখার মধ্যে কেন যে ইঁহাকে ধরা হইয়াছে, তাহার কারণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন :—

শ্রীরামদাস আর শ্রীগদাধর দাস।
চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা যবে হৈল গৌড় যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন। (ঐ, ১১ পরিচ্ছেদ)।

উক্ত "চরিতামৃতের" পাদটীকায় আছে (১০১ পৃঃ),—"অভিরাম গোস্বামীর এক নাম রামদাস।"

স্মৃতিসর্ব্বস্ব গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিরাম-বংশের আদি পুরুষ লিখিয়াছেন,—

"গোপীনাথো মহাপ্রভুর্বিজয়তে যত্রাভিরামো মহান্
গোস্বামী শতবাহ্যদারুমুরলীং কৃত্বা সমাবাদয়ৎ।
যং ত্রায়ুর্ব্রজবাসিবৈষ্ণবগণাঃ শ্রীগুপ্তবৃন্দাবনম্
তস্মিন্ শ্রীমতি চারুকৃষ্ণনগরে বাসো মদীয়োঽধুনা॥
—অভিঃ লীলামৃত, ৭ পরিঃ। গৌরপদতরঙ্গিণীধৃত, ২২ পৃঃ।

---

নিষেধ হেতু গোপালগণের ব্রজলীলার নাম লিখিলাম না। কিন্তু বৈষ্ণববন্দনায় বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গোপালগণের পূর্ব্বনাম ব্যক্ত করিয়াছেন। এজন্য আমাদের মনে হয়, উভয় গ্রন্থকার একজন নহেন।

## শ্রীঅভিরাম গোস্বামী

আবির্ভাব-কাল আনুমানিক ১৪০০ শকাব্দ। মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপেক্ষা কনিষ্ঠ। ১৪৩৮ শকের "দণ্ডমহোৎসবে" উপস্থিত ছিলেন। ১৫০৪ খেতুরীর উৎসবে ইঁহার নাম নাই। এ জন্য ১৪শ শকাব্দের মধ্যেই অপ্রকট বলিয়া মনে হয়। ইনি অভিরাম, রাম, রামদাস ও রামসুন্দর নামে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় শ্রীমতী রাধার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীদাম এবং রাম-লীলায় ইনি ভরত ছিলেন (১)।
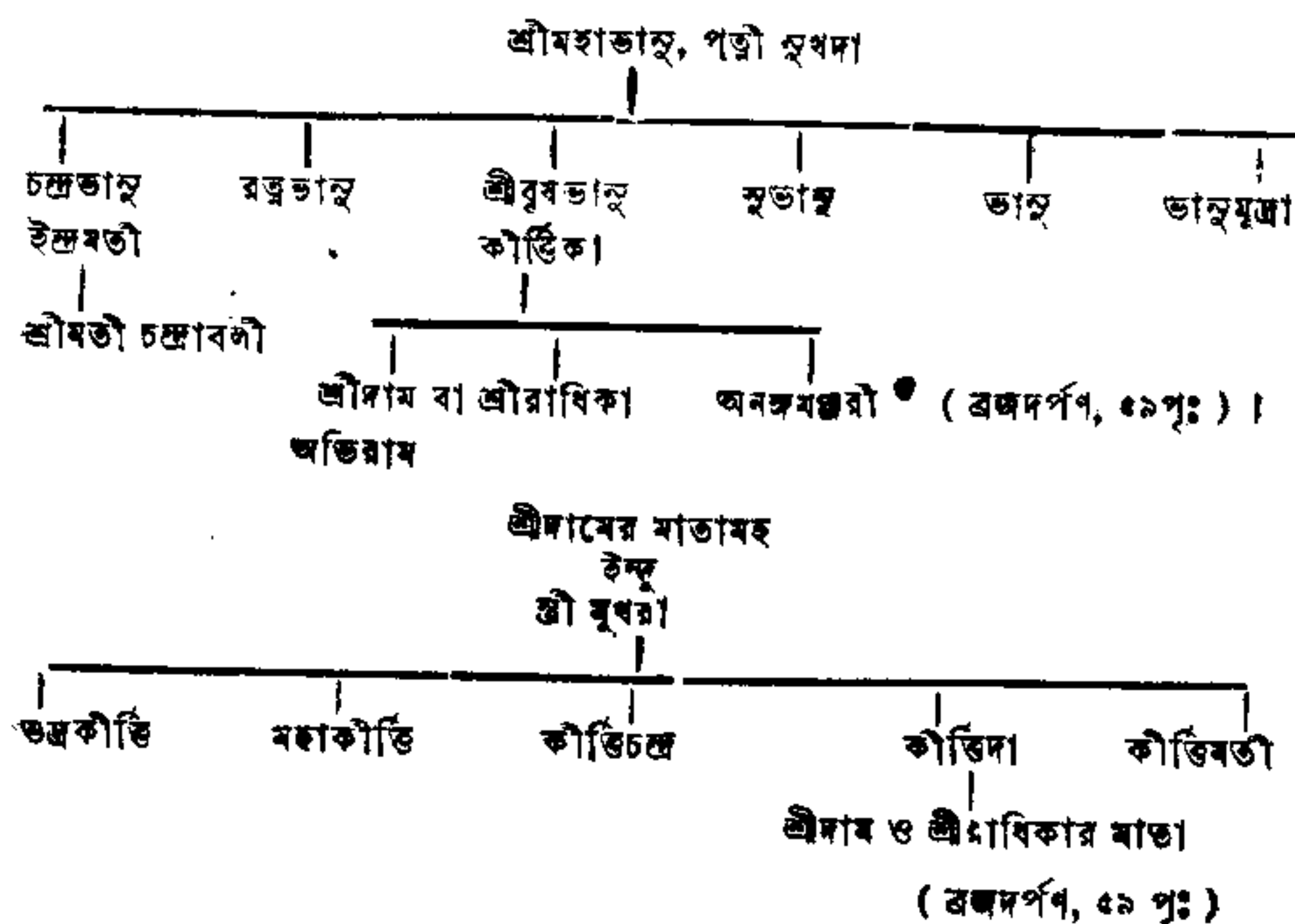
অভিরামের পত্নীর নাম-মালতী দেবী। এক দিবস অভিরাম ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে প্রেমরসে উন্মত্ত হইয়া বাঁশী বাজাইতে চাহিলেন, কিন্তু তথায় বাঁশী না থাকায় শত জন

১। নিত্যানন্দ-চরিত, ৩য়।

মনুষ্যের বোঝা, এমন একখানি কাষ্ঠকে (১) ইনি অনায়াসে উত্তোলন করতঃ বংশীর ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন।

অভিরাম-লীলামৃতে আছে :—ইনি এবং ইঁহার সহধর্ম্মিণী দুইজনে জন্ম পরিগ্রহ না করিয়াই একেবারে শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিযুগে গৌর-লীলায় যোগ দান করেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থে অভিরাম ও রামদাস একই ভক্ত বলিয়া জানা যায়—সাধারণতঃ তাহাই মনে হয়। কিন্তু স্বর্গীয় জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় লিখিয়াছেন ;—৺জগদীশ্বর গুপ্ত (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে) রামদাসকে অভিরামের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ তাহা নহে। শ্রীঅভিরাম-লীলামৃতে জানা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই অভিরাম গোপালকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীনবদ্বীপে আনয়ন জন্য অনুরোধ করিলে তিনি তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বয়ং না আসিয়া শক্তি সঞ্চার দ্বারা "রাম-দাসের" প্রকাশ করেন। রামদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ ধামে আগমনপূর্ব্বক নৃত্যকীর্ত্তনে জগৎ মোহিত ও পাষণ্ড দলন করেন। অভিরামের স্বরূপ রামদাস শ্রীনিত্যানন্দের শাখাভুক্ত ; স্বয়ং অভিরাম শ্রীচৈতন্যশাখা।" (গৌরপদতরঙ্গিণী—২২পৃঃ)। কিন্তু "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, অভিরাম—

জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্রঘরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্যগীত বাদ্যে বিশারদ অনুপম॥

---

১। ভক্তিরত্নাকরের মতে ১ শত জনের বোঝা, জয়ানন্দ মতে ৭ জনের, গণোদ্দেশদীপিকা মতে ৩২ জনের, এবং ভক্তমাল মতে ১৬ জনের বোঝা।

আরও অভিরামলীলামৃতে আছে—উক্ত কাষ্ঠ ব্রজবালকগণের মুরলীর সমষ্টি। অভিরামপত্নী মালিনী দেবী উহা এক অঙ্গুলে ধারণ করিয়াছিলেন।

প্রভু নিত্যানন্দ বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥
শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব যত কহিতে না জানি॥

(ঐ—৪৩ তরঙ্গ—১২৭পৃঃ)।

তাহা হইলে ইহাদ্বারা অভিরামের বিপ্রগৃহে জন্ম এবং বিপ্রকন্যা বিবাহ প্রমাণিত হইতেছে। অভিরাম ঠাকুর কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করিলে তিনি স্বপ্নাদেশে মৃত্তিকামধ্য হইতে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে প্রাপ্ত হইয়া সেবা প্রকাশ করেন।

বাড়ীর পূর্ব্বেতে রামকুণ্ড খোদাইতে।
শ্রীমূর্ত্তির ছলে কৃষ্ণ হইলা সাক্ষাতে॥
শ্রীগোপীনাথ নাম পরম মোহন।
অশেষ বিশেষ রূপে করেন সেবন॥

(অনুরাগবল্লী, ৩৪ পৃঃ)।

ঠাকুর অভিরাম বড়ই তেজস্বী ছিলেন। ইঁহার প্রণাম কেহই সহ্য করিতে পারিতেন না। ইনি প্রকৃত শালগ্রামশিলা ও দেববিগ্রহ ভিন্ন অন্য সমুদয় প্রণাম দ্বারা চূর্ণ করিয়া দিতেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাতটী পুত্রকে প্রণামদ্বারা নষ্ট করেন। পরে শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভু জন্মগ্রহণ করিলে ও ইঁহার প্রণাম সহ্য করাতে ইনি উঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ইনি দুষ্টের দমন করিতেন। পাষণ্ডগণ ইঁহাকে দেখিয়া ভয়ে কম্পমান হইত।

অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যারে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড॥

(ভক্তিরত্নাঃ, ৪র্থ, ১২৭ পৃঃ)।

ইনি বহু নাস্তিক, দুরাচারী ও পাষণ্ড জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। "জয়মঙ্গল" নামে একগাছি চাবুক সর্ব্বদা ইনি হস্তে রাখিতেন। যে ভাগ্যবানের উপর ইহা বার্ষিত হইত, তাহার অশেষ দুর্গতি বিনাশ হইয়া প্রেমধন লাভ হইত।

ঘোড়ার চাবুক নাম জয়মঙ্গল।
তাহা মারি করে লোকে প্রেমায় বিহ্বল॥

(অনুরাগবল্লী, ৩৭ পৃঃ)।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম-গৃহে গমন করিলে অভিরাম উঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এবং প্রেমদান জন্ম শ্রীনিবাসকে তিনবার জয়মঙ্গল দ্বারা আঘাত করাতে মালিনী দেবী অভিরামের হস্ত ধরিয়া নিবারণ করেন। কারণ :—

মালিনী কহয়ে ধৈর্য্য করহ গোসাঞি।
কৈলে অনুগ্রহ যে তাহার সীমা নাই॥
শ্রীনিবাস বালক নারিবে স্থির হৈতে।
প্রেমে মত্ত হৈলে কার্য্য নারিবে সাধিতে॥

(ভক্তিরত্নাকর)।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে অভিরামের সাক্ষাৎ হয় ও সাড়ে সাত হাত কলেবর হইতে তিনি অভিরামকে সাড়ে চারি হাত করিয়া দেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ইনি পুরীধাম হইতে পানিহাটীতে আগমন করেন। নিত্যানন্দ প্রভু মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনগরে অভিরামগৃহে গমন করিতেন।

মধ্যে মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ গণ সনে।
আইসেন প্রিয় অভিরাম-ভবনে॥—ভক্তিঃ, ৪র্থ, ১২৮।

জয়ানন্দের মতে—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ছয় মাস ইহাঁর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে এ কথা নাই।

অভিরামের উক্তিযুক্ত একটী প্রচলিত গীত বৈষ্ণবগণের মুখে প্রায়ই শুনা যায়;—

কাল অঙ্গ গৌর কেন ভাই?

* * *

আমি রে তোর শ্রীদামসখা আমায়
চিনতে পার নাই॥

কিন্তু "বৈষ্ণববন্দনায়" অভিরাম-বন্দনায় আছে,—

"যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ ছিলা তিন মাস"।

জয়ানন্দের উক্তির বোধ হয় "অভিরামের হৃদয়াগারে" অর্থ।

অভিরাম গোপালের শাখা শ্রীবেদগর্ভাচার্য্যকৃত অভিরাম-প্রণাম; যথা;—

শ্রীদামাখ্যং পুরা প্রেমমূর্ত্তিং বিপ্রশিরোমণিং।
শ্রীমালিনীপতিং:পূজ্যমভিরামমহং ভজে॥

—ভক্তিঃ, ৪র্থ, ১২৮।

শ্রীদামের ধ্যান যথা—

বাসঃ পিঙ্গং বিভ্রতং শৃঙ্গ-পাণিং
বদ্ধস্পর্দ্ধং সৌহৃদান্মাধবেন।
তাম্রোষ্ণীষং শ্যামধামাভিরামং
শ্রীদামানং দামভাজং ভজামি॥

( চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ২য়, ১৫১ পৃঃ )।

প্রাচীন "অভিরামলীলামৃত" ও "অভিরাম পটল" গ্রন্থে এবং বর্ত্তমান শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত "অভিরাম গোস্বামী" নামক গ্রন্থে ইঁহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে।

অভিরাম ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে সাড়ে সাতাইশ জন ভক্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে অর্দ্ধেক ধরা হইয়াছে। কারণ, তিনি ইঁহারও অনুগত এবং গোপাল ভট্টেরও শিষ্য। উক্ত শিষ্যগণের শ্রীপাটের বিবরণ অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। ক্রমে ক্রমে শ্রীপাটের বিবরণ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এজন্য লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বোধে এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

## শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর শাখা নির্ণয়

অভিরামদাস নামক জনৈক ভক্ত "পাটপর্যাটন" ও "অভিরাম শাখা নির্ণয়" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সম্ভবতঃ ইনি অভিরাম গোস্বামীরই শিষ্যশাখা হইবেন।—উক্ত "শাখানির্ণয়ে" আছে :—

অভিরাম স্থানে শিষ্য হইল যত
তা সভার নাম গ্রাম লিখিয়ে নিশ্চিত ॥
খানাকুলে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস। (১)
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ ॥ (২)
বুড়ন গ্রামেতে হরিদাসের বসতি। (৩)

---

(১) খানাকুল, কৃষ্ণনগর হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে। কৃষ্ণদাস ঠাকুরের কোন চিহ্ন নাই।

(২) কৈয়ড় গ্রাম বর্দ্ধমান হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে। বেদগর্ভ ঠাকুরের বংশ আছেন। নাম রজনীকান্ত গোস্বামী। শ্রীবিগ্রহ সেবা হয়।

(৩) এ বুড়ন ও হরিদাস ব্রহ্মহরিদাস ঠাকুর নহেন।

হেলাগ্রামে পাখিয়া গোপালদাসের স্থিতি ॥ (১)
পাকমাল্যাটিতে বাস শুক্ল না রাণ। (২)
সীতানগরে বাস দাড়িয়া মোহন ॥
মহিনামুড়িতে বাস সত্যরাঘব নাম। (৩)
সালিখাতে রজনী পণ্ডিত আখ্যান।
ভঙ্গমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম ॥ (৪)

---

(১) হেলা গ্রামকে হেলান বলে। কৃষ্ণনগর হইতে ১ ক্রোশ উত্তরে। জেলা হুগলী, থানা খানাকুল। দ্বারকেশ্বর নদীর পূর্ব্ব পারে। ২৮ মাঘ ১৩২৮ এই স্থানটী আমরা দর্শন করি। প্রাচীন কালের একটা ক্ষুদ্র মন্দির ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়া ইষ্টকগুলি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে একটী তুলসীবেদী এবং উত্তরে একটী পুষ্করিণী আছে। শ্রীবিগ্রহাদি স্থানান্তরিত হইয়াছে। উক্ত ক্ষুদ্র মন্দিরটিকে কেহ কেহ পাখিয়া গোপালের সমাজ বলিলেন। শুনিলাম, শেষ সেবায়েত রামচন্দ্র বিদ্যার্ণবের পরলোক গমনের পর হইতে এই শ্রীপাটটির এইরূপ দুর্দ্দশা। আর দুই তিন বৎসরের মধ্যে চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না। গ্রামবাসিগণ দরিদ্র কৃষিজীবী। জানি না, কোন্ মহাত্মার দ্বারা প্রভু এই সব শ্রীপাটের স্মৃতি রক্ষা করাইবেন।

গোপালদাসের "পাখিয়া" আখ্যা সম্বন্ধে প্রবাদ, অভিরাম ঠাকুর কোন কারণে গোপালকে দণ্ড দিবার জন্য বলেন,—"অদ্যই তোমাকে ৺পুরীধাম হইতে মহাপ্রসাদ আনিয়া ভক্তগণকে ভোজন করাইতে হইবে।" ইহাতে গোপাল পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া গিয়া পুরী হইতে প্রসাদ আনয়ন করতঃ ভক্ত সেবা করিয়াছিলেন। এজন্য উঁহার ঐ আখ্যা হয়।

(২) পাকমালুটী ; মেদিনীপুর জেলায় জাড়া গ্রামের নিকট। নারায়ণ ঠাকুরের বংশধর আছেন।

(৩) ময়নামুড়ি বাঁকুড়া জেলায়।

(৪) ভাঙ্গামোড়া হুগলী জেলায়, দামোদরের তীরে। তারকেশ্বর হইতে ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে। শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ আছেন। সুন্দরানন্দের

দ্বীপগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত। (১)
সোনাতলা বঙ্গাদেশে রঙ্গনকৃষ্ণদাস নিশ্চিত ॥ (২)
মালদহে মুরারিদাস করেন বসতি।
পানিহাটীতে ঠাকুর মোহনের স্থিতি ॥ (৩)
রাধানগরে বাস যদু হালদার। (৪)
হীরামাধব দাস স্থিতি অনন্ত নগর ॥ (৫)
মহেশ গ্রামেতে বাস গোপালদাস নাম। (৬)
কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্ডিত আখ্যান ॥ (৭)

---

*তিরোভাব উৎসব পৌষ কৃষ্ণাষ্টমীতে হয়। বংশধরের নাম শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীললিতমোহন গোস্বামী প্রভৃতি।

অভিরামলীলামৃতে জানা যায়, এই স্থানে মুকুন্দরাম ও রজনী পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীপাট ছিল। মুকুন্দ পণ্ডিত সোনাতলী গ্রামে শ্রীশ্রী৺শ্যামরায় বিগ্রহ সেবা করিতেন। পরে রজনী পণ্ডিত নিকটবর্ত্তী বাখরপুর গ্রামে ৺শ্যাম রায়কে লইয়া গেলে মুকুন্দ পণ্ডিত উপরিউক্ত শ্রীশ্রী৺মদনমোহনকে সেবা করিতে থাকেন।

(১) দীপে দ্বারহাটা বলে। হুগলী জেলায়। বংশধরের নাম শ্রীকৃষ্ণকমল গোস্বামী।

(২) সোনাতলা গ্রাম হাবড়া জেলায়। বংশধর কেহই নাই। পাবনা জেলার যে সোনাতলা গ্রাম আছে, তাহা ইহা নহে।

(৩) পানিহাটী। শ্রীরাম পণ্ডিতের শ্রীপাট। ২৪ পরগণায় কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে। মোহন ঠাকুরের বংশ নাই।

(৪) রাধানগর কৃষ্ণনগরের দক্ষিণ গায়ে। বংশলোপ হইলে যদু হালদারের শ্রীবিগ্রহ ৺বলরাম জীউ কৃষ্ণনগরে অভিরামের শ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন।

(৫) অনন্তনগর কৃষ্ণনগরের নিকট। বংশ নাই।

(৬) মহেশ বর্ত্তমান হুগলী জেলায় শ্রীরামপুরের নিকট। কমলাকর পিপলাই ঠাকুরের শ্রীপাট মাহেশ গ্রাম।

(৭) কোটরা খানাকুল থানার নিকট হুগলী জেলা, বংশধর আছেন।

পাটলী গ্রামেতে দ্বারী লক্ষ্মীনারায়ণ।
নীলাচলে স্থিতি গোপীনাথ দাস আখ্যান॥
চুনাখালিবাসী দাস নন্দকিশোর। (১)
পাতাগ্রামে বিদুর ব্রহ্মচারী সতত বিহার॥ (২)
বিষ্ণুপাড়াবাসী রামকৃষ্ণ নাম।
গৌরাঙ্গপুরেতে স্থিতি কমলাকর দাস আখ্যান॥ (৩)
গোপাল ভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস।
অর্দ্ধশাখা আচার্য্য জানিবা নির্য্যাস॥ (৪)
বিশ্বগ্রামেতে বাস ঠাকুর বলরাম।
সাড়ে চব্বিশ শাখার কহিলাম গ্রাম॥
শ্রীরত্নেশ্বর পাদপদ্ম করি ধ্যান। (৫)
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম॥

---

(১) নন্দকিশোর রসকলিকা গ্রন্থ-প্রণেতা।

(২) পাতাগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় পাতুণ গ্রাম। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী বলেন, এইখানে অভিরাম গোস্বামীর শাখার বাস।

(৩) গৌরাঙ্গপুর। খানাকুলকৃষ্ণনগর হইতে ১ মাইল উত্তরে। হুগলী জেলা। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি সেবা হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে উৎসব। কমলাকর ব্রাহ্মণ ছিলেন, নিকটেই ইঁহার সমাজ। বংশধর ও দৌহিত্রবংশ আছেন।

"শ্রীনিত্যানন্দচরিতে" (২০৩পৃ:) কোকিল গোপাল বর্ণনায় উক্ত গৌরাঙ্গপুরে "গোপাল ঠাকুরের" শ্রীপাট বলিয়া লেখা আছে। উভয়ে কি এক ব্যক্তি?

(৪) এই কারণ শ্রীনিবাসকে অর্দ্ধজন ধরা হইয়াছে।

(৫) এই রত্নেশ্বর গ্রন্থকারের গুরু, এবং অভিরাম গোস্বামীর বংশ বা শাখা বলিয়া মনে হয়। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

## ২। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর *

ব্রজের সুদাম সখা। ব্রাহ্মণ।

শ্রীপাট মহেশপুর। যশোহর।

উৎসব—মাঘী পূর্ণিমায়।

স্থান-পরিচয়,—মহেশপুর গ্রাম যশোহর জেলায়। ই, বি, রেল মাজিদিয়া (পূর্ব্বের শিবনিবাস নামের পরিবর্ত্তে মাজিদিয়া নাম হইয়াছে)

---

যে যে গ্রামগুলির পরিচয় পাইলাম না, যদি কেহ জানেন, তবে কৃপা করিয়া জানাইবেন—

১। সীতানগর—শ্রীদাড়িয়া মোহন ঠাকুর।

২। সালিখা—রজনী পণ্ডিত। (হাবড়ার নিকট সালিখা কি?)

৩। পাটলা—দ্বারী লক্ষ্মীনারায়ণ।

৪। বিষ্ণুপাড়া—রামকৃষ্ণ।

৫। বিশ্বগ্রাম—বলরাম ঠাকুর।

* বৈষ্ণব গ্রন্থে ৪ জন সুন্দরানন্দের নাম পাইয়াছি।

(ক) সুন্দরানন্দ পণ্ডিত, শ্রীঅভিরাম-শিষ্য। ভাঙ্গামোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম। (পাটপর্য্যটন)।

(খ) সুন্দরানন্দ ঠাকুর। নিত্যানন্দ-শাখা, ব্রজের খঞ্জনী সখী। শ্রীপাট বরাহনগর।

"খঞ্জনী সখী এবে সুন্দর ঠাকুর।" (বৈষ্ণব আচার দর্পণ)।

(গ) সুন্দরানন্দ (মতান্তরে আনন্দানন্দ)। শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

"জগন্নাথ গদাধর আর সুন্দরানন্দ।" প্রেমবিলাস, ২০বিঃ।

(ঘ) সুন্দরানন্দ ঠাকুর। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পৌত্র। গতিগোবিন্দের পুত্র ও শিষ্য।

শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর।

তিন পুত্র শিষ্য তাঁর তিন ভক্ত শূর॥ (কর্ণানন্দ, ২য়, ২০ পৃঃ।

ষ্টেসন হইতে ১৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে। গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। এই স্থানটীতে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন একমাত্র সুন্দরানন্দের জন্মভিটা ভিন্ন আর কিছু নাই।

শ্রীপাটে জনৈক বৈষ্ণব বাস করেন। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহাদি সকলই অল্প দিনের। বর্ত্তমানে মহেশপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা হয়।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর চিরকুমার ছিলেন, এ জন্য তাঁহার বংশ নাই। জ্ঞাতি ভ্রাতাদের ও সেবায়েত শিষ্য-বংশ বর্ত্তমানে আছে।

বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামে সুন্দরানন্দের জ্ঞাতি-বংশ আছেন। তথায় শ্রীশ্রীবলরাম জীউর সেবা হয়। মহেশপুরনিবাসী জ্ঞাতি-বংশধর শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য্য ঠাকুর (১৯২২, ২৩ ফেব্রুয়ারী তারিখের) পত্রের দ্বারা উপরিউক্ত সংবাদগুলি জানাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গোস্বামী বন্ধুবরের পত্রে (১৮।৩।২২ তারিখের) অবগত হইয়াছি—"শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের বাসভূমি মহেশপুর গ্রামের প্রান্তে। বাস্তুভিটা আছে। উহার নিকটে বেত্রবতী নদী। উহার বংশধর কেহ নাই। সুন্দরানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ সৈদাবাদের গোস্বামীরা চুরি করিয়া লইয়া যায়। পরে স্বপ্নাদেশে দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে মহেশপুরের জমিদার মহাশয়গণ ইঁহার সেবায়েত। মাঘী পূর্ণিমার দিবস সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে। সুন্দরানন্দের স্বরূপ—"সুদামা।"

"নিত্যানন্দপ্রিয়তমং॥"

সুদাম স্বরূপে হয় শ্রীসুন্দরানন্দ।<br>
মহা অনুভব রসে হয় ভাবানন্দ॥<br>
বাহুল্য অনুভব তাঁহার কহন না যায়।<br>
এক মাত্র বলি তাহে স্বরূপ বুঝায়॥

জাম্বিরের গাছ হইতে কদম্বের ফুল।
দুই কাণে পরিয়া রূপ দেখাইলা নিস্তুল॥
—চৈঃ চন্দ্রোদয়, ২য়, ১৪২ পৃঃ।

বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীসুন্দরানন্দ-প্রসঙ্গ ;—

( ক ) অনন্তসংহিতায় ;—

সুদামনাম গোপাল শ্রীমান্ সুন্দরঠক্কুরঃ।

( খ ) গৌরগণোদ্দেশ,—

পুরা সুদামনামাসীদদ্য ঠক্কুরসুন্দরঃ। ( ১২৭ )

( গ ) ভক্তমালে,—

সুন্দর ঠাকুর যেঁহ তেঁহ শ্রীসুদাম।

( ঘ ) বৈষ্ণব আচারদর্পণে ( ১ম, ৩৩২ পৃঃ ) ;—

সুদাম গোপাল পূর্ব্বে কৃষ্ণসখা রঙ্গী।
সুন্দরানন্দ ঠাকুর এবে চৈতন্যের সঙ্গী॥
বাল্যকালাবধি তীর্থভ্রমণ প্রচুর।
নিত্যানন্দ-শাখা বাস হয় মহেশপুর॥

( ঙ ) পাটপর্য্যটনে ;—

হলদা মহেশপুরে সুন্দরানন্দের বাস।
সুন্দরানন্দ পূর্ব্বে সুদাম জানিবা নির্য্যাস॥

( চ ) নীলাচল দাসের ১২শ পাটনির্ণয়ে ;—

ঠাকুর সুন্দরানন্দ হলদা মহেশপুর।

(ছ) শ্রীচৈতন্যসঙ্গীতায়,—

শ্রীসুদাম সুন্দরানন্দ নামেতে প্রকাশ।
হলদা মহেশপুরে করিলেন বাস॥

(জ) বৈষ্ণববন্দনা। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কৃত,—

প্রেমের সমুদ্র ভেল শ্রীসুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রেমধাম॥
পারিষদ মধ্যে যাঁর প্রথমে গণনা।
নিত্যানন্দ স্বরূপের ধন প্রাণ বানা॥ (১)
সুদাম করিয়া যাঁরে পুরাণে বাখানে।
সুন্দরানন্দ সেই বস্তু জানে সর্ব্ব জনে॥

(ঝ) বৈষ্ণববন্দনা, দেবকীনন্দনকৃত,—

সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্ব ফুল জম্বীরের গাছে॥

(ঞ) বৈষ্ণববন্দনা, বৃন্দাবন দাসকৃত,—

ব্রজের সুদাম বন্দো ঠাকুর সুন্দর।
অগ্নি সম তেজ যাঁর মূর্ত্তি মনোহর॥
যাঁর দাসে ধরিয়া বনের ব্যাঘ্র আনে।
কোল দিয়া হরিনাম শুনায় তার কাণে॥

(ট) বৈষ্ণব অভিধানেও সুন্দরানন্দের নাম আছে।

(ঠ) শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য, ৬। ৪৭৪ পৃঃ),—

---

(১) "বানা" শব্দে ধ্বজা, জয়পতাকাসূচক চিহ্ন।

প্রেমরসসমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ প্রধান ॥

(ড) শ্রীচরিতামৃতে (আদি, ১১ অঃ। ১০২ পৃঃ) —

সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্যমর্ম্ম।
যাঁর সনে নিত্যানন্দ করে ব্রজমর্ম্ম ॥

(ঢ) জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,—

শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর পানির ভিতরে।
কুম্ভীর ধরিয়া আনে সভার গোচরে ॥

উদ্ধৃত অংশগুলির মর্ম্ম হইতেছে এই যে, সুন্দরানন্দ ঠাকুর ব্রজের সুদাম সখা, ইনি তেজস্বী এবং দিব্য কলেবরধারী ছিলেন। বাল্যকালাবধি তীর্থানুরাগী হইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে থাকেন। ইঁহার জন্মভূমি হলদা মহেশপুরে। ইনি মহাপ্রেমিক এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদগণের প্রধান ছিলেন। ইনি জাম্বীরের বৃক্ষে কদম্বের ফুল ফুটাইয়াছিলেন এবং প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় কুম্ভীর ধরিয়া আনিতেন। ইঁহার শিষ্যগণ এমত ক্ষমতাশালী ও প্রেমিক ছিলেন যে, বনের ব্যাঘ্রকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের কানে হরিনাম দিতেন। ইনি চিরকুমার ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে এই যৎসামান্য পরিচয় ভিন্ন আর কিছু মাত্র পাইবার উপায় নাই।

ইঁহার আবির্ভাবকাল অনুমান ১৪০০ শত শকাব্দের কিছু পূর্ব্বে এবং তিরোভাব ৪০০ শত শকাব্দের শেষ ভাগে। পুরীধাম হইতে শ্রীপাট পানিহাটীর দণ্ডমহোৎসবে ১৪৩৯ শকে উপস্থিত ছিলেন। খেতুরীর ১৫০৪ শকাব্দের উৎসবে ইঁহাকে দেখা যায় না।

## শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত। (১)

ব্রজের বসুদাম। ব্রাহ্মণ।

শ্রীপাট শীতলগ্রাম। জেলা বর্দ্ধমান।

তিরোভাবোৎসব—১৪ই মাঘ, প্রতি বৎসর।

আবির্ভাব—১৪০৬ শকাব্দ, চৈত্র, শুক্লা পঞ্চমী।

স্থানপরিচয় :—( ১৩ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩২৮, শ্রীপাটদর্শন। )

শীতলগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়, থানা মঙ্গলকোট; ডাকঘর কৈচর। বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া লাইট রেলে কৈচর ষ্টেশনে নামিয়া ১ মাইল পূর্ব্ব উত্তর কোণে। হাওড়া হইতে কাটোয়া ৯০ মাইল। ভাড়া ১।৶০ আনা। কাটোয়া হইতে ৯ মাইল কৈচর ষ্টেশন ভাড়া।১০ আনা। বর্দ্ধমান হইতে ২৩ মাইল কৈচর ভাড়া।৶৫ পয়সা।

শীতলগ্রামকে পূর্ব্বে শীথল গ্রাম বলিত। বর্ত্তমানে ক্ষুদ্র গ্রাম, ২০০ শত আন্দাজ লোকের বাস। ৮।১০ ঘর ব্রাহ্মণ। সকলেই কৃষিজীবী। উগ্রক্ষত্রিয়ের বাস বেশি। গ্রামে হাট বাজার নাই, একটী চতুষ্পাঠী ও নিম্ন প্রাইমারী পাঠশালা আছে। নদীয়ার বেতডোহুরী গ্রামনিবাসী শ্রীবিভূতিভূষণ পাল চৌধুরীদিগের ইহা জমিদারী।

দর্শনীয় স্থান :—

দেবালয়টী খড়ুয়া ঘরের, চারিদিকে মাটির প্রাচীর। একটী

(১) শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিদ্যাগুরুর নাম ধনঞ্জয় বিদ্যাবাগীশ বা বিদ্যা-বাচস্পতি।

"ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতি ভাগ্যবান্॥"

( ভক্তিরত্না:, ২য়, ১৫ পৃ: )।

কলিকাফুলের গাছ আছে। প্রাচীন কালে 'বাজারবন কাবাসী' গ্রামের মল্লিক বাবুরা শ্রীবিগ্রহের পাকাগৃহ করিয়াদিয়া ছিলেন। ৬৪।৬৫ বৎসর হইবে, সে মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাচীন মন্দিরের ভিত দেখিলাম। (বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলার চুঁচড়াতোলা ফটো গ্রাম-নিবাসী নীলমণি কর্ম্মকার শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়া উদ্যোগী হইয়াছেন।)

গ্রাম্যদেবী ৺সিদ্ধেশ্বরী মাতার আস্তানা আছে। প্রবেশপথের বামদিকে একটী তুলসী-বেদী, উহাই ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি-বেদী। পশ্চিমদ্বারী গৃহমধ্যে শ্রীধনঞ্জয়ের সেবিত শ্রীবিগ্রহ আছেন:— শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব, শ্রীদামোদর।

শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কারাদি ছিল, সম্প্রতি চুরি গিয়াছে। দেবালয় হইতে অল্প দূরে একটী বাগানে শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া মাঘ মাসের ১৪ই তারিখে তিরোভাব উৎসব হয়।

দেবালয়ের নিকট ঘন বসতি, বড়ই স্থানাভাব। মহাপ্রভুর রাস উৎসব হয়।—সেবায়েতগণ দরিদ্র হইলেও সমাগত অতিথিকে প্রসাদ দান করেন।

ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত জন্মভূমি,—চট্টগ্রাম জেলার জাড়গ্রামে। ইনি তথা হইতে শীতল গ্রামে ও শাঁকড়াপাড়াগ্রামে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন। ইহাঁর সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে জানা যায়;—

(ক) গৌরগণোদ্দেশে—

বসুদামসখা যশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ। (১২৭)

(খ) ভক্তমালে—

পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় তেঁহ বসুদাম॥

(গ) বৈষ্ণব আচারদর্পণে ;—

পূর্ব্বে গোপাল বসুদাম যাঁর পরিচয়।
এখানে প্রকট শ্রীপণ্ডিত ধনঞ্জয়॥
সর্ব্বস্ব গৌরাঙ্গে দিয়া হৈল তাঁর দাস।
নিত্যানন্দ প্রভুশাখা শীতল গ্রামে বাস॥

(ঘ) পাটপর্য্যটনে—

কাঁচড়াপাড়া জন্মভূমি জলঙ্গিতে বাস।
ধনঞ্জয় বসুদাম জানিবা নির্য্যাস॥

এই কাঁচড়াপাড়ায় কোন সময় হয় ত তিনি অবস্থিতি করিয়াছিলেন। (কাঁচড়াপাড়া ই, বি, রেলের একটী ষ্টেশন, জলঙ্গীনদী নবদ্বীপের খড়ে-নদী,—ইহা নহে, জলঙ্গি—জলন্দি হইবে। এই স্থানে ধনঞ্জয়ের ভ্রাতৃবংশ বাস করেন। বর্দ্ধমান জেলায় বোলপুরের নিকটে।

(ঙ) অনন্তসংহিতায় :—

বসুদামপ্রিয়সখঃ শ্রীধনঞ্জয়পণ্ডিতঃ।

(চ) নীলাচল দাসের দ্বাদশপাটে "নবদ্বীপে শ্রীপাট" বলিয়া লেখা আছে।

(ছ) চৈতন্যসঙ্গীতায়—

বসুদাম জাড়গ্রামে উদয় হইলা।
ধনঞ্জয় পণ্ডিত নামেতে প্রকাশিলা॥

(জ) বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকৃত বৈষ্ণব-বন্দনায়—গোপালনির্ণয়ে ইহাঁর নাম নাই। কমলাকর পিপলাইকে বসুদাম বলা হইয়াছে। গোপালনির্ণয়ের শেষে আছে,—

ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥

দৈবকীনন্দনকৃত "বৈষ্ণববন্দনায়"ও ইহাঁর নাম নাই।

(ঝ) বৃন্দাবনদাসকৃত বৈষ্ণববন্দনায় ;—

পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় করিব বন্দনা।
প্রসিদ্ধ বৈরাগ্য যাঁর সংসারে ঘোষণা॥
লক্ষকের গারিস্থ যে পায়ে দিয়া।
ভাণ্ড হাতে করিলেক কৌপীন পরিয়া॥

(লক্ষ গৃহস্থের ভোজন উপযোগী বিষয়বৈভব।)

(ঞ) বৈষ্ণব অভিধানে ইহাঁর নাম আছে।

(ট) ভক্তিরত্নাকরে—১ম, ৩পৃঃ—

জয় কানু, ধনঞ্জয়, বিজয় পণ্ডিত।

(ঠ) শ্রীচৈতন্যভাগবতে—অন্ত্য, ৬ষ্ঠ, ৪৭৪ পৃঃ,—

ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥

(ড) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি, ১১৭ পৃঃ,—

নিত্যানন্দ প্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ-প্রেমময়॥

(ঢ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ;—

ধনঞ্জয় পণ্ডিত কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাহার হৃদয়॥
বাল্যভাবে ধনঞ্জয় পণ্ডিত নাচিতে।
মুখ হইতে সর্প বারি হৈল আচম্বিতে॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিতে ( ৩য়—১৮৭ পৃঃ ) ইহাঁর সম্বন্ধে এইরূপ আছে :—

"শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪০৬ শকের চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সখা, গোপালগণের মধ্যে তৃতীয় গোপাল বসুদাম শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত নাম ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্য-লীলার পুষ্টির জন্য চট্টগ্রামের জাড় গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। * * *

"ধনঞ্জয়ের পিতার নাম শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম শ্রীমতী কালিন্দী দেবী। শ্রীমৎ ধনঞ্জয় পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একজন পরম ভক্ত ছিলেন। * * *

"কথিত আছে, ধনঞ্জয় বাল্যকালে অত্যন্ত দেবদ্বিজভক্ত ছিলেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে তুলসী মন্দিরের নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কেমন এক স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতেন। ধনঞ্জয়ের জনক জননী শ্রীমতী হরিপ্রিয়া নাম্নী এক অসামান্য লাবণ্যময়ী ললনার সহিত ধনঞ্জয়ের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিবাহের পর ধনঞ্জয় কিছুদিন বিলাস-বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহে ছিলেন। কিন্তু মহামন্ত্র হরিনাম প্রচারের সাহায্য করিতে যাঁহার আবির্ভাব, তিনি কি কামিনী-প্রেমডোরে আবদ্ধ থাকিতে পারেন? অনন্ত প্রেমের অফুরন্ত উৎসে অবগাহন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইল। স্নেহময় জনক, স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী পত্নীকে বলিয়া সংসার ত্যাগ করা অসম্ভব বুঝিয়া, তীর্থভ্রমণ করিবার ছলে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ সংসার-পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার পিতা, তাঁহাকে পাথেয় খরচ জন্য প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। ( ইহাঁর পিতা বিশেষ ধনী ছিলেন )।

ধনঞ্জয় সেই সমস্ত অর্থ যাজিগ্রামে মহাপ্রভুর চরণে (?) অর্পণ করিয়া হস্তে ভাণ্ড গ্রহণ করিলেন (১)।

বিলাস-বৈরাগ্য বন্দ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সকল প্রভুকে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥

তৎপরে ধনঞ্জয় বর্দ্ধমান জেলার শীতলগ্রামে আসিয়া তথাকার পাষণ্ডগণকে হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করেন। তৎপরে নবদ্বীপে যখন সমুদয় ভক্ত আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতেছিলেন, সেই সময় ধনঞ্জয় পণ্ডিতও নবদ্বীপ ধামে উপস্থিত হইলেন। এ কথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আছে(?)। কিছুদিন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তনে বিভোর থাকিয়া শীতলগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শনে যান। বৃন্দাবন যাইবার সময়ে মেমারী ষ্টেসনের তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রামে (২) কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় সহযাত্রী শিষ্যকে তথায় শ্রীসেবা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া যান। এজন্য সাঁচড়া-পাঁচড়াকেও লোকে "ধনঞ্জয়ের পাট" বলিয়া থাকেন। কিন্তু শীতল গ্রামেই তাঁহার প্রধান শ্রীপাট। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক জলন্দি গ্রামে (৩)

---

১। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীপাট যাজিগ্রাম। মহাপ্রভু যাজিগ্রামে কোন সময়ে গিয়াছিলেন তাহা কোন স্থানেই নাই।

২। সাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রাম বর্দ্ধমান মেমারী ষ্টেশন হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণে। সাতদেউলে, ও অজাপুর গ্রাম হইতে ১ ক্রোশ। শুনিলাম, বর্ত্তমানে ঐ স্থানে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন স্মৃতিচিহ্ন নাই।

৩। জলন্দিগ্রাম বোলপুর ( ই আই আর ) ষ্টেসনের ৪।৫ ক্রোশ পূর্ব্বে আছে। এখানে শ্রীবিগ্রহ আছেন।

দেব-সেবা করেন এবং তথা হইতে পুনরায় শীতলগ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সেবা প্রকাশ করেন। কিছুদিন স্বয়ং সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে স্বীয় শিষ্যবর্গকে উক্ত সেবাভার অর্পণ করতঃ ঐ স্থানেই সমাধি গ্রহণ করেন। অদ্যাবধি শীতলগ্রামে তাঁহার চিহ্নিত সমাজ বিদ্যমান আছে।"

ধনঞ্জয়ের প্রণাম মন্ত্র :—

হরিনামাঙ্কসর্ব্বাঙ্গ সদা-তদ্ভাবপূরিত।
ধনঞ্জয়-মহাবাহু-গোপালায় নমো নমঃ॥

"গৌরপদতরঙ্গিণীতে" আছে ( ১০০ পৃঃ ) :—

ধনঞ্জয় প্রথমে বিলাসী গৃহস্থ ছিলেন। পরে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে সর্ব্বস্ব গুরুদেবকে অর্পণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। সাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট। ইত্যাদি।

নানাস্থানে তাঁহার শ্রীপাটের কারণ—যে সকল স্থানে পাষণ্ড, দস্যু প্রভৃতির আবাস বলিয়া তিনি শুনিতেন, সেই স্থানেই গমন করতঃ তাহাদের হরিনাম দিয়া সাধুপ্রকৃতির করিয়া লইতেন। শীতলগ্রামেও পূর্ব্বে দুষ্টপ্রকৃতির লোকের বাস ছিল; তাহারা প্রথমে ধনঞ্জয়ের জীবননাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পরে সেই দুর্বৃত্তগণকে তিনি সুবৃত্ত করিয়া দেন। অনুসন্ধানে জানিলাম :—

ধনঞ্জয়ের বংশ নাই। তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন—তাঁহার নাম সঞ্জয়। সঞ্জয়ও মহাভক্ত ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম রামকানাই ঠাকুর। সঞ্জয়ের শ্রীপাট বর্দ্ধমান জেলার বোলপুরের নিকট জলন্দি গ্রামে। ডাকঘর লোকনগর। সঞ্জয়ের বংশধর বর্ত্তমানে শ্রীনীলমণি ঠাকুর ও শ্রীরাখালচন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি এবং দৌহিত্র-সন্তান শ্রীকানাইলাল

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জলন্দিগ্রামেই বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেবা আছে।

বোলপুরের অতি নিকটে মুলুক গ্রামে উক্ত রামকানাইয়ের শ্রীপাট। সেবায়েত শ্রীযুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগৌরকিশোর মুখোপাধ্যায় ঐ স্থানে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন,—সঞ্জয়, ধনঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন।

আবির্ভাব বা লীলাকাল।—

১৪০৬ শকে চৈত্র শুক্লা পঞ্চমীতে জন্ম। মহাপ্রভু অপেক্ষা ১ বৎসরের বয়োধিক। ১৪৩৯ শকের "দণ্ডমহোৎসবে" উপস্থিত ছিলেন। ১৫০৪ শকের খেতুরীর উৎসবে নাম নাই। অনুমান ১৪০০ শকাব্দের শেষ ভাগে তিরোভাব।

শীতলগ্রামে বর্ত্তমানে যাঁহারা সেবায়েত আছেন, তাঁহারা ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্যের বংশধর। তাঁহাদের বংশতালিকা যাহা পাইয়াছি, তাহা এই :—

- শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (স্ত্রী কালিন্দী দেবী)
  - শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত (পত্নী হরিপ্রিয়া দেবী) (অপুত্রক)
  - শ্রীসঞ্জয় পণ্ডিত (শ্রীপাট জলন্দী)
    - শ্রীরামকানাই ঠাকুর (শ্রীপাট মুলুক)
      - শ্রীরাখালচন্দ্র ঠাকুর (জালন্দী গ্রামে)
      - শ্রীনীলমণি ঠাকুর
      - (কন্যা)
        - শ্রীকানাইলাল মুখো
        - শ্রীযুগলকিশোর মুখো
        - শ্রীগৌরকিশোর মুখো

প্রভৃতি দৌহিত্র মুলুক গ্রামে।
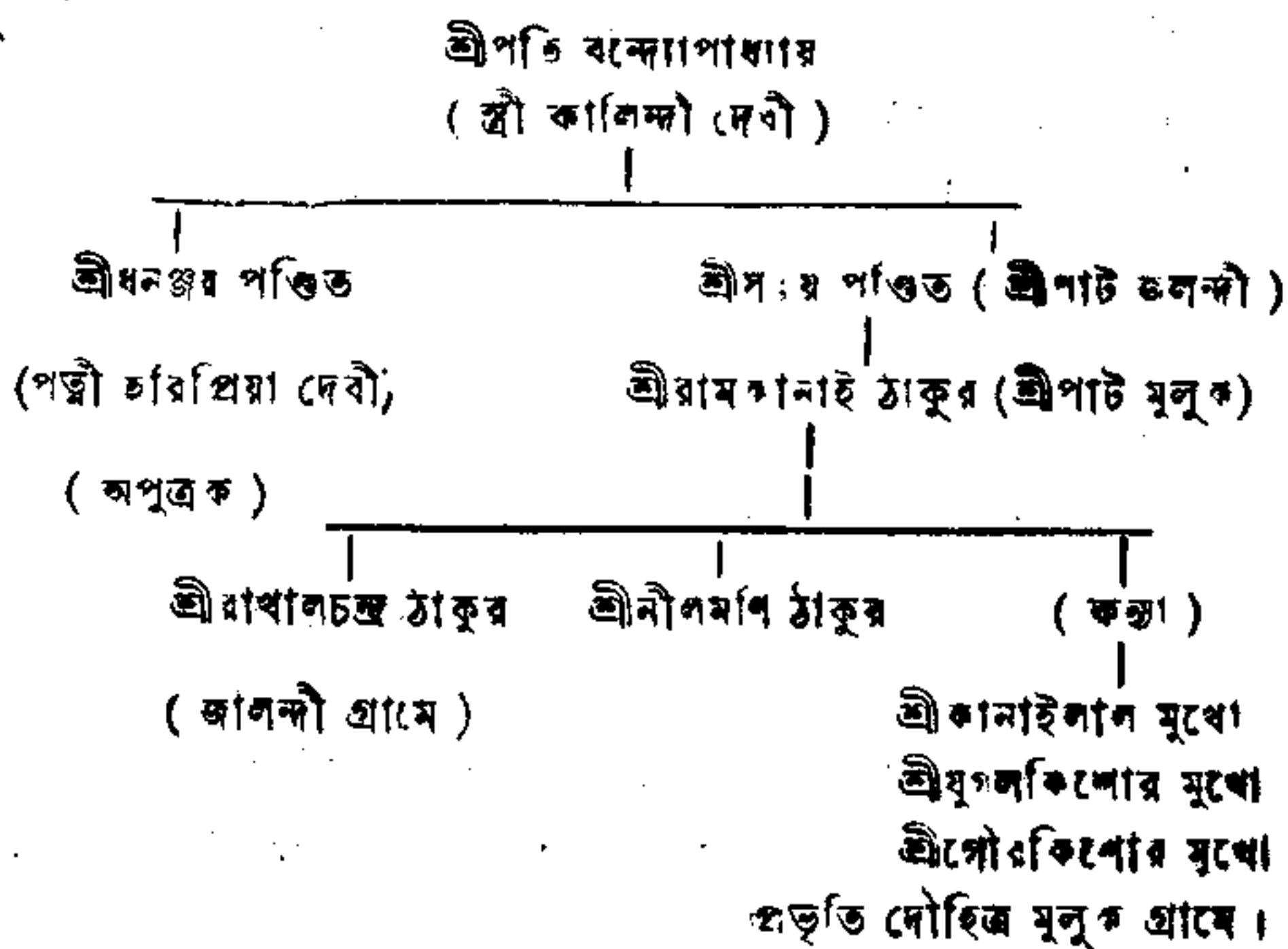
শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত

শিষ্য-শাখা শীতল গ্রামে ( ইহাঁরাই বর্তমানে "ধনঞ্জয় পরিবার" বলিয়া খ্যাত )

নেকৃষ্ণ ঠাকুর — কমলাকর বা কোমলকৃষ্ণ — ভুবনমোহন

া প্রিয়সখা দেবী
ী রামনাথ মুখো ( হুসিংহের সন্তান ) উপাধি রায়চৌধুরী )

কুমার — রাধানাথ

ানাথ

্যানন্দ

শ — বিশ্বনাথ — মহেন্দ্র — গোপাল রায় চৌধুরী

গোপাল রায় চৌধুরী — রামেন্দ্র

রেন্দ্র — রামপদ

রঞ্জন — হরেরাম — রামরাম — রামশঙ্কর — রামসত্য — রামকিঙ্কর

মোহন — খগেন্দ্র

ভুবনমোহন — জগমোহন

জগমোহন — রামমোহন — রামধন

রামমোহন — গোপী মাহন

গোপী মাহন — বৈকুণ্ঠ — যোগীন্দ্র

বৈকুণ্ঠ — নীলমণি অধিকারী — কৃত্তিবাস — মুকুন্দ — নরেন্দ্র — রাজেন্দ্র — হরেন্দ্র

কৃত্তিবাস — কুমুদ

মুকুন্দ — পাঁচু

রাজেন্দ্র — খুদিরাম

সরোজ — ত্রিলোক
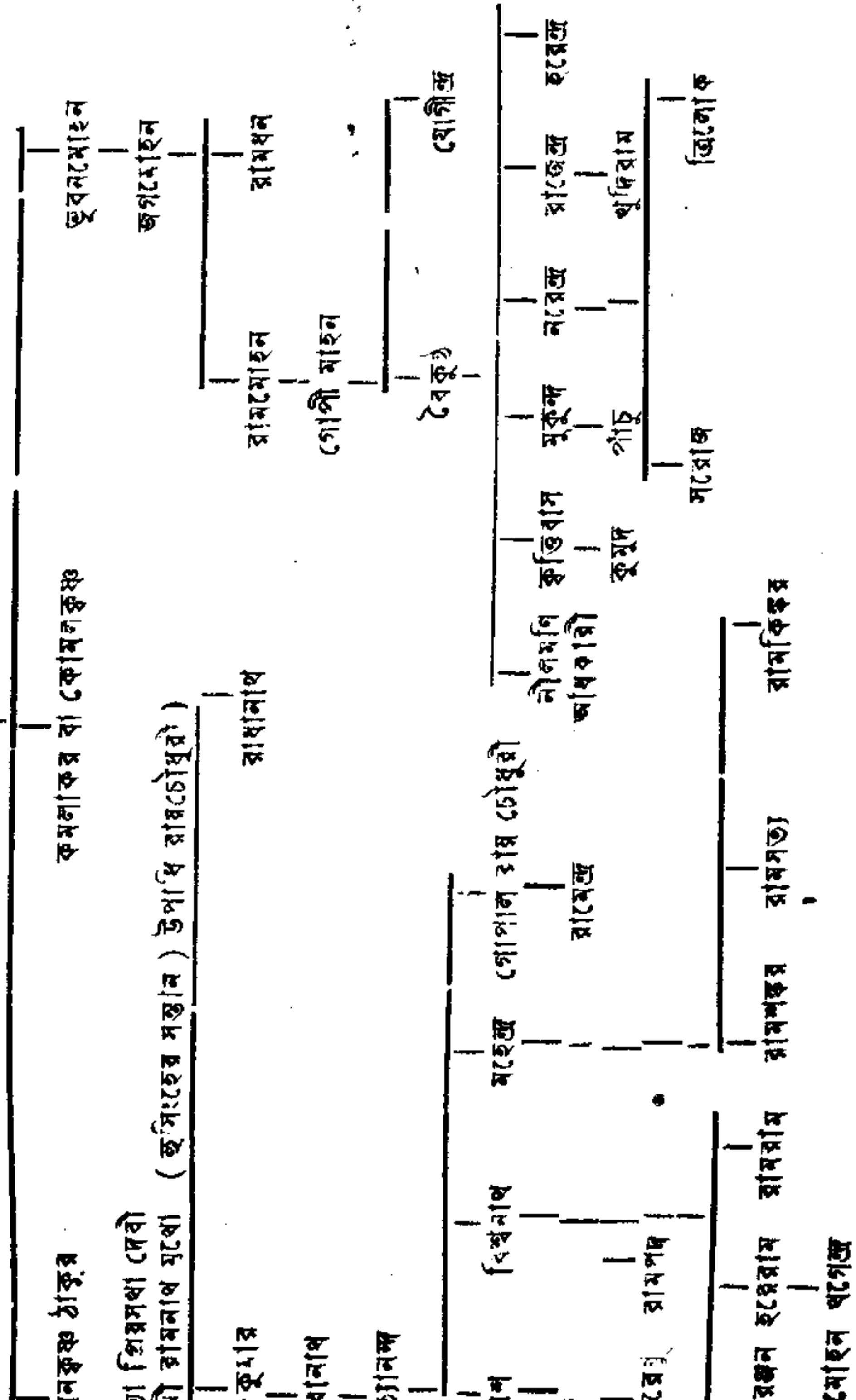
জীবনকৃষ্ণের প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ শ্যামসুন্দর জীউ বর্ত্তমানে গোপাল রায় চৌধুরীর বাটীতে আছেন।

শীতল গ্রামের শ্রীপাটে রক্ষিত প্রাচীন পুথি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ-মধ্যে একখানি ১২৭৪ সাল ২০ অগ্রহায়ণ লিখিত কাগজে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের অষ্টক দেখিতে পাইয়া তাহা অবিকল নকল করিয়াছি। যথা :—

১। অঙ্গ-সঙ্গ-নৃত্যরঙ্গ নিত্যদায়পালনং
নিত্য গোপবাল সঙ্গ নিত্যসেবাকারিতং
ধনঞ্জয়পণ্ডিতং কৃষ্ণপ্রেমদর্শিতং।

২। বর্ণশ্রেষ্ঠ জ্ঞানজ্যেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্র দর্শিতং
কির্ত্তিমন্ত যশোধন্য বেদধর্ম্মপালনং
নিত্য কৃত্য সর্ব্বজাতি প্রভুপাদ অর্পিতং
ধনঞ্জয় পণ্ডিতং কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং॥

৩। সেবাধর্ম্ম স্থাপনাদি গৌরদেশে বিস্তারি
দিব্যজ্ঞান প্রেমদান সর্ব্বজীব নিস্তারি।
দর্শনে স্পর্শনে নিজ ভাব মার্জ্জিতং
ধনঞ্জয় পণ্ডিতং কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং॥

৪। ভালজ্ঞান মূর্ত্তিমন্ত কৃষ্ণভক্তি দায়কং
শান্তি ধুর ক্ষমাধীর সংকীর্ত্তনবোধিতং
ধনঞ্জয় পণ্ডিতং কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং॥

৫। চম্পকাঙ্গ ভক্তসঙ্গ চন্দনাদি চর্চ্চিতং
শ্রীচৈতন্যকৃপা নিত্য রাধাভাবে অর্চ্চিতং
ধনঞ্জয় পণ্ডিতং কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং॥

৬। শুদ্ধ ভাণ্ড হস্ত দণ্ড যাচনায় ধরিতং
সর্ব্ববিত্ত আত্মভক্ত কৃষ্ণপদে অর্পিতং
ধনঞ্জয় পণ্ডিতং কৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥

৭। শুদ্ধবেশ সর্ব্বদেশ তীর্থধর্ম্ম পালনং
সর্ব্বজীব দয়াশীল দেহ মাত্র ধারণং
তত্ত্বজ্ঞান দান জন্ম নাম ধাম [illegible]লং
ধনঞ্জয় পণ্ডিতং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥

৮। সর্ব্ব ইষ্ট সিদ্ধ জন্ম ভক্ত পূর্ণ মানসং
সর্ব্বকাম পুরণায় ভূমণ্ডলমণ্ডনং
ধনঞ্জয় পণ্ডিতং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দর্শিতং ॥

অথ ধ্যান—ধনঞ্জয়ং মহাবাহুং শ্যামলং পীতবাসসং।
দ্বিভুজং বেণুহস্তঞ্চ গোপবেশধরং ভজে ॥

প্রণাম——নমঃ বসজ্ঞায় প্রেমভক্তিপ্রদায় চ।
ধনঞ্জয়পণ্ডিতায় গোপালায় নমোঽস্তু তে ॥

——:•:——

## শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। (১)

ব্রজের সুবলসখা। ব্রাহ্মণ।

শ্রীপাট অম্বিকা কালনা। (বর্দ্ধমান জেলা)।

আবির্ভাব—১৪০৭, তিরোভাব—১৪৮১ শকাব্দ। শ্রাবণ শুক্লা ত্রয়োদশী। স্থানপরিচয়:—(১২ ফাল্গুন ১৩২৮, শুক্রবার শ্রীপাট দর্শনের সৌভাগ্য হয়।)

(১) বৈষ্ণবগ্রন্থে আর দুইজন গৌরীদাসনামা ভক্তের নাম আছে:—
(ক) শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য—

বর্দ্ধমান জেলায় গঙ্গার ধারে অম্বিকা কালনা।—ইহা মহকুমা ও একরূপ ক্ষুদ্র সহর। হাওড়া হইতে ৫১ মাইল—(বাণ্ডেল বারহারয়া রেলের) কালনা কোর্ট ষ্টেশন, ভাড়া ৵৫। ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে শ্রীপাট। ঘোড়াগাড়ী ও থাকিবার বাসা যথেষ্ট পাওয়া যায়। চাউলের ব্যবসার জন্য কালনা বিখ্যাত। শ্রীপাট, বর্দ্ধমান রাজার নূতন সমাজবাটী বা বাজারের নিকটেই। গৌরীদাসের দেবালয়ের প্রবেশপথে একটি অপূর্ব্ব তেঁতুলবৃক্ষ। ঐ তেঁতুল বৃক্ষের তলে মহাপ্রভু ও গৌরীদাস পণ্ডিতের সম্মিলন হইয়াছিল। গাছটী শুকাইয়া গিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্য্যভাবে একটী ঝুরি হইতে পুনরায় বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। বৃক্ষতলে একটী অতি ক্ষুদ্র মন্দির এবং চারিদিকে বেদি ও রেলিং দেওয়া একখানি প্রস্তরফলকে আছে:—

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান আমলিতলা
শ্রীশ্রীগৌঃগৌরীদাস সম্মিলনস্থান
শ্রীপাট অম্বিকা

এই বৃক্ষের দক্ষিণেই বর্ত্তমান দেবালয়। প্রভুর বাটীর পূর্ব্বদিকে একটী প্রকাণ্ড মন্দির, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ও গৃহ এবং বৃহৎ তোরণ। কিন্তু সবই শূন্য, কোন দেবমূর্ত্তি নাই, মন্দিরে গাছ বাহির হইতেছে। এমন সুরম্য মন্দিরে কেন প্রভু থাকেন না, কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম, পূর্ব্বে কলিকাতার ধনী নিমাই মল্লিক

---

গৌরীদাস নাম শাখা সর্ব্বগুণাকর। প্রেমবিলাস, ২০।

(খ) বৈষ্ণববন্দনায়—

গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইল নিজশক্তি দিয়া॥

অচ্যুতবাবু বলেন, ইনি পদকর্ত্তা ছিলেন। (গৌরপদতরঙ্গিণী, ২৯ পৃঃ)।

মহাশয় এই সব নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে প্রভুকে স্থাপন করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবায়েত গোস্বামিগণের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। আরও নানা কথা আছে।

নিকটে ১১৬৫ সালে নির্ম্মিত ৪ হস্ত উচ্চের একখানি পিত্তলের রথ দেখিলাম। নাটমন্দিরের প্রস্তরফলকে দেখিলাম,—

মদনমোহন পাল তস্য পুত্র শ্রীরজনিকান্ত পাল
শ্রীমুরলীধর পাল শ্রীপ্রিয়নাথ পাল ঢাকা
নবাবপুর—সন ১৩১৯ সাল শ্রীসরজুগ
মিস্ত্রি সাং কাশী।

দেবালয়টী অতীব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শ্বেতপ্রস্তর-মণ্ডিত। গৃহের তিনটী প্রকোষ্ঠে এইরূপভাবে শ্রীশ্রীবিগ্রহগণ আছেন:—

| শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত | শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ | শ্রীশ্রীমহাপ্রভু | শ্রীশ্রীজগন্নাথ | শ্রীবলরাম ও শ্রী রামসীতা |
|---|---|---|---|---|

নানাবিধ শ্রীশিলা ও গোপালাদি

শুনিলাম, মহাপ্রভুর হস্তে বৈটা বা হাল এবং একখানি গীতা গ্রন্থ আছে। রীতিমত দক্ষিণা দিলে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্দিরে সাধারণকে বিগ্রহ দর্শন করিতে দেওয়া হয় না। নবদ্বীপের ভেট প্রার্থনায় মত এখানেও দর্শনী দিতে হয়। তবে চারি আনা স্থলে এক আনা।

যে স্থানে দেবালয়, সেই স্থানটিকে অম্বিকা বলে। ইহার উত্তরেই কালনা। এজন্যই অম্বিকা কালনা নাম।

গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়ীর পশ্চিম দিকে শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দেবালয় ও প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ ভগবান্‌দাস বাবাজীর আশ্রম। ইঁহার বিবরণ পরে বলিব।

বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীগৌরীদাস প্রসঙ্গ :—

( ক ) গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় :—

সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ। ১২৮

( খ ) ভক্তমালে,—

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস সুবল।

( গ ) বৈষ্ণব আচারদর্পণে,—

সুবল গোপাল কৃষ্ণ প্রিয় সুবিদিত।
এবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে গৌরীদাস পণ্ডিত॥
হেন ভাগ্যবান্ আর নাহি কোন ঠাই।
অদ্যাবধি যাঁর গৃহে চৈতন্য নিতাই॥
সর্ব্ব সমর্পণ কৈল প্রভুর সেবায়।
নিত্যানন্দ প্রভুশাখা বাস অম্বিকায়॥

( ঘ ) শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মনির্ণয়ে ;—

গৌরীদাস পণ্ডিত জন্মিল অম্বিকায়।

( ঙ ) অনন্তসংহিতায় :—

সুবলো মে প্রিয়সখো গৌরীদাসাখ্যপণ্ডিতঃ॥

( চ ) দ্বাদশ পাট নির্ণয়ে :—

অম্বিকা গৌরীদাসের পাট।

ছ) চৈতন্য সঙ্গীয়ায় :—

সুবল আসিয়া কৈল অম্বিকানিবাস।
তথা নাম হৈল পণ্ডিত গৌরীদাস॥

(জ) বৈষ্ণববন্দনা (বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকৃত),—

গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান।
কায়মন বাক্যে যাঁর নিত্যানন্দ প্রাণ॥
সুবল করিয়া যাঁরে পুরাণে কহিল।
গৌরীদাস পণ্ডিতেরে সকলে জানিল॥

(ঝ) বৈষ্ণববন্দনা (দৈবকীনন্দনকৃত),—

গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞিরে যে নিল উৎকল পুরী॥

(ঞ) বৈষ্ণববন্দনা, বৃন্দাবনদাসকৃত,—

বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
নিত্যানন্দ প্রিয়পাত্র মহিমা প্রচুর॥

(ট) বৈষ্ণব অভিধানে গৌরীদাস নাম আছে।

(ঠ) চৈতন্যভাগবতে অন্ত্য, ৬ষ্ঠ, ৪৭৪ পৃঃ,—

গৌরীদাস পণ্ডি পরম ভাগ্যবান্।
কায় মন বাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ॥

(ড) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১১।১০২ পৃঃ,—

গৌরীদাস পাণ্ডতের প্রেমোদ্দাম ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নেতে ধরে যেহো শক্তি॥

(ঢ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল :—

মহা শক্তিধর শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত।
যাঁর দেহে নিত্যানন্দ হৈলা বিদিত॥

(৭) অদ্বৈতপ্রকাশে, ২২২ পৃঃ—

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত নহে সাধারণ।
ব্রজে যেই কৃষ্ণপ্রিয় সখাতে গণন॥
মোর প্রভু (শ্রীঅদ্বৈত) কহে যারে সুবল গোপাল।
রাধাকৃষ্ণের গূঢ়লীলা জানয়ে সকল॥

ভক্তপ্রবর শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন ;—(বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা) "শ্রীসুবলকে প্রণাম করিতেছি, এই সুবলই আমাদের গৌরীদাস-রূপে অবতীর্ণ। শালিগ্রামনিবাসী কংশারি মিশ্র পরম শ্রদ্ধাবান্ ও পবিত্রচেতা ব্যক্তি। এই :—

কংশারি মিশ্রের পত্নী নাম যে কমলা।
তাহার গর্ভেতে ছয় পুত্র উপজিলা॥
দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট।
সূর্য্যদাস ঠাকুর হয়েন তাহার কনিষ্ঠ॥
তাহার কনিষ্ঠ হন পণ্ডিত গৌরীদাস।
অনুজ কৃষ্ণদাস যেঁই পূরে মন আশ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহচৈতন্য।
প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্য॥
এই ছয় ভ্রাতা মিলি নিত্যানন্দ সনে।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় করেন প্রেমদানে॥

(সুবলমঙ্গল)।

এই ছয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব ও পার্ষদ ভক্ত। গৌরীদাস বাল্যাবধি অনাশক্তচিত্ত। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ লইয়া শালিগ্রাম হইতে অম্বিকার গঙ্গাতীরে আসিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। (১) পরে প্রভুর ইচ্ছায় গৌরীদাসকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী বিমলাদেবী এবং দুই পুত্রের নাম :—

বলরাম দাস আর রঘুনাথ দাস।
বিমলা দেবীর গর্ভে যাহার প্রকাশ॥

(সুবলমঙ্গল)।

একদা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও মহাপ্রভু শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতগৃহ হইতে নবদ্বীপে আসিবার সময় হরিনদী (২) গ্রামে আসিয়া নৌকায় উঠেন ও স্বয়ং নৌকা বাহিয়া গঙ্গা পার হন। ঐ সময়ে প্রভু

---

১। সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥
শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া॥

ভক্তিরত্নাঃ. ৭ম, ৫০৮ পৃঃ।

শালিগ্রাম নবদ্বীপ হইতে ৫।৬ ক্রোশ। এখানে কংসারি মিশ্রের জ্ঞাতিগণ বাস করেন। অনেকের নাম শ্রীরাধামোহন গোস্বামী। ইহার ডাকঘরাদি না জানিতে পারায় সঠিক বিবরণ জানিতে পারি নাই।

ভক্তিরত্নাকরে ১২।৯১০ পৃঃ "বড়গাছি হইতে শালিগ্রাম অল্প দূরে॥"

২। হরিনদীগ্রাম—নদীয়া জেলায় শান্তিপুরের ২ ক্রোশ পশ্চিমে।

নবদ্বীপে না গিয়া সেই বৈঠা হাতে লইয়াই, অম্বিকায় গৌরীদাসালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং আবেশ ভাবে গৌরীদাসকে বলিলেন,—

এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমারে।
ভবনদী পার কর সকল জীবেরে ॥—সুবলমঙ্গল।

বৈঠার সহিত প্রভু গৌরীদাসকে শক্তিসঞ্চার করিলেন। গৌরীদাস সেই বলে যথার্থই জীবকে ভবনদী পার করিতে লাগিলেন। প্রভু আর একটী অমূল্য দ্রব্যও গৌরীদাসকে দিলেন—প্রভুর স্বহস্তলিখিত একখানি গীতাগ্রন্থ। প্রভুপ্রদত্ত পূততম সেই গীতা ও বৈঠা দর্শনের সৌভাগ্য আমার ন্যায় অধমেরও ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। ঘনশ্যামদাস যথার্থই বলিয়াছেন,—

প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি।
দর্শনে যে সুখ তাহা কহিতে না জানি ॥

ভক্তিরত্নাকর ৭ম—৫৩৬।

পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রভু যখন শান্তিপুরে আগমন করেন, তখন শত শত ভক্ত তাঁহার দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরীদাস প্রভুকে দেখিতে আসিলেন না। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের কারণ, ভক্তদের বিষাদের কারণ সন্ন্যাসের উপর তাঁহার রাগ জন্মিল, প্রভুর "নিষ্ঠুরতায়" তাঁহার অভিমান জন্মিল। চরিতামৃতে আছে,—"এরূপ অভিমান, প্রেমাভিমানী ভক্তের এক একটী ভর্ৎসনাবাক্য বেদস্তুতি হইতেও ভগবানের কাছে অধিক মিষ্ট।

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন ॥

ভক্তের ভাবে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ বিমোহিত হইয়া শ্রীনিতাই সনে অম্বিকায় উপস্থিত হইলেন। (অম্বিকায় উপস্থিত হইয়া প্রভু প্রথমতঃ যে তেঁতুল বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন, ঐ বৃক্ষটী পরবর্ত্তী কালে ক্ষয় হইলে উহার বোয়া বা ঝুরি হইতে আশ্চর্য্যরূপে একটী বৃক্ষ বাহির হইয়াছে।)

প্রভু গৌরীদাসের সম্মুখে। এখন গৌরীদাসের অভিমান কোথায়? এখন কি তাহা থাকিতে পারে? তাই গৌরীদাসের প্রাণে আনন্দের ঢেউ উঠিল। প্রভু আমাদের আগে হইতে গৌরীদাসকে আলিঙ্গন করিলেন। আর কি কি হইল—তাহা প্রাচীন পদের মধুময় ভাষায় বলাই ভাল।

"ঠাকুর পণ্ডিত বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কাঁদি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রাহব সে নিরখিয়া কায়॥
তোমরা যে দুটি ভাই, থাক মোর এক ঠাঁই
তবে সভার হবে পরিত্রাণ।
পুন নিবেদন করি, না ছাড়িয়া গৌরহরি
তবে জানি পতিত-পাবন॥—(গীতকল্পতরু)।

বলা বাহুল্য, ভগবান্ ভক্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। গৌরীদাসের

বাক্য অদ্ভুত, (সন্ন্যাসীর গৃহে থাকিতে নাই) তাই ইহা রক্ষা করিতে প্রভুকে একটা উপায় সৃষ্টি করিতে হইল। অগত্যা তখন :—

প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমন আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছি যে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি
সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস,
ফুকরি ফুকরি পুনঃ কান্দে।
পুনঃ সেই দুই ভাই, প্রবোধ করিল তায়,
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে॥
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য-চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হইলা দুই জনে,
ভকতবৎসল তেঞি গায়॥

গৌরীদাস যখন কিছুতেই শান্ত হইলেন না, তখন :—

পণ্ডিতের মন জানি প্রভু গৌরহরি।
পণ্ডিতেরে কহয়ে অনেক যত্ন করি॥
নবদ্বীপ হইতে নিম্ববৃক্ষ আনাইবে।
মোর ভ্রাতা সহ মোরে নির্ম্মাণ করিবে॥
অনায়াসে নির্ম্মাণ হইব মূর্ত্তিদ্বয়।
তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয়॥ (ভক্তিরত্নাকর)।

গৌরীদাস তখন মহানন্দে নবদ্বীপ হইতে নিম্ববৃক্ষ অর্থাৎ কে নিম্ব-

বৃক্ষমূলের আঁতুড় ঘরে নিমাই জন্ম গ্রহণ করেন এবং যে বৃক্ষের পত্রের রস লইয়া অদ্বৈত প্রভু একটী সদ্যোজাত মূর্চ্ছিত শিশুকে সেবন করাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন (অনন্তসংহিতায় এই বিবরণ দ্রষ্টব্য) ও যাহাতে শিশুর নাম নিমাই হয়, সেই প্রসিদ্ধ মহিমাময় বৃক্ষ আনয়ন ও তদ্দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মিত করিলেন। (১) এ মূর্ত্তি কে নির্ম্মাণ করিল? সে ভাস্করের নাম কি? ভক্তিরত্নাকর বলেন,—"আপনে প্রকটয়ে অন্যের ছল মাত্র।" (২)

শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে প্রভু বলিলেন,—

পুন প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি, তোমা ঠাই খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥—(গীতকল্পতরু)।

---

১। অচ্যুত বাবু পাদটীকায় লিখিয়াছেন :—"এই পবিত্র বৃক্ষবয়ের সজীব মূল অদ্যাপি মায়াপুরে (নদীয়ায়) প্রদর্শিত হইয়া থাকে।"

কিন্তু বর্ত্তমানে মায়াপুরে যে নিম্ববৃক্ষ আছে, তাহা সামান্য দিনের। আমরাও উক্ত নববৃক্ষকে দেখিয়াছি।

২। কিন্তু অদ্বৈতপ্রকাশে আছে, গৌরীদাস নিজেই শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,—

শ্রীমান্ গৌরীদাস শিল্পকার্য্যে পটুতর।
ঐছে শিল্প নাহি জানে ভুবন ভিতর॥ (অদ্বৈতপ্রকাশ, ২২২পৃঃ)।

আরও জানা যায় :—

গোরা কহে এক মূর্ত্তি নহে সুশোভন।
নিত্যানন্দের প্রতিমূর্ত্তি করহ স্থাপন॥ ঐ।

আরও উক্ত গ্রন্থে আছে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ঐ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতের ইহাই অভিলাষ। এই অভিলাষ তখনই পূর্ণ হইল। তাই :—

শুনিয়া পণ্ডিতরাজ করিলা রন্ধন কাজ
চারি জনে ভোজন করাইয়া।
পুষ্প মাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বূলাদি সমর্পিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে গন্ধ লেপিয়া॥
নানা মতে পরতীত, করিয়া ফিরিল চিত,
দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই থাই মাগি,
দুই গেলা নীলাচল পুরে॥
(গীতরত্নাকরে হরিদাসকৃত পদ)।

অর্থাৎ এই অভেদ মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের দুই জন মহাপ্রভু ও দুই জন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এক নিত্যানন্দ প্রভু ও এক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু গৌরীদাস-মন্দিরে রহিলেন ও অন্য যুগল ৺পুরীধামে যাত্রা করিলেন।[১]

সত্য করি দুই ভাই ঘরেতে রহিল।
প্রকাশ হইয়া দুই নীলাচলে গেল॥ (সুবলমঙ্গল।)

অদ্যাপিও সেই দুই মূর্ত্তি কালনায় বিরাজিত আছেন।

---

১। "শ্রীনিত্যানন্দ চরিতে" এই সব ঘটনা মহাপ্রভুর পুরী হইতে ১ম শ্রীবৃন্দাবন গমন জন্য বাহির হইয়া রামকেলি বা রামকানাই নাটশালা হইতে যখন ফিরিয়া আসেন ও শান্তিপুরে গমন করেন, সেই সময় বলিয়া লিখিত আছে।

(৩য় খণ্ড, ১৪১ পৃঃ)।

রামকেলি—মালদহ হইতে ৮।৯ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে।

কানাই নাটশালা—রাজমহল হইতে ৩ ক্রোশ। লুপ লাইনে তিনপাহাড়ী ষ্টেশনে নামিয়া ব্রাঞ্চ লাইনে যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে ২০২ মাইল।

হে সৌভাগ্যবান্ পাঠক! আপনি অম্বিকায় গিয়া ঐ ভুবনমোহন রূপ একবার দর্শন করিয়া আসিবেন। এইখানে সেই অপূর্ব্ব প্রাচীন গীতটী দিব। যথা,—

দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস-মন্দিরে।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে॥
তপ্তহেম অঙ্গকান্তি প্রাতঃ অরুণ অম্বরে।
পাষণ্ডদন্ত খর্ব্ব হেতু ধর্ম্মদণ্ড বিচরে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নিত্যানন্দ অম্বিকাতে বিহরে।
গৌরীদাস করত আশ সর্ব্বজীব উদ্ধারে॥

এখানে একটী প্রেমরঙ্গের কথা আছে,—

দুই প্রভু নীলাচলে গমন করিলে, পরদিন গৌরীদাস আগ্রহের সহিত রন্ধন করিয়া দুই ভাগে খাইতে দিলেন। কিন্তু শ্রীবিগ্রহের নিকট ভোগদ্রব্য যেমন দিয়াছেন, তেমনিই রহিয়াছে, প্রভুরা খান নাই। ইহা দেখিয়া গৌরীদাস সন্তুষ্ট হইবেন কেন? তিনি,—

কিছু ক্রোধাবেগে কহে বচন মধুর॥
বিনা ভক্ষণেতে যদি সুখ পাও মনে।
তবে মোরে রন্ধন করাও কি কারণে॥
এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি।

(ভক্তিরত্নাকর)।

গৌরীদাসের সংস্কার, যদি প্রভুরা না খান, তবে তিনিও খাইবেন না, অনাহারে প্রাণ দিবেন। তখন আর কি রঙ্গ চলে? তাই,—

হাসিয়া প্রভু পণ্ডিতে কহয়ে ধীরি ধীরি॥
অল্পে সমাধান নহে তোমার রন্ধন।

অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন॥
নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি।
অনায়াসে যে হয় তাহাই সর্ব্বোপরি॥ (ঐ)।

তখন গৌরীদাস বলেন,—বেশ! বেশ! তবে আর,—

"————ঐছে কভু না করিব।
এক শাক সিদ্ধ পক্ক করি ভুঞ্জাইব॥ (ঐ)।

তখন :— পণ্ডিতের কথা শুনি হুষ্ট প্রভু হাসে।
করয়ে ভোজন কিছু পরম উল্লাসে॥ (ঐ)।

যিনি অনন্ত কোটি জগতের নাথ, যাঁহার ইঙ্গিতে বিশ্বের বিলয় সংঘটিত হয়, সেই মহিমময় জগৎকর্ত্তার সহিত ভক্তের এইরূপ খেলা অথবা ভক্তের সহিত এইরূপ রঙ্গ, ইহা শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রমাণিত করেন। শ্রীভগবানের এইরূপ মধুর চরিত্র যাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহারাও ধন্য, তাঁহারাও কৃতার্থ।"

"গৌরপদতরঙ্গিণীতে" স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় লিখিয়াছেন (২৯ পৃঃ), "গৌরীদাস পণ্ডিত মুখুটিবংশজাত বরুণ বাচস্পতির সন্তান। পূর্ব্বনিবাস শালিগ্রামে ছিল। মহাপ্রভুপ্রদত্ত বৈঠা ইঁহার অপ্রকটের পর ইঁহার শিষ্য হৃদয়চৈতন্য (ইনি গৌরীদাসের পুত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন) প্রাপ্ত হন। এই হৃদয়চৈতন্যের শিষ্যই বিখ্যাত শ্যামানন্দ প্রভু। ইঁহারদ্বারা উড়িষ্যাপ্রদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার হয়।

গৌরাঙ্গদেবের সহিত গৌরীদাসের মিলনের সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম ২৩ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর ছিল। গৌরীদাসের পত্নী বিমলাদেবীর গর্ভে বড়ু বলরাম ও রঘুনাথ নামে দুই পুত্র জন্মে। রঘুনাথের মহেশ পণ্ডিত ও ঠাকুর গোবিন্দ নামে দুই পুত্র। অদ্যাবধি গৌরীদাসের বংশধরেরা কালনায় আছেন।"

কিন্তু আমরা কালনায় গিয়া বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম,—স্বর্গীয় জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সিদ্ধান্ত "গৌরীদাস পণ্ডিত মুখোপাধ্যায় বরুণ বাচস্পতির সন্তান," তাহা নহে। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে যে বংশতালিকা আছে, তাহাতে সূর্য্যদাসকে "ঘোষাল, পোশোর সন্তান, বাৎস্যগোত্র" বলিয়া জানা যায়। আরও গৌরীদাস পণ্ডিত বা হৃদয়-চৈতন্তের বংশ নাই। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গৌরীদাস পণ্ডিতের বা হৃদয়চৈতন্তের শিষ্য-শাখাবংশ। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বংশ,—

( পরপৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য )

---
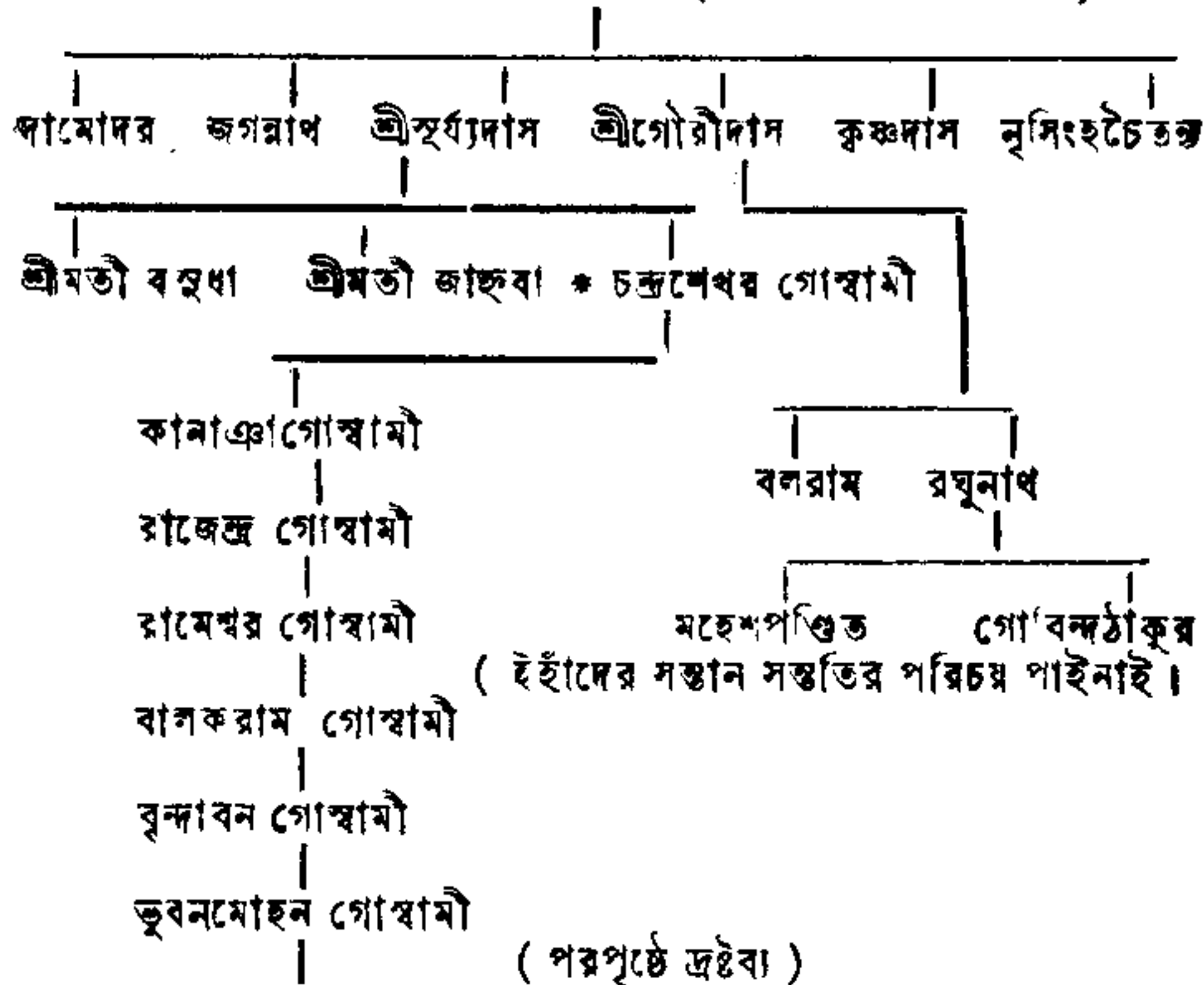
* এই চন্দ্রশেখর শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা লয়েন।

|
বিহারীলাল গোস্বামী *
|
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ( বর্ত্তমান )

( শ্রীশ্রী সূর্য্যদাস-মন্দিরে প্রাপ্ত । )

কংশারি মিশ্রের জ্ঞাতিবংশধরগণ শালিগ্রামে বাস করেন। একজনের নাম—শ্রীরাধামোহন গোস্বামী।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্যশাখা—

( পরপৃষ্ঠায় )
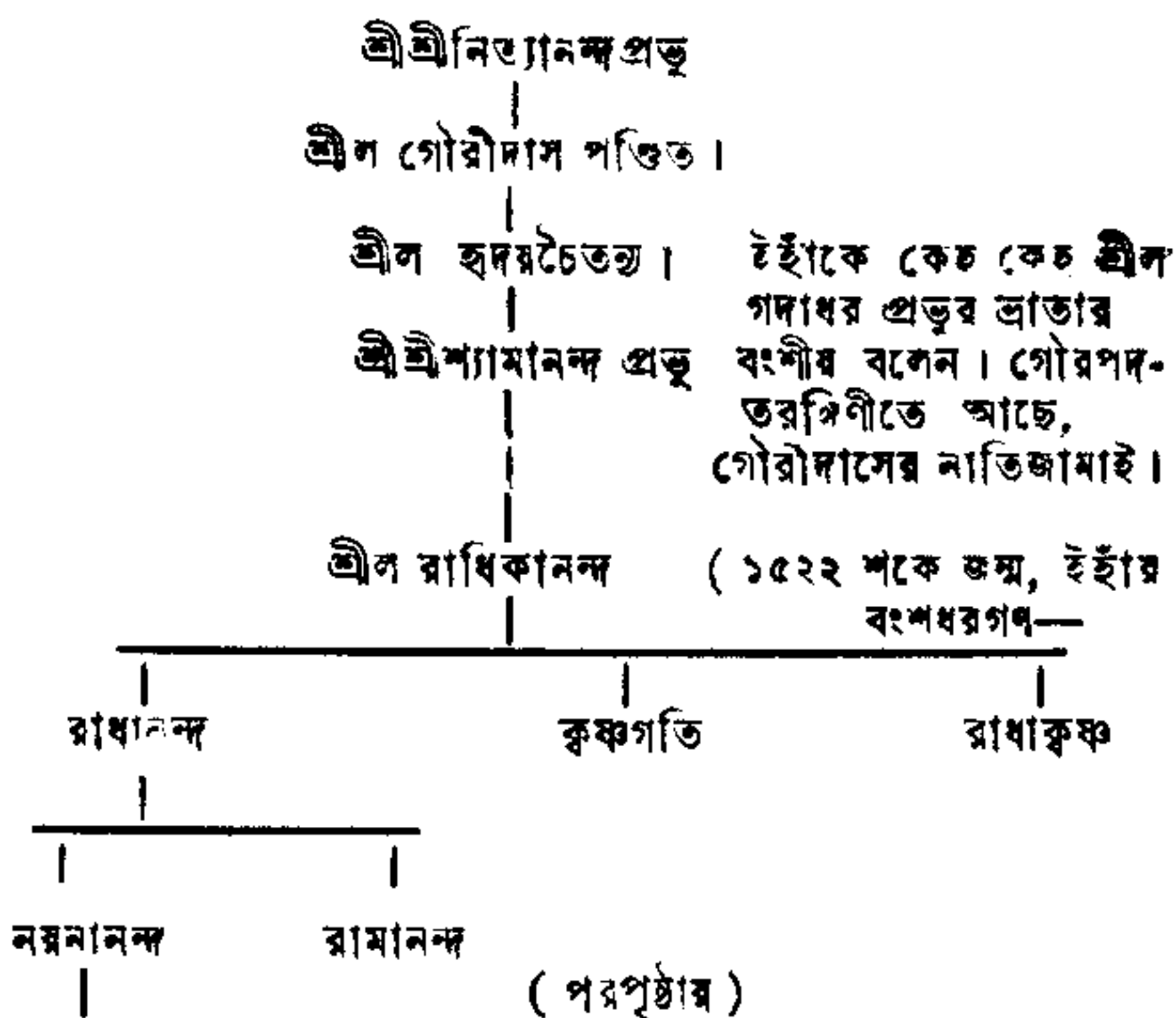
* ইনি ভুবনমোহনের পোষ্যপুত্র। বর্দ্ধমান জেলার পারহাট গ্রামে বাস ছিল। ১২৬২ সালে পোষ্যপুত্র হন।

ব্রজজনানন্দ (বলদেব। বিদ্যাভূষণ ইঁহার শিষ্য) — বৃন্দাবনানন্দ — উচ্ছবানন্দ

ব্রজজনানন্দ: ভজনানন্দ, গোবিন্দানন্দ, বিচিত্রানন্দ

বৃন্দাবনানন্দ: গোকুলানন্দ, নেত্রানন্দ

গোকুলানন্দ → ত্রিবিক্রমানন্দ

ত্রিবিক্রমানন্দ: মধুসূদনানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ

রামকৃষ্ণানন্দ: শিশু অবস্থায় ৺ধামে, আনন্দানন্দ, সচ্চিদানন্দ, শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ গোস্বামী, সান্দ্রানন্দ

সচ্চিদানন্দ → শ্রীশ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ গোস্বামী

( শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর )
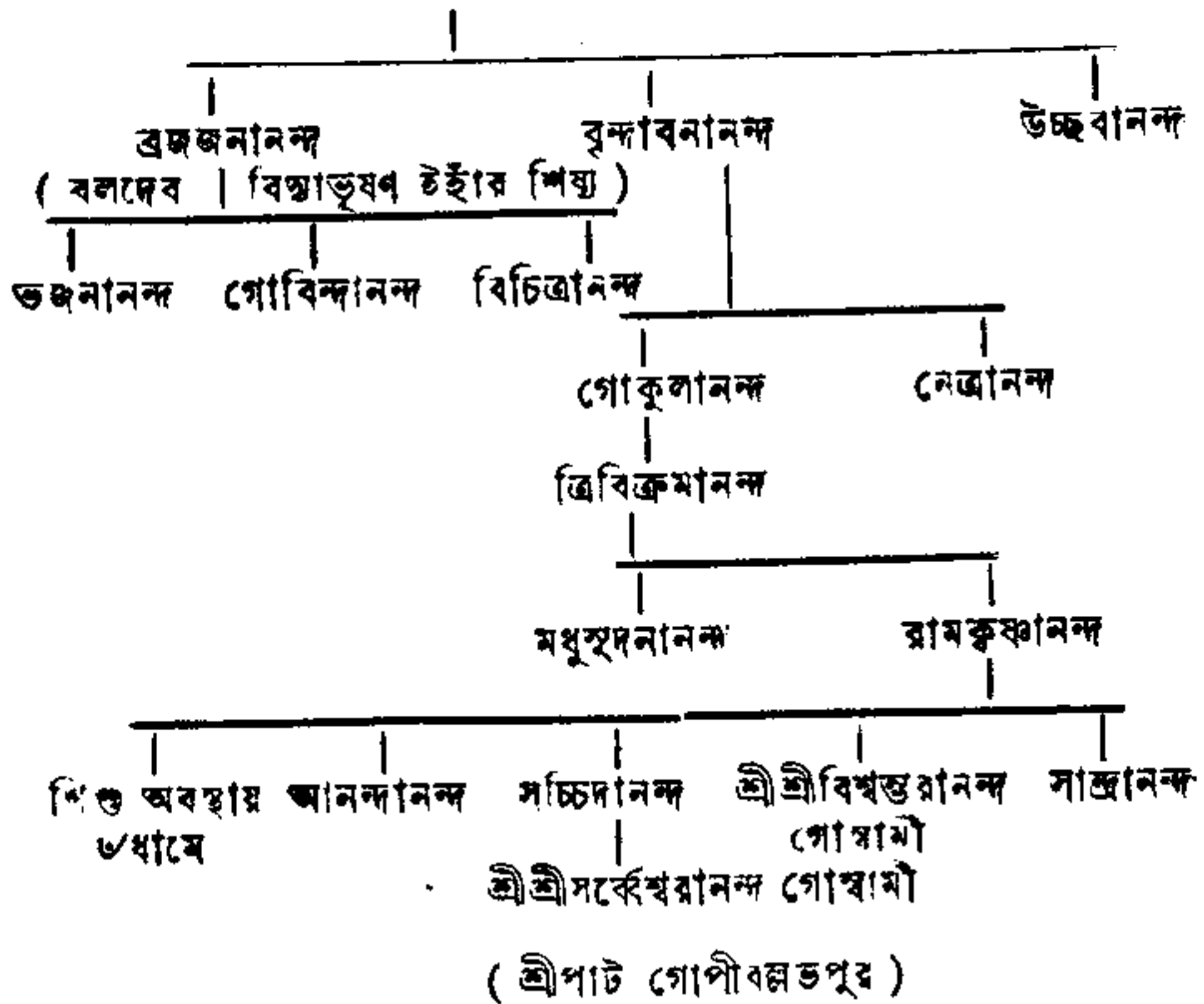
বর্ত্তমানে শ্রীপাট অম্বিকায় গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবায়েত গোস্বামী যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের বংশ "পল্লীবাসী"র সম্পাদক শ্রীগোপেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যতদূর দিতে পারিয়াছেন, তাহা এই :—
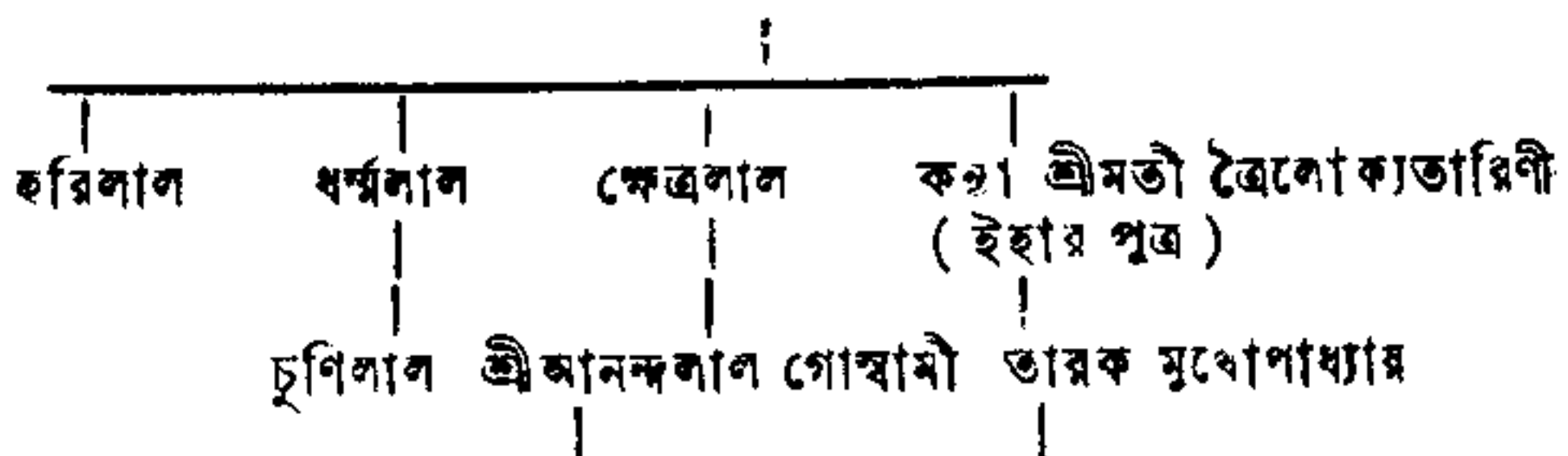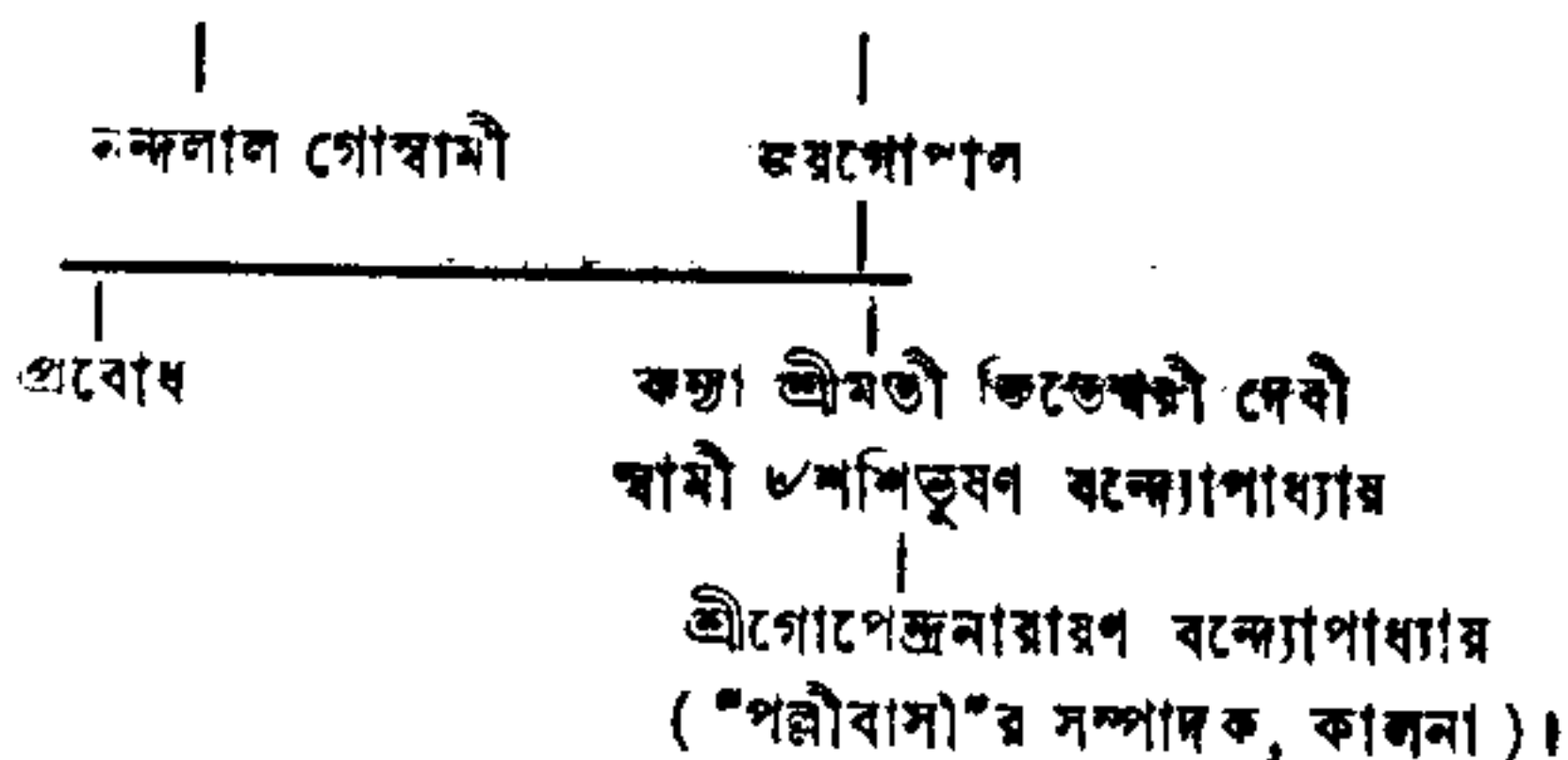
আবির্ভাবকাল :—১৪০৭ শকে জন্ম। ১৪৮১ শকে শ্রাবণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে তিরোভাব।

১৪৩০ শকে প্রভুর সহিত অম্বিকাতে মিলন। ১৪৩৯ শকে দণ্ড-মহোৎসবে উপস্থিতি।

জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া, গৌরীদাস পণ্ডিতের বা খুল্লতাতের সমাজ দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন :—

গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিতে।
বহে বারিধারা নেত্রে নারে নিবারিতে।

ভক্তিরত্নাঃ, ১১৲—৬৭৩ পৃঃ।

বৃন্দাবনের ধীর সমীরে—ধীরসমীর কুঞ্জে গৌরীদাস পণ্ডিত শ্যামরায় বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার সমাধি হয়।

মানসী, ১৩২৫, ভাদ্র, ২৫ পৃঃ।

"অদ্বৈতপ্রকাশে" জানা যায় (২২২ পৃঃ)—অদ্বৈতপ্রভু তিরোভাবের সামান্য দিন পূর্ব্বে তদানীন্তন সকল ভক্তকে স্বীয় গৃহে আহ্বান করেন। এজন্য গৌরীদাস পণ্ডিতেরও আগমন হয়।

অদ্বৈতপ্রভুর জন্ম—১৪৩৩।৩৪ খৃঃ অব্দে এবং স্থিতি—১২৫ বৎসর।

তিরোভাব—১৫৫৭।৫৮ খৃঃ অব্দে। ইহাদ্বারা ১৫৫৭ বা ১৫৫৬ খৃঃ অব্দেও গৌরীদাসের বিদ্যমানতা জানা যায়। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় না।

যাহা হউক, আমরা যুক্তকরে পতিতপাবন, শ্রীনিতাই-পারিষদ সুবল গোপাল গৌরীদাসকে দণ্ডবৎ করিতেছি :—

তনুরুচিবিজিতহিরণ্যং হরিদয়িতং
হরিণিং হরিবদ্বসনং।
সুবলং কুবলয়নয়নং নয়নানন্দিত-
বান্ধবং বন্দে॥ ( চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ২য়, ১৬৩ পৃঃ )।

---

## সূর্য্যদাস পণ্ডিত

কালনায় শ্রীল সূর্য্যদাস পণ্ডিতের মন্দির।

১২ই ফাল্গুন, ১৩২৮, শুক্রবার আমরা এই শ্রীপাট দর্শন করি। গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে এই দেবালয়। উহাতে

শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত শ্রীবসুধামাতা ও শ্রীজাহ্নবামাতা | শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ | শ্রীশ্রীমদনমোহন

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর

শ্রীবিগ্রহ আছেন। মন্দিরের প্রস্তরফলকে,—

শ্রীঅম্বিকা কালনা ৺শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর নিতাই গৌরাঙ্গ মন্দির ৺সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গাদি। শ্রীমতী মনোমঞ্জরী মহাদেবী স্বাধীন ত্রিপুরার তৃতীয় ঈশ্বরী কর্ত্তৃক ১৮৩১ শকাব্দে ১৩১৯ ত্রিপুরাব্দে জীর্ণ সংস্কৃত হইল।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি অতীব মনোহর। শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ পিতল ধাতুর, ক্ষুদ্রাকারের। ঐ শ্রীমূর্ত্তি সূর্য্যদাস পণ্ডিত জাহ্নবাদেবীকে দেন নাই। এজন্য উহাঁরই নামে শ্রীপাট খড়দহে শ্যামসুন্দর জীউর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সেবায়েত শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী (পোষ্যবংশ) মহাশয় অতীব যত্নে আমাদের সকল স্থান দর্শন করাইলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ইহা মাতামহালয়। বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের নিকট যেরূপ বালক দৌহিত্রগণের আব্দার ও ভোজনের ব্যবস্থা হয়, অধমদেরও সেইরূপ স্নেহ, সেইরূপ ভোজনাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মন্দিরের দক্ষিণে একটী খুব পুরাতন কুলগাছ দেখিলাম। সেবায়েত গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—"প্রবাদ, ঐ স্থানেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত বসুধা দেবীর বিবাহ সময়ে কুলাচার-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এবং ঐ স্থানেই সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বাসগৃহ ছিল। পশ্চিম দিকের পুষ্করিণীর নাম "শ্যামকুণ্ড"।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীহস্তের একটী তুলসী কাষ্ঠের ছড়ি দেখিলাম। প্রায় ৩ হাত লম্বা। কিন্তু খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হইল না। মণিপুরের 'লোডেম ভোন নেরাই' নিবাসী ইরাম পেম পঙ্গইসিং ১৩১৫ সালে নাট-মন্দিরটী সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

এখানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসবের দিন উৎসব হয়। ১৪১০ শকাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমাতে জাহ্নবা মাতার জন্ম। বসুধা দেবী জ্যেষ্ঠা ছিলেন।

সেবায়েত মহাশয়, আমাদের শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের যে বংশ-তালিকা প্রদান করিয়াছিলেন, গৌরীদাস পণ্ডিত প্রসঙ্গে তাহা দিয়াছি।

## শ্রীলভগবান্‌দাস বাবাজীর আশ্রম

কালনার শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী প্রসিদ্ধ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে শ্রীপাট খশড়াতে সাধন ভজন করিতেন, পরে এই স্থানে আগমন করেন। বাজারের অতি নিকটেই ইহাঁর আশ্রম। এখানে তাঁহার সমাধি আছে। এবং "নামব্রহ্ম" ও শ্রীবিগ্রহ সেবা আছে। সমাধি-মন্দিরের নিকট একটী কামরাঙা গাছ দেখিলাম। একটী ইঁদারা আছে, তাহাতে নামিবার জন্য দূর হইতে বরাবর সিঁড়ি গিয়াছে। শেষ ধাপে শীতল জলের নিকট বসিয়া তিনি নাম করিতেন। ভক্তগণের পক্ষে এই পবিত্র স্থানটী দর্শনীয়। ১২৯৫ সালে বিজয়া দশমীর পরের কৃষ্ণাষ্টমীতে বাবাজী মহাশয়ের তিরোভাব হয়। আশ্রমবাসী বর্ত্তমান শ্রীপ্যারীচরণ দাস বাবাজী আমাদের যত্ন করিয়া সমুদয় স্থান দর্শন করাইলেন। শুনিলাম, আশ্রমে অনেক গ্রন্থ ছিল—জনৈক বাবাজী কর্ত্তৃক তাহা নষ্ট হয়। যমুনা দাসী নামে একটি বৈষ্ণবী এখানে ছিল। তাহার ভাসুরপো ফকির ঘোষ আশ্রমের জমীজমা ফাঁকি দিয়া লয়।

## শ্রীভগবান্‌দাস বাবাজীর গুরুপ্রণালি

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু
|
শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী (সপ্ত গ্রামের)
|
শ্রীশ্রীরাধাচরণ দাস বাবাজী
|
শ্রীশ্রীনারায়ণদাস বাবাজী
|
শ্রীশ্রীজয় গৌরাঙ্গদাস বাবাজী
|
শ্রীশ্রীসিদ্ধকৃষ্ণদাস বাবাজী (গোবর্দ্ধনের)
|

- শ্রীশ্রীভগবানদাস বাবাজী (কালনা)
  - সেবাদাস (নবদ্বীপ)
  - গৌরগোবিন্দ (নবদ্বীপ)
    - পূর্ণানন্দ (নবদ্বীপ)
      - শ্রীপ্যারিচরণ দাস (১৩২৮ বর্ত্তমান)
  - বিষ্ণুদাস (কালনা)
  - নরোত্তম (চুঁচুড়া নেবুতলা)
  - জগদীশ (কালীদহ)
  - যদুনাথ
- শ্রীশ্রীসিদ্ধজগন্নাথ দাস বাবাজী (১৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে অপ্রকট) (নবদ্বীপ)
  - শ্রীশ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী
    - শ্রীশ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী (৺পুরীর বড় বাবাজী, নবদ্বীপে সমাজ) ১৩১২।১৩ ফাল্গুন শ্রীধাম গমন, শুক্লা দ্বিতীয়া
      - গোবিন্দদাস (পুরী হরিদাস ঠাকুরের সমাজ)
      - নবদ্বীপদাস (ধামপ্রাপ্ত)
      - ললিতাসখী (নবদ্বীপ রাধারমণ বাগ)
      - রামদাস বাবাজী (নবদ্বীপ সেবাশ্রম, ধামপ্রাপ্ত, ১৩২০। মাঘ)
      - নিত্যানন্দদাস
      - এবং (অসংখ্য ভৃত্য)
- শ্রীশ্রীসিদ্ধ চৈতন্য-দাস বাবাজী (গৌরভাতারী) (নবদ্বীপ)

নিকটেই বর্দ্ধমান রাজবংশের কীর্ত্তি—শ্রীশ্রীলালজী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জী, শ্রীনরনারায়ণ, শ্রীরামসীতা ও ১০৮ শিবালয় এবং রাজাদের সমাজ দেখিবার উপযুক্ত।

———

## ( ৫ম গোপাল ) শ্রীকমলাকর পিপলাই১ ।

ব্রজের মহাবল গোপাল। ব্রাহ্মণ।

শ্রীপাট মাহেশ। ( হুগলি জেলা )।

আবির্ভাব—১৪১৪—তিরোভাব ১৪৮৫ শকাব্দের চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি।

১৩২১।১৭ই মাঘ পুর্ণিমা দিবসে শ্রীপাট দর্শন।

স্থান-পরিচয়,—

হুগলি জেলায় মাহেশ গ্রাম। ইহার থানা শ্রীরামপুর ও শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর ৩নং ওয়ার্ডভুক্ত। গঙ্গার উপরেই। ই, আই, আর, হাবড়া হইতে ১২ মাইল উত্তরে শ্রীরামপুর ষ্টেসনে নামিয়া দেড় মাইল পথ দক্ষিণে আসিলেই শ্রীমন্দির। ভাড়া ৵৫ পয়সা। ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। পুরাতন মন্দির গঙ্গাগর্ভে। : বর্ত্তমান শ্রীমন্দির গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরেই। এই গ্রামের দক্ষিণ গায় আকনা

(১) বৈষ্ণব শাস্ত্রে নিম্নলিখিত কমলাকর বা কমলাকান্ত নামা ভক্তের উল্লেখ আছে :—

(ক) কমলাকান্ত বিশ্বাস, অদ্বৈত প্রভুর কর্ম্মচারী ও সেবক। চরি:, আ:—১২।

(খ) কমলাকান্ত কর। নরোত্তমশিষ্য। প্রেমবিলাস—২০।

(গ) কমলাকান্ত। প্রভুর সহপাঠী। ভক্তিরত্নাকর—১২ তরঙ্গ।

(ঘ) কমলাকান্ত। শ্রীচৈতন্য শাখা, চরিতামৃত=আদি ১০।

(ঙ) কমলাকর দ্বিজ। শ্রীচৈতন্যশাখা, চরিতামৃত—মধ্য ১০।

(চ) কমলাকর বৈদ্য। লোচন দাসের পিতা।

(ছ) কমলাকর দাস ঠাকুর। অভিরাম-শিষ্য। পাটপর্য্যটন।

গ্রাম। এজন্য "আকনা-মাহেশ" বলিয়া পূর্ব্বে খ্যাত ছিল। কবি বিপ্রদাসের গ্রন্থে মাহেশের উল্লেখ আছে। মাহেশে শ্রীজগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ইহা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।

দর্শনীয় স্থান :—মন্দিরটী বৃহৎ এবং সুদৃশ্য। প্রাঙ্গণটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। একটী বৃহৎ টগর ফুলের গাছ মন্দিরের উত্তরে আছে; রাশি রাশি শ্বেত ফুলে স্থানটীকে আলোকিত করিয়া রাখে। মন্দির, নাটমন্দির, ভোগমন্দির, স্নানবেদী প্রভৃতি ইংরাজি ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতার স্বর্গীয় নয়ানচাঁদ মল্লিক মহাশয় সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের উত্তরাংশে বিস্তৃত ময়দানের উপর স্নানবেদী। মাহেশের রথযাত্রা এবং স্নান-যাত্রা পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত উৎসব। এই রথোৎসবে পূর্ব্বে সমুদয় গোপালগণ একত্রিত হইতেন বলিয়া শুনা যায়। ঐ কারণেই মাহেশের রথ-যাত্রাকে "দ্বাদশ গোপালের" পার্ব্বণ বলে।

শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবী বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশিলা ও অন্যান্য শ্রীমূর্ত্তিও আছে। এই স্থানে আসিলে অনেকগুলি বৈষ্ণব তীর্থ দর্শন হয়। মাহেশের অর্দ্ধ মাইল উত্তরে শ্রীরুদ্র পণ্ডিতের শ্রীপাট বল্লভপুর, তথা হইতে দেড় মাইল উত্তরে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের শ্রীপাট চাতরা গ্রাম। এবং মাহেশের পরপারে দক্ষিণ দিকে প্রসিদ্ধ শ্রীপাট খড়দহ। খড়দহের দক্ষিণ সীমায় শ্রীগোবিন্দ দত্তের শ্রীপাট সুখচর গ্রাম। সুখচরের দক্ষিণ সীমায় শ্রীরাম পণ্ডিতের শ্রীপাট পানিহাটী গ্রাম। পানিহাটী হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে শ্রীদাস গদাধরের শ্রীপাট এঁড়িয়াদহ গ্রাম। তথা হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে শ্রীভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাট বরাহনগর। খড়দহ হইতে পূর্ব্বদিকে ১ ক্রোশ অতিক্রম করিলে শ্রীমধু পণ্ডিতের শ্রীপাট সাঁইবোনা গ্রাম।

## শ্রীমৎ কমলাকর পিপলাই প্রসঙ্গ।

গত ১৩২৮ বৈশাখ সংখ্যার "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক" পত্রিকায় ইহাঁর সম্বন্ধে আমরা যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—(১)

"শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে দেখিতে পাই :—

প্রেমের উন্মাদ বড় কমলাকর পিপলাই।
নিজ অঙ্গ কাটে তবু বাহ্যজ্ঞান নাই॥

(জয়ানন্দ, উত্তর খণ্ড, ১৫১ পৃঃ)।

"ইনি দ্বাদশ গোপালের মধ্যে ব্রজের মহাবল গোপাল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা এবং সহচর। সুন্দরবনের নিকট খালিজুলি নামক গ্রাম হইতে আগমন করতঃ মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা প্রকাশ করেন। (২) গৌরগণোদ্দেশে (৩) এবং শ্রীচরিতামৃতে ইহাঁর নাম

---

(১) এই প্রবন্ধের বহু উপকরণ ও বংশতালিকা শ্রীল কমলাকর হইতে ১৪শ অধস্তন বংশধর মাহেশনিবাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায়েত শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস অধিকারী মহাশয় তাঁহাদের প্রাচীন কাগজ পত্র হইতে বহু অনুসন্ধান করতঃ গত ১৩২১ মাঘ মাসে আমাকে দিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

(২) বৈষ্ণব আচারদর্পণে,—

মহাবল গোপাল যে ছিল বৃন্দাবনে।
কমলাকর পিপলাই সেই সে এখানে॥
দিবা রাত্র করে রাধাকৃষ্ণ গুণগান।
নিত্যানন্দ প্রভু শাখা বৈষ্ণবের প্রাণ॥
গঙ্গার পশ্চিম তীরে মাহেশে রহিল।
জগন্নাথ প্রতিমূর্ত্তি করি সেবা কৈল॥

(৩) কমলাকর পিপলাই নাম্নাসীদ্যো মহাবলঃ॥ ১২৮ শ্লোক।

উল্লেখ আছে। বৈষ্ণববন্দনায় ইহাঁর নাম উল্লেখের পরই আর এক কমলাকর ঠাকুরের নাম পাওয়া যায় (১)।

বৈষ্ণব গ্রন্থের অনেক স্থানেই ইহাঁর নাম থাকিলেও বিশেষ কোন বিবরণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না (২)।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে,—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কমলাকরকে পানিহাটী গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে সপ্তগ্রাম প্রদানের কথা আছে। অনুমান, ইহা প্রেম প্রচারার্থ স্থান নির্দ্দেশ।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু যখন পানিহাটীতে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর

---

(১) "পিপলাই ঠাকুর বন্দো বাল্যভাবে ভোলা।" পরে—
"তবে বন্দো ঠাকুর কমলাকর দাস।" বৃন্দাবন দাসকৃত বৈষ্ণববন্দনা।

(২) পাটপর্য্যটনে :—

"আকনা মাহেশে জন্ম জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপলাই এই সে নিশ্চিতি॥
কমলাকর মহাবল পূর্ব্বনাম হয়।"

(বংশধরগণের মতে মাহেশে জন্ম নহে। আর জাগেশ্বর বোধ হয় লিপিকরের ভ্রম। জগন্নাথে হইতেও পারে।)

অনন্তসংহিতায় :—

"কমলাকর পিপলাই পূর্ব্বখ্যাতো মহাবলঃ।"

চৈতন্যসঙ্গীতায় :—

মহাবল আকনা মাহেশে কৈল ধাম।
তথায় কমলাকর পিপলাই নাম॥

ভক্তমালে:—

"কমলাকর পিপলাই যেহি মহাবল॥"

বৈষ্ণববন্দনায়— (দৈবকীনন্দনকৃত)

কমলাকর পিপলাই বন্দো ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী॥

"দণ্ডমহোৎসব" করেন, তখন ইনি উপস্থিত ছিলেন। খেতুরীর উৎসবেও ইহাঁর নাম আছে। তাহার পর আর কোন সংবাদ বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। তবে ইনি শেষ জীবনে স্বীয় কন্যাকে শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভুকে সম্প্রদান করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন ও তথায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, তাহা "বৈষ্ণবাচারদর্পণ" হইতে জানা যায়। যথা—

নারায়ণী কন্যা বীরভদ্রে সমর্পিয়া।
সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল যাঁর বৃন্দাবনে গিয়া॥

প্রভু বীরচন্দ্রের বিবাহ বা ভার্য্যার বিষয়ে তিন চারিটী বিভিন্ন মত আছে। "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার" গ্রন্থে (৩য় স্তবকে ১৬ পৃঃ) দেখিতে পাই;—কমলাকর পিপলায়ের এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম শ্রীমতী বিদ্যুন্মালা দেবী। ইহাঁর স্বামীর নাম সুধাময়। ইহাঁর নিবাস মাহেশে এবং ইনি পরম ভক্ত।

---

চরিতামৃতে—আদি ১০ম।

মাধব আচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন॥

বৈষ্ণব আচারদর্পণে, (ভিন্নমতে—৩৫২ পৃঃ)—কমলাকর পিপলাইকে—স্তোককৃষ্ণ সখা বলা হইয়াছে।

দ্বাদশ পাটনির্ণয়ে আছে,—

নবদ্বীপে কমলাকর পিপলাই।

বৃন্দাবন দাসঠাকুরকৃত বৈষ্ণববন্দনায় ইহাকে বসুদাম গোপাল বলা হইয়াছে—

পণ্ডিত কমলাকর পরম উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্ত গ্রাম॥
বসুদাম করি যাঁরে পুরাণে কহিল।
কমলাকর সেই বস্তু সকলে জানিল॥ ইত্যাদি

মাহেশনিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধচিত্ত।
বিষ্ণু বৈষ্ণব পূজা তাঁর নিত্য কৃত্য ॥
সুধাময় নাম পিপলায়ের জামাতা।
বিদ্যুন্মালা নাম হয় তাঁহার বনিতা ॥

ইহাঁরা ৺পুরীধামে সমুদ্র হইতে নারায়ণী নাম্নী এক কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন এবং বীরচন্দ্র প্রভু পুরীধামে গমন করিলে উক্ত কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ প্রদান করেন।

আরও কমলাকর পিপলায়ের জামাতার 'সুধাময়' নামের পরিবর্ত্তে যদুনন্দন নামও দেখিতে পাই। যথা :—

"শ্রীযদুনন্দন, শুদ্ধচিত্ত হন, নানাবিধ গুণালয়।
ভার্য্যা বিদ্যুন্মালা, লক্ষ্মীসম লীলা, পিতা যার পিপলাই ॥
মাহেশে নিবাস, জগন্নাথে আশ, অন্য আশা কিছু নাই।
শ্রীকমলাকর, যাহার শ্বশুর, জামতা যদুনন্দন ॥"

কমলাকর-বংশীয়গণ আবার ভিন্নরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন :— "কমলাকরের কন্যার নাম রাধারাণী এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যার নাম রমাদেবী। দুই ভ্রাতার দুই কন্যাকে খড়দহের প্রসিদ্ধ কুলিন কামদেব পণ্ডিত ও যোগেশ্বর পণ্ডিতদ্বয় বিবাহ করেন।

খড়দহের স্বনামখ্যাত কামদেব পণ্ডিতকে অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া উল্লেখ করেন। "গৌর-চরিত-চিন্তামণি" গ্রন্থে (বিষ্ণুপ্রিয়াখণ্ড, ২৪৩ পৃঃ) বৈষ্ণব-বন্দনায় এক কামদেব নাম আছে। অধিকন্তু শ্রীচরিতামৃত আদি ১২ পরিচ্ছেদে 'কামদেব' নাম আছে। প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের পাদ-টীকায় আছে,—"ইনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, খড়দহের কুলিনশ্রেষ্ঠ [illegible]কামদেব পণ্ডিত।" শ্রীপাট খড়দহের পুরাতন রাসমন্দিরের নিকট কামদেবের

জন্মস্থান ছিল। এবং কামদেবের প্রপৌত্র চাঁদশর্ম্মার স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের মন্দির অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়।

এই ৺রাধাকান্ত শ্রীবিগ্রহ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ছিলেন। চাঁদ শর্ম্মা যশোর নগরে উক্ত রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন। মানসিংহ যখন যশোর নগর ছারখার করিয়া প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করতঃ দিল্লী লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় নগরবাসী প্রাণভয়ে কে কোথায় পলাইয়া গেল। এমন অবস্থায় উক্ত শ্রীবিগ্রহের সেবা হইতেছে না দেখিয়া ভক্ত চাঁদশর্ম্মার প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইতে থাকে, তাই তিনি শ্রীবিগ্রহকে বক্ষে করিয়া পলাইয়া আসেন ও স্বগ্রাম খড়দহে স্থাপিত করেন। "সাহিত্য" পত্রিকায় (১৩২৭, ফাল্গুন, চৈত্র সংখ্যায়-৭০৭ পৃঃ) কামদেব পণ্ডিত হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, মহাশয় "চৈতন্য ও নিত্যানন্দ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

* * * কমলাকর আবার উক্ত কামদেব ও যোগেশ্বর পণ্ডিতের শ্বশুর ছিলেন।—যোগেশ্বর ও বিশেষত তদনুজ কামদেব সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক শ্বশুর কমলাকরকে অনুরোধ করিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে খড়দহে আনয়ন করেন। * * *

তত্ত্বদর্শী কামদেব পণ্ডিত আপনার যজ্ঞোপবীত হইতে নিত্যানন্দকে ত্রিসূত্র দান করিয়া তাঁহাকে লৌকিক সমাজভুক্ত করিয়া খড়দহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। * * *

আরও ইহাঁর মতে উক্ত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ কামদেব-প্রতিষ্ঠিত। খড়দহের কুলিনপাড়ায় শিরোমণি মহাশয়েরা উক্ত চাঁদশর্ম্মার বংশধর। শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবায়েত-বংশের তালিকা,—

কামদেব পণ্ডিত

|

শ্রীধর (এবং অন্য ১০পুত্র)
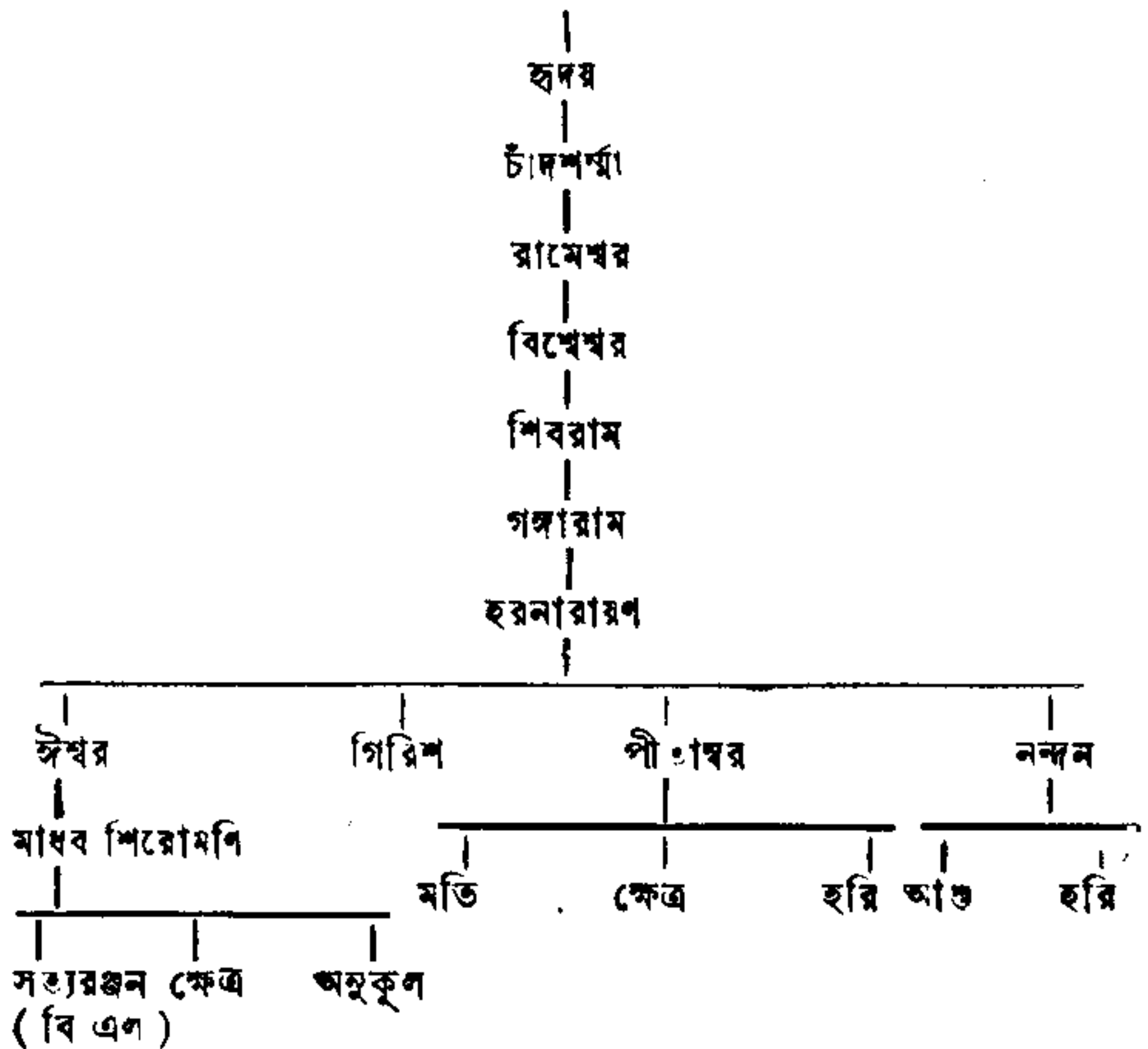
## মাহেশের কমলাকরবংশীয় অধিকারী মহাশয়দের প্রদত্ত বিবরণ

১৪১৪ শকাব্দে বা বাঙ্গলা ৮৯৯ সালে সুন্দরবনের নিকট খাল্‌জুলি গ্রামে শ্রীল কমলাকর পিপ্‌লায়ের জন্ম হয়। ইনি শুদ্ধ শোত্রিয় রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বাৎস্য গোত্র, পঞ্চ প্রবর। ইনি বিশেষ ধনী জমিদারের পুত্র ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নিধিপতি।

প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ধ্রুবানন্দ নামক জনৈক বৈরাগ্যধর্ম্মী ভক্ত পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ৺পুরীধামে উপনীত হন। (শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখাতে এক ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর নাম পাওয়া যায়।

তিনি ব্রজলীলায় ললিতা সখী ছিলেন। ) এবং জগন্নাথ দেবকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করাইবেন, এই প্রবল বাসনা হয়। কিন্তু সেবকগণ এরূপ নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে না দিলে তিনি ব্যথিত প্রাণে অনাহারে পড়িয়া থাকেন, পরে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন—"মাহেশে জাহ্নবী-তীরে তুমি আমাকে পাইবে ও মনের সাধে সেবা করিবে।"

ধ্রুবানন্দ বাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ মাহেশের বনভূমিতে আগমন করেন। এবং পুনরায় আদেশ প্রাপ্ত হন ও গঙ্গার তীরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীবিগ্রহ ভাসমান অবস্থায় দেখিতে পান। সেই হইতে বঙ্গদেশে প্রথম জগন্নাথ মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। ধ্রুবানন্দ মনের সাধে শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে করিতে বৃদ্ধ হইলে কাহার হাতে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীবিগ্রহকে দিয়া যাইবেন, ভাবিতেছেন—এমন সময়ে আদেশ হয়, "কমলাকরনামা আমার এক ভক্ত আসিতেছে। তাহাকে তুমি সেবাভার অর্পণ কর।"

পরদিন প্রাতে ( ১৪৫৪ শকাব্দে ) কমলাকর মাহেশে উপনীত হইলে ধ্রুবানন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রেমালিঙ্গন করত শ্রীবিগ্রহের সমুদয় ভার কমলাকরকে অর্পণ করিয়া আনন্দময় ধামে চলিয়া যান।

কমলাকর বৈরাগ্য গ্রহণ করতঃ পরিজনবর্গকে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ জন্য আত্মীয় স্বজন তাঁহার জন্য কাতর হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে মাহেশে আসিয়া তাঁহাকে দেবসেবায় নিযুক্ত দেখিতে পান।—কনিষ্ঠ ভ্রাতা বহু সাধ্য সাধনায় যখন জ্যেষ্ঠ কমলাকরের মন পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তখন স্বগ্রাম খালিজুলি হইতে তিনিও যাবতীয় পরিজনবর্গ লইয়া মাহেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গে পুরোহিত চণ্ডিবর ঠাকুর এবং নাপিত ও অনেক-গুলি ভদ্র প্রজাও মাহেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

কমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ, কন্যার নাম রাধারাণী এবং ভ্রাতা নিধিপতির কন্যার নাম রমাদেবী। যথাসময়ে কন্যাদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উভয় ভ্রাতা চিন্তান্বিত হন, কিন্তু ভক্তের মনোবেদনা বুঝিতে পারিয়া ভগবান্ উপযুক্ত পাত্র ঠিক করিয়া দেন। খড়দহের প্রসিদ্ধ নবগুণ-সম্পন্ন কুলীন কামদেব পণ্ডিত ও যোগেশ্বর পণ্ডিতদ্বয়কে কন্যা সম্প্রদান করা হয়।

কমলাকর ১৪৮৫ শকাব্দে বা ৯৭০ সালে ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বধাম গমন করেন।

বংশধরগণের নিকট এই মাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহার গৌরবে কমলাকরের গৌরব, সেই মহাপ্রভু বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত কমলাকরের মিলনাদি সম্বন্ধে ইহাঁরা কোন কথাই বলেন নাই। আরও অবগত হওয়া যায় :—

কমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ। ইহাঁর দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ। নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দের পুত্র রাজীব-লোচন। এই রাজীবলোচনের সময় দেবসেবার অর্থের অপ্রতুল হয়। কথিত আছে, কোন কারণে ঢাকার নবাব খানে ওয়ালিস শা বাঙ্গলা ১০৬০ সালে শ্রীজগন্নাথ দেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন। মাহেশের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ঐ সমস্ত জমি এখনও আছে। অধিকন্তু ঐ জমি বা মৌজার নাম জগন্নাথপুর ১।

---

১। "শ্রীরাধাবল্লভ ও জগন্নাথ দেবের অমিয় কাহিনী" গ্রন্থে ৩১ পৃঃ জানা যায়, মুর্শিদাবাদের কোনও নবাব নদীবক্ষে বিপন্ন হইয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। এ জন্য তিনি জগন্নাথ দেবের সেবার জন্য মৌজা জগন্নাথপুরে ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন।

১৮৯১ খৃঃ অঃ হুগলীর তৃতীয় সবজজের আদালতে জগন্নাথপুরের ভূসম্পত্তি

কিছুকাল পরে পানিহাটীর জমিদার ৺গৌরীচরণ রায় চৌধুরী যখন নবাবের দাওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন উক্ত জগন্নাথপুর তৌজীকে নিষ্কর করিবার জন্য চুণাখালি পরগণার উপর উহার করভার চাপাইয়া দিয়া ভার্জ্জাই দেবোত্তর করিয়া দেন।

প্রাচীন মন্দির ৺গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী স্বর্গীয় নয়ানচাঁদ মল্লিক ১২৭২ সালে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং জগন্নাথ দেবের প্রণামী স্বরূপ ২০ হাজার টাকা অর্পণ করেন।

---

সম্বন্ধে ৫৫নং মকর্দ্দমার বিবরণীতে ঐ নবাবী দানের বিষয় লিখিত আছে। মৌজা জগন্নাথপুরের পরগনা বোরো, সরকার সাতগাঁ, চাকলা হুগলী। বর্ত্তমানে জগন্নাথ-পুর নিষ্কর তালুক। উহা হুগলী কালেক্টরীর ৭৫৫নং তৌজিভুক্ত।

উক্ত গ্রন্থকার বলেন :—"বাঙ্গলার ইতিহাসে খানে ওয়ালিস খাঁ নামে কোন নবাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ১০৬০ সাল হইলে সে সময়ে বাঙ্গলার নবাব সুলতান সুজা।" ইহার পরে ইনি বলেন, যাহা হউক, জগন্নাথপুর যে দেব ও অতিথি সেবার জন্য নবাবদত্ত তালুক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (৩৩ পৃঃ)

উক্ত গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় জানা যায়, কমলাকর মহাশয় নবদ্বীপে সার্ব্বভৌমের টোলে শ্রীনিমাইর সঙ্গে পাঠ করিতেন। আবার নিমাই পণ্ডিতের টোলেও পাঠের কথা আছে। কিন্তু বৈষ্ণব গ্রন্থে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রভুর সহপাঠী কমলাকর এই পিপ্‌লাই কমলাকর হইতে ভিন্ন ভক্ত।

শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য-প্রণীত "জগন্নাথচরিতবর্ণন" নামক গ্রন্থে কমলাকরের প্রসঙ্গ আছে।

মাহেশের জগন্নাথ দেব ও কমলাকর সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের পাদরীদের প্রকাশিত "বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" পুস্তকে এবং কলিকাতা রিভিউ, হুগলী গেজেটিয়ারে, ও ক্রফোর্ড সাহেবকৃত "A Brif sketch of the Hoogli District" পুস্তকে এবং ভোলানাথ চন্দ্রকৃত "Travels of a Hindu" পুস্তকে উপরোক্ত কথাই নানাভাবে বর্ণিত আছে।

দুঃখের বিষয়, তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। ৺নয়ানচাঁদ মল্লিক মহাশয়ের পুত্র নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক দ্বয় উক্ত বিশ হাজার টাকার মধ্যে ৫ হাজার রিসিভারে জমা দেন ও বাকি টাকার জমি জমা খরিদ করিয়া দিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু জমি খরিদ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত টাকার সুদ বরাবরই প্রদান করিতেন; মধ্যে বন্ধ করেন, পুনরায় ১৩২০ সন হইতে দিতেছেন।

নিমাই মল্লিক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ৺পুরীধামে জগন্নাথ দেবকে দিবার জন্য বহুমূল্যের দুইখানি স্বর্ণহস্ত লইয়া গমন করিতে করিতে পথি-মধ্যে তিনি স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন, পুরীতে না দিয়া মাহেশে শ্রীশ্রীবলভদ্রকে এই স্বর্ণহস্ত পরাইলেই আমার সন্তোষ হইবে। এই আদেশে উক্ত পুণ্যবতী রমণী পুরীর পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শ্রীবলভদ্রের অঙ্গে স্বর্ণহস্ত প্রদান করেন।

জগন্নাথদেবের খেচরান্ন ভোগের জন্য ইনি মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন। ইঁহার পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত সে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান বংশধরগণ আর প্রদান করেন না। (১)

শ্রীজগন্নাথ দেবের রথখানি শ্যামবাজারনিবাসী দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু

---

(২) নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পরে তৎপুত্র দেওয়ান গুরুচরণ বসু পুরাতন রথ জীর্ণ হইলে নবরথ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১২৬০ সালে দৈবগতিকে রথখানি ভস্মীভূত হইলে গুরুচরণ বাবুর পুত্র কালাচাঁদ বসু রায় বাহাদুর পুনরায় রথ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পরে উহাও অযোগ্য হইলে তৎপুত্র বিশ্বম্ভর বসু রথ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু ১২৯২ সালে পুনরায় রথখানি দগ্ধ হইলে বিশ্বম্ভর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয় প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে বৃহৎ লৌহনির্ম্মিত রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বে রথযাত্রার সময়ে মাহেশ হইতে শ্রীপাট বল্লভপুরে শ্রীল রুদ্র পণ্ডিতের দেবালয়ে শ্রীবিগ্রহ ৺রাধাবল্লব জীর নিকটে শ্রীজগন্নাথ দেব গমন করিতেন। ১২৬২ সাল হইতে উভয় সেবায়েত মধ্যে মনোমালিন্য ও মকদ্দমা হওয়ায় এই বহু প্রাচীন প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এজন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কুঞ্জবাটী বা গুঞ্জাবাটীর আবশ্যক হইলে—উপরিউক্ত নয়ানচাঁদ মল্লিকবংশীয়া রঙ্গময়ী দাসী ১২৬৪ সালে মাহেশ হইতে এক পোয়া দূরে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরেই সুন্দর গুঞ্জাবাটী নির্ম্মাণ ও তাহাতে শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতঃ জগন্নাথ দেবকে অর্পণ করিয়াছেন।

এই মল্লিকবংশীয়গণ জগন্নাথদেবকে বিস্তর অলঙ্কারাদি দিয়াছিলেন। কিন্তু সেবায়েৎগণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁহারা নিজেদের নিকট

২।

রাখিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে পর্ব্বাদি উপলক্ষে শ্রীরামপুরের দে বাবুদের গৃহ হইতে অলঙ্কার আনিয়া শ্রীবিগ্রহকে সজ্জিত করা হয়।

পিপলাই মহাশয়ের বংশধরগণের উপাধি চক্রবর্ত্তী এবং "অধিকারী" নামে খ্যাত। এখানে কমলাকরের কোন সমাধি নাই।

আবির্ভাবকাল—বংশধরগণের মতে ১৪১৪ শকে জন্ম, ১৪৫৫ শকে মাহেশে আগমন এবং ১৪৮৫ শকে চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীতে তিরোভাব। (১)

---

## ( ৬ষ্ঠ গোপাল ) শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর।

ব্রজের সুবাহুসখা। ( বৈশ্য, সুবর্ণবণিক্‌কুলোজ্জলকারী )

শ্রীপাট সপ্তগ্রাম। হুগলী।

আবির্ভাব—১৪০৩ শকাব্দ, তিরোভাব—১৪৬১ শক।

মার্গশীর্ষ, কৃষ্ণা একাদশীতে উৎসব।

১৩২৮। ১৮ই ফাল্গুন দর্শন-সৌভাগ্য।

স্থান-পরিচয়।—

হুগলীজেলায় সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ। ই আই আর রেলের ত্রিশবিঘা ষ্টেসনের ( হাওড়া হইতে ২৭ মাইল, ভাড়া ।৵১৫ ) পশ্চিমে এক পোয়া পথ, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে এবং প্রসিদ্ধ সরস্বতী নদীর নিকটে।

---

( ১ ) বৈষ্ণবগ্রন্থে জানা যায়, ১৪৩৯ শকাব্দের পানিহাটীর দণ্ডমহোৎসবে ও ১৫০৪ শকাব্দের খেতুরীর উৎসবে ইহাঁর নাম রহিয়াছে। পানিহাটীর উৎসবের পরেতে মাহেশে আগমন বা শ্রীপাট স্থাপন ইহা ঠিক। কিন্তু তিরোভাব সম্বন্ধে বিশেষ মতানৈক্য হইতেছে, ১৫০৪ শকে ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে খেতুরীতে উপস্থিত। বংশধরগণের মতে ১৪৮৫ শকে ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমে তিরোভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমাত্র মহাপ্রভুর জন্ম সন ব্যতিরেকে আর কাহারও সময় নির্ভুল নহে। এজন্য বংশধরগণের প্রাচীন কাগজের মতই প্রথমে দিয়াছি।

বাণ্ডেল কাটোয়া রেলের বংশবাটী ষ্টেসন হইতে দেড় মাইল পথ। পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়ে, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর ও শঙ্খনগর, এই সাতটী গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত। বর্ত্তমানে লোকশূন্য চতুর্দ্দিকে জঙ্গল। সামান্য কৃষিজীবীর বাস।

বহু কাল হইতে সপ্তগ্রাম রাজকীয় বন্দরের পদাভিষিক্ত ছিল। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে জাহ্নবীস্রোত সপ্তগ্রাম হইয়া আন্দুলের নিকট যাইয়া বহির্গত হইত। এই সরস্বতী যে একদিন বিশালদেহা ও পরাক্রমশালিনী ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে নদী ভরাট হইতে আরম্ভ হইয়া সপ্তগ্রামের পতন আরম্ভ হয়। এখনও নদীগর্ভে নৌকা ও জাহাজের ভগ্নাবশিষ্ট ও লৌহশৃঙ্খলাদি এবং বৃহৎ বৃহৎ মাস্তুলাদি পাওয়া যায়। এই মহানগরীতে পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধিশালী ১৫০০ ঘর সুবর্ণবণিক্ ও ১৩০০ ঘর অপরাপর ব্যবসায়ী জাতির বাস ছিল। ইহার উপকূলে ক্ষুদ্র বৃহৎ নৌকারাজি ঘনবিন্যস্ত থাকিয়া শোভা সম্পাদন করিত এবং বণিক্‌গণের বাণিজ্যালয়, দেবালয় সকলের উন্নত মস্তক নদীতট পরিশোভিত করিত। রাজপথ সকল জনতাপূর্ণ থাকিয়া চলাচল কষ্টসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত। হায়! আজ সেই সপ্তগ্রাম কালের বিচিত্র গতিতে জনমানবশূন্য মহারণ্য সম পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

সপ্তগ্রামের সেই প্রাচীন সুখসমৃদ্ধির কাহিনী দেশ বিদেশের নানা গ্রন্থে বর্ণিত আছে। শিক্ষিত পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে আমরা বেশি কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

দর্শনীয় স্থান :—শ্রীমন্দির সাধারণ গৃহাকারের, উহার মধ্যে—

| শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ | শ্রীশ্রীষড়ভুজ মহাপ্রভু | শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ |
|---|---|---|
| শ্রীমতী | শ্রীশ্রীগোপীনাথ | শ্রীমতী |

তিনটী গোপাল এবং দশটী শিলা শ্রীবিগ্রহগণ আছেন। বেদীর গায়ে খোদিত আছে :—

প্রসাদদাস বড়াল, সাক্ষীগোপাল বড়াল, নিতাইচরণ বড়াল, হরলাল বড়াল।

দত্তঠাকুরবংশীয় হুগলী বাঁশবেড়িয়া ৺জগমোহন দত্ত মহাশয়ের বহুকালের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সকলের মধ্যে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের দারুময় শ্রীমূর্ত্তিও সেবিত হইতেন। তাহা হইতে ফটো চিত্র তুলিয়া শ্রীপাটে সেবা হইতেছে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে দত্তঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

দত্তঠাকুরের পূজিত শ্রীশালগ্রাম শিলা বর্ত্তমানে হুগলী বাঁশবেড়িয়া শ্রীনাথ দত্তের বাটীতে সেবিত হইতেছেন। শ্রীষড়ভুজ মূর্ত্তিই আদি বিগ্রহ। দত্তঠাকুর ইঁহাকে স্বহস্তে সেবা করিতেন। বহুদিন পরে জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ৺গোপীনাথ জীউ দীননাথ দের স্থাপিত।

দেবালয়ের সম্মুখে নাটমন্দির, তাহাতে সুবর্ণবণিক্ সমাজের হিতৈষিগণের উদ্দেশে অনেকগুলি প্রস্তরফলক আছে।

মাধবী লতা :—

এই মাধবীকুঞ্জে শ্রীনিত্যানন্দ রায় বিশ্রাম করতঃ শ্রীবৃন্দাবন লীলা আস্বাদ করিতেন। প্রবাদ, ১৪৩৮ শকের চৈত্র মাসে একদিন উদ্ধারণের মহিমা প্রচারার্থে একটী ডাইলের কাটি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণকে প্রোথিত করিতে বলেন, তাহাতেই এই মনোমুগ্ধকর মাধবী লতাটী হইয়াছিল। লতাতল সুন্দর ভাবে বাঁধান। প্রবাদ, এই স্থানে বিশ্রাম করিলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপালাভ হয়।

নামব্রহ্ম মন্দির দেবালয়ের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। ১৩১৩ সনে চন্দননগরনিবাসী শ্রীনিত্যকিঙ্কর শীল মহাশয় চারি যুগের চারি নাম মহামন্ত্র প্রস্তরফলকে অঙ্কিত করিয়া একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

নূপুর কুণ্ড দেবালয়ের পশ্চিম দিকে। প্রবাদ, এই পুষ্করিণীতে জলকেলি করিতে করিতে শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীচরণের নূপুর স্খলিত হইয়া পড়ে। তদবধি ঐ আখ্যা হইয়াছে। এই স্থানের পবিত্র বারি ভক্তগণ মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন।

ইহা ব্যতিরেকে দেবালয় হইতে সামান্য দূরে প্রাচীন কালের মসজীদ ও সমাধিদণ্ড এবং ভগ্ন দুর্গ ও বণিক্‌দিগের গৃহের পোস্তা দেখা যায়। সরস্বতী নদীর পোল এবং সেই স্থানের দৃশ্য অতীব মনোহর। মসজীদে আরবী ভাষায় খোদিত কোরানের শ্লোক আছে। গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এক্ষণে সযত্নে রক্ষিত।

দেবালয়ের প্রায় এক পোয়া দক্ষিণে, কৃষ্ণপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্মভূমি। এবং আরও ১॥০ ক্রোশ দক্ষিণে ভোদো গ্রামে ঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট। পরে বিবরণ দিব।

দেবালয়ের ব্যবস্থা, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাবের পর হইতে সিদ্ধ বৈষ্ণব দ্বারাই শ্রীপাটের সেবা চলিত। ক্রমে ক্রমে দেবসেবার অর্থের অপ্রতুল হইলে ১২৮৩ সালে চৈত্র মাসে বৈষ্ণবপ্রবর ৺নিতাই-দাস বৈরাগী বহু কষ্টে শ্রীপাটের জন্য বার বিঘা জমি সংগ্রহ করেন। ঐ সময়ে বেগমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ দে মহাশয় শ্রীশ্রী৺গোপী-নাথ বিগ্রহ স্থাপিত করেন। শ্রীপাটের উন্নতির জন্য বাঁশবেড়ে-

নিবাসী পূজ্যপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় এবং নিকটস্থ ভদ্র মহোদয়গণ বিস্তর চেষ্টা করিতেন। ৺মধুসূদন দত্ত মহাশয় মন্দিরাদি সংস্কার করিয়া মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন। পরে তত্ত্বাবধারকগণের পরলোক গমন হইলে শ্রীপাট একেবারে নষ্ট হইতে বসে। এজন্য গত ১৩০৬ সালের ১লা মাঘ তারিখে সুবর্ণবণিক্‌গণ একটী বিরাট জাতীয় সভা আহ্বান করতঃ শ্রীপাটের চমৎকার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন ও অদ্যাবধি করিতেছেন। হুগলীর ভূতপূর্ব্ব সবজজ বলরাম মল্লিক মহাশয় এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বর্ত্তমানে সেবার বন্দোবস্ত বড়ই সুন্দর। তবে বিদেশীয় দর্শক বা সাধু ভক্ত প্রভৃতির আগমন হইলে তাঁহাদের প্রসাদাদি পাইবার কোন সুবিধা নাই।

## বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীউদ্ধারণ প্রসঙ্গ

(ক) গণোদ্দেশে,—

সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ ॥১২৯

(খ) বৈষ্ণব আচারদর্পণে ;—

সুবাহু গোপাল ব্রজে ছিল বিরাজিত।
উদ্ধারণ দত্ত বলি এবে প্রকটিত ॥
নিত্যানন্দপ্রিয় শাখা অনন্তভকতি।
যার বংশে নিত্যানন্দ বিনা নাহি গতি ॥
ক্ষেত্র হৈতে নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌড়ে আইল।
গঙ্গাতীরে উদ্ধারণপুরে বাস কৈল ॥

(গ) পাটপর্য্যটন—

উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুরে হয় ॥

হুগলীর নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম।
উদ্ধারণ সুবাহু জানিবা পুৰ্ব্বনাম॥

(ঘ) শ্রীচৈতন্যপারিষদ-জন্মনির্ণয়ে :—

শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ।
উদ্ধারণ দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ॥ (?)

(ঙ) অনন্তসংহিতায় :—

পূৰ্ব্বদেহে সুবাহুর্য্য উদ্ধারণ মহাশয়॥

(চ) দ্বাদশ পাটনির্ণয়ে,—

উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রাম।

(ছ) চৈতন্যসঙ্গীতায়,—

সপ্তগ্রামে সুবাহুর হইল জনম।
উদ্ধারণ দত্ত নাম সৰ্ব্বসুলক্ষণ॥

(জ) দৈবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণববন্দনায়,—

উদ্ধারণ দত্ত বন্দে হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল সৰ্ব্বতীর্থ॥

(ঝ) বৃন্দাবনদাসকৃত বৈষ্ণববন্দনায়,—

পরম সাদরে বন্দোঁ দত্ত উদ্ধারণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে তীর্থ যে কৈল ভ্রমণ॥

(ঞ) ভক্তমালে,—

সুবাহু গোপাল যেঁহ উদ্ধারণ দত্ত।

(ট) বৈষ্ণব অভিধানেও নাম আছে।

(ঠ) শ্রীভাগবতে, অন্ত্য, ৬।৪৭৪,—

উদ্ধারণ দত্ত মহা বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাহার অধিকার॥

(ড) শ্রীচরিতামৃত, আদি, ১১।১০২,—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্ব ভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥

নিম্নলিখিত গ্রন্থে ইঁহাকে মহাবল সখা বলা হইয়াছে,—

(ঢ) বৃন্দাবন ঠাকুরকৃত বৈষ্ণববন্দনায়:—

উদ্ধারণ দত্ত মহা বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাঁহার অধিকার॥
মহাবল করি যারে ভাগবতে কয়।
উদ্ধারণ সেই বস্তু জানিহ নিশ্চয়॥

(ণ) বৈষ্ণব আচারের ভিন্ন মতেও ইনি মহাবল।

(ত) ভক্তকথামৃত গ্রন্থ:—

স্বামী ও স্ত্রী যথা এক আত্মা হয়।
ভক্ত ও ভগবান্ কি এক নয়।
উদ্ধারণ দত্ত ভক্ত অবতার।
ভক্তশ্রেষ্ঠ আর মহিমা অপার॥

স্বর্গীয় হারাধন দত্ত মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধে আছে(১), :—১৪০৩ শকে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মুক্ত বেণীর স্থান পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীর তিরোবর্ত্তী সপ্তগ্রামাখ্য নগরে সুবর্ণবণিক্‌কুলে শাণ্ডিল্য গোত্রে শ্রীমদুদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর আবির্ভূত হন। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, মাতার নাম ভদ্রাবতী, এবং পুত্রের নাম শ্রীনিবাস দত্ত।

শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর নিত্যগাথায় লিখিয়াছেন;—

---

(১) "জন্মভূমি" পত্রিকার প্রবন্ধ, যাহা "সুবর্ণবণিক্" নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ৯০ পৃঃ উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীকরনন্দন, দত্ত উদ্ধারণ, ভদ্রাবতী-গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতায়ের দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিত ॥
শাণ্ডিল্য প্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর, সুবর্ণবণিক্ খ্যাতি।
রাধাকৃষ্ণ-পদ, ধ্যায় অবিরত, বৈশ্যকুলে উৎপত্তি ॥
বিষয় বাণিজ্য সাংসারিক কার্য্য, মল প্রায় ত্যজ্য করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে, হইলা বিবেকাচারী ॥

( পদসমুদ্র, ৩০৪১ পদ )।

দত্ত ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ও সখা ছিলেন। ইনি বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া কাঙাল বেশে প্রভুগণের সেবক ভাবাবলম্বনে পুরীধামে থাকিতেন।

ভক্তদিগ্‌দর্শনীতে জানা যায় :—তিনি ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ৬ বৎসর নীলাচলে এবং ৬ বৎসর শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমে অর্থাৎ ১৪৬৩ শকের ( ভিন্নমতে ১৪৫৩ শকে ) মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীবৃন্দাবনের বংশীতটের নিকটে দেহ রক্ষা করেন। ঐ স্থানে তাঁহার সমাধি আছে। ইহাঁর রচিত কোন গ্রন্থ, কি পদাবলি নাই। পরন্তু পাঠের জন্য বহুবিধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখনও তাহার কিছু কিছু আছে ( উক্ত ৺হারাধন দত্তগৃহে )।

দত্ত ঠাকুরের ঊর্দ্ধ বা আদিপুরুষ ভবেশ দত্ত অযোধ্যা প্রদেশ হইতে বাণিজ্য হেতু ৯৭৫ শকাব্দে ব্রহ্মপুত্রতীরে সুবর্ণ গ্রামে আসিয়া বাস করেন ও তথায় কাঞ্জিলাল ধরের ভগিনী শ্রীমতী ভাগ্যবতীকে বিবাহ করেন। কাঞ্জিলালের পুত্রের নাম কবি উমাপতি ধর, তিনি লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন। ভবেশ দত্তের পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। ইনি

দিগ্‌বিজয়ী ছিলেন। গীতগোবিন্দের কৃষ্ণ পক্ষে এবং শিব পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া "গঙ্গা" নামে এক অদ্ভুত টীকা করিয়াছিলেন।

নীলাচল হইতে মহাপ্রভু যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রচার কার্য্যের জন্য বঙ্গে পাঠান, তখন দাস গদাধর প্রভুদ্বয়ের কথাবার্ত্তার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। গদাধর ঐ সমস্ত কথা স্বীয় পদে ব্যক্ত করিয়াছেন (?)। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আছে :—

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেই ক্ষণে।
চলিলেন গৌড় দেশে লয়ে ভক্তগণে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তাহা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মন বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের-সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তাঁর॥

একদিন শ্রীনিতাইচাঁদ পরিহাস করিয়া বলিলেন,—উদ্ধারণ! "স্কন্দপুরাণ" দেখিয়াছ?

উদ্ধারণ বলিলেন,—না প্রভু।

প্রভু—তুমিও মূর্খ, তোমার স্বজাতিও মূর্খ। কারণ, "স্কন্দপুরাণে" আছে,—

হরিনামাক্ষরং ভুক্ত ভালে গোপীমৃদাঙ্কিতম্।
তুলসীমালিকোরস্কং ন স্পৃশেয়ুর্যমোদ্ভটাঃ॥

উদ্ধারণ সেই দিন হইতে স্বজাতিবর্গের সহিত মালাতিলক ধারণ করেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সুবর্ণবণিক্‌গণের এই সব পবিত্র আচরণে ও হরিনামে গাঢ় অনুরাগ দেখিয়া :—

সপ্তগ্রামের সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বণিক্‌সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে সেবিলেন লইয়া শরণ॥
বণিক্ সভার কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥ (ভাগবত, অন্ত্য)।

পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন মহাপ্রভুর আজ্ঞায় দার পরিগ্রহ করিতে গমন করেন, তখন শ্রীউদ্ধারণও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া।
অম্বিকা নগরে যান এক ভৃত্য লইয়া॥
জাতিতে বণিক্ নাম উদ্ধারণ দত্ত।
প্রভুপারিষদ হন পরম মহত্ত্ব॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দ্বারেতে রহিয়া।
অন্তঃপুরে দত্তেরে দিলেন পাঠাইয়া॥
তিহোঁ গিয়া কহিল প্রভুর সমাচার।
শুনিয়া পণ্ডিত আসি কৈল নমস্কার॥
প্রভু কহে তোমার কাছে আসিলাম আমি।
বিবাহ করিব মোরে কন্যা দেহ তুমি॥

(বংশবিস্তার, ৫পৃঃ)।

বিবাহের পরে যখন সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—

শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করহ কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ॥

তখন :— প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি ॥
এই মত পরিবর্ত্ত রূপে পাক হয়।
শুনিয়া সভার মনে লাগিল সংশয় ॥—( ঐ. ৮পৃ; )।

ব্রাহ্মণগণ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—
তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন্ জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন নাম কোথায় বসতি ॥

ইহার উত্তরেঃ—প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি ইহার।
সুবর্ণবণিক্ দেখি করিনু স্বীকার ॥ (ঐ)।

অপিচ—

কি কহ নিত্যানন্দের জাতির পরিপাটি।
উদ্ধারণ দত্ত সোনার বেনে যার ডালে দেয় কাটি ॥

উক্ত প্রবন্ধে আরও বহু বিষয় লিখিত আছে, সমুদায় উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় জানা যায়,—

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নৈহাটীর রাজার দাওয়ান ছিলেন। (এই নৈহাটী ই বি রেলের নৈহাটী জংসন নহে, কাটোয়ার দেড় মাইল উত্তরে নৈহাটী গ্রাম)। ঐ রাজার নাম নৈ রাজা। ইঁহার জন্মস্থান ঝামটপুরের নিকট রসভাঙ্গা। ইহা ভিন্ন আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পাতাইহাট গ্রামে বাণ্ডেল কাটোয়া রেলের দাইহাট ষ্টেশনের নিকটে নৈরাজার অট্টালিকার চিহ্ন আছে। উক্ত নৈহাটী বৈষ্ণব গ্রন্থে নবহট্ট নামে খ্যাত। দত্ত ঠাকুর রাজকার্য্য উপলক্ষে যে স্থানে বাস করিতেন, অদ্যাবধিও লোকে ঐ স্থানকে উদ্ধারণপুর বলে। একটী প্রাচীন বাঁধা নিম্ববৃক্ষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, ঐ স্থানে মহাপ্রভু

একবার পদার্পণ করিয়াছিলেন। দত্তঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এই স্থানের শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ বিগ্রহ বনয়ারী আবাদের দানীশমন্দ বাহাদুরের রাজধানীতে নীত হইয়াছেন (১)। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে উদ্ধারণপুরে আগমন করেন।

ঐ দিনে ঐ স্থানেও দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে। তিন দিবসব্যাপী মেলা হয়। উদ্ধারণপুরের মন্দিরের পশ্চিম দিকে দত্ত মহাশয়ের সমাধি-বেদী এবং পূর্ব্বদিকে উক্ত প্রাচীন নিম্ববৃক্ষ। (ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী বলেন—শ্রীবৃন্দাবনে বংশীতটে ইঁহার সমাধি। ঐ সমাধির নিকটে প্রাচীন নিম্ববৃক্ষমূলে মহাপ্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন।) বর্ত্তমান মন্দিরাদি উক্ত বনয়ারী আবাদের অধিপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

এই গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণে বেণেপাড়া নামক পল্লী। অনুমান, দত্ত ঠাকুরের কুটুম্বগণ এই স্থানে বাস করিতেন। কতকগুলি বৈষ্ণব আখড়া আছে স্থানটী বড়ই মনোহর, গঙ্গার উপরে।

---

(১) বনয়ারী আবাদের বৈষ্ণবরাজপরিবার,—

শ্রীদাম দাস
|
মহারাজা নিত্যানন্দদাস। ইনি ১৭৫০খৃঃ দিল্লীর সাহ আলম কর্ত্তৃক রাজপদ পান।
|
- বনয়ারী দেব — বাং ১২৩১ দেহত্যাগ
- গোবিন্দ দেব
  - দত্তক পুত্র
    - মুকুন্দ দেব
- কিশোর দেব — বাং ১২৩১ দেহত্যাগ।
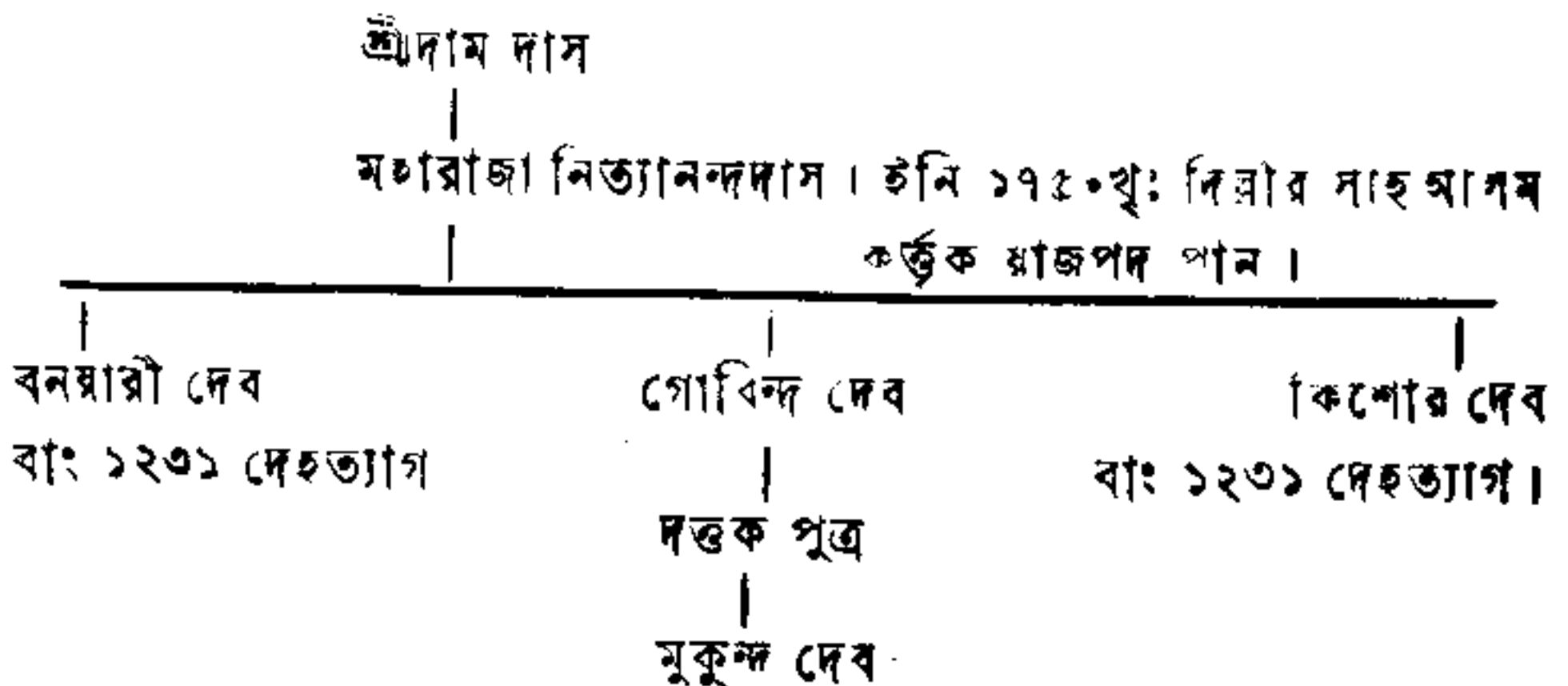
৩০।৩৫ বৎসরের উপর হইবে, বর্ষার ভাঙ্গনে গঙ্গাতীরে একটী বাঁধা ঘাট আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহা কৃষ্ণপ্রস্তরের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। এই ঘাটটী উদ্ধারণ ঠাকুরের বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। (কাটোয়ার অজয় নদ ও গঙ্গাসঙ্গম হইতে আমরা ঘাটটী দেখিতে পাইলাম।) এই গ্রামের পশ্চিম অংশে একটী প্রাচীন সেতু আছে, তাহাও প্রাচীন কালের।

জাহ্নবা দেবী ভ্রমণ সময়ে সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাটে গমন করিয়া ভক্ত উদ্ধারণের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন ;—

ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারণ ঘরে ॥
উদ্ধারণ দত্তের বাটীতে স্থিতি কৈল।
উদ্ধারণ দত্তের চরিত্র সোঙরিয়া।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া ॥

ভক্তিরত্ন', ১১।৭০৫।

গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত উদ্ধারণ দত্তের বংশীয়গণের নাম,—

চন্দ্রবংশীয় অজরথী মল্লিক [ইহাঁর সহিত উদ্ধারণ দত্তের পূর্ব্বপুরুষের বিবাহ হয়] (ভগিনী)
|
লক্ষ্মণচন্দ্র

(ভগিনী)
|
পুত্র
|
নীলাম্বর দত্ত
|
অমরচাঁদ দত্ত
|
আনন্দ দত্ত
|
ভবেশ দত্ত (৯৭৫ শকে)
(স্ত্রী ভগবতী দেবী)
|
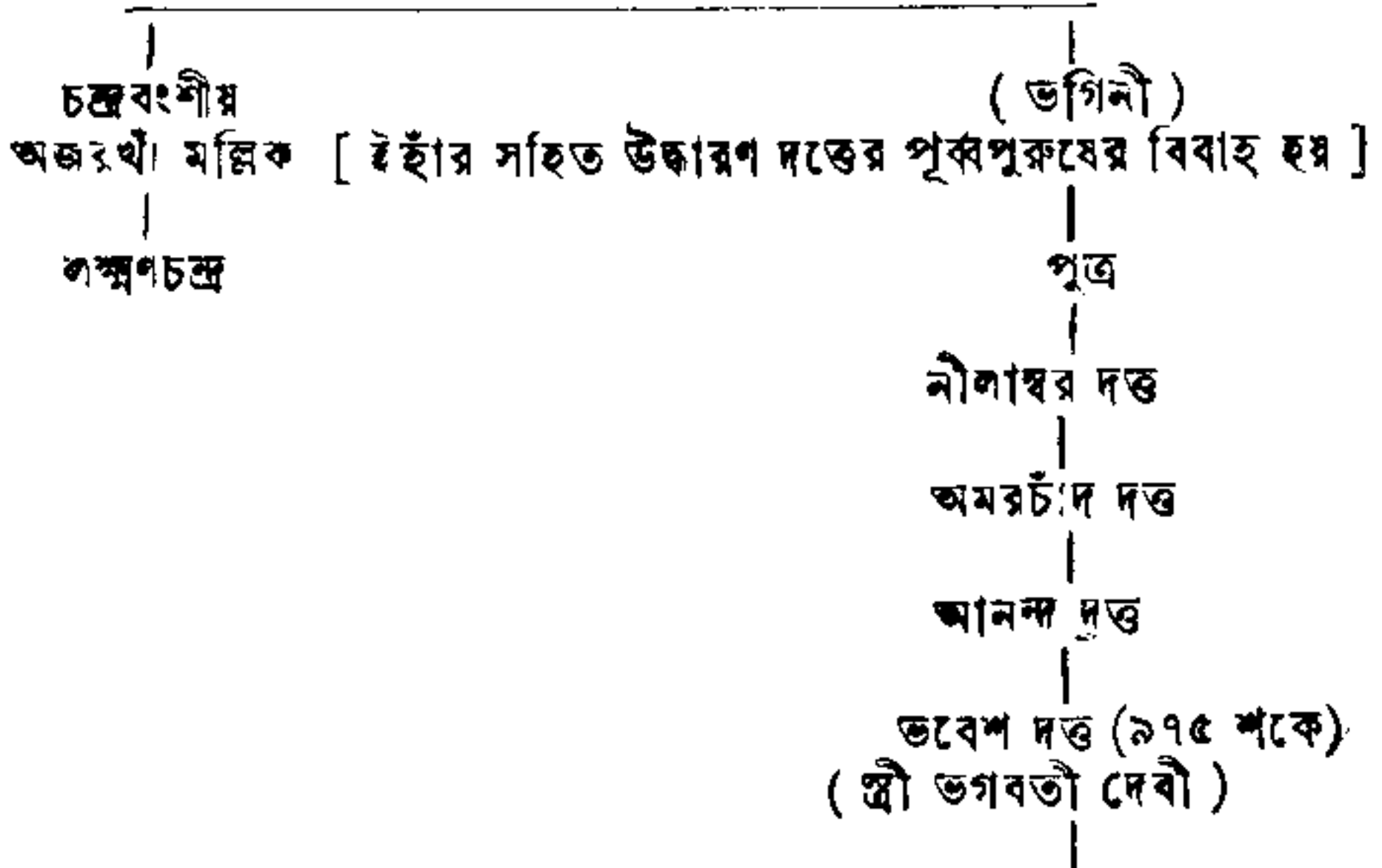
শ্রীকর দত্ত
|
শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর
|
শ্রীনিবাস দত্ত

(ক) হুগলী, বদনগঞ্জনিবাসী স্বর্গীয় হারাধন দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুরের বংশধর। ইঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ কৃপারাম সিংহ। আউল মনোহরদাস বাবাজী (যিনি ১৬০৭ শকের ২৯ পৌষ দেহ রক্ষা করেন জাহানাবাদ গোঘাটের নিকট উক্ত বদনগঞ্জ গ্রামে ইঁহার সমাধি আছে) কৃপারাম সিংহকে বিস্তর প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ দান করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপ্রিয়া, ২য় বর্ষ)।

(খ) হুগলী বালীনিবাসী ৺জগমোহন দত্ত ৺শ্রীনাথ দত্ত ও মদন দত্ত মহাশয়ও উদ্ধারণবংশীয়।

(গ) ২০নং গুলু ওস্তাগর লেনের সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, পি, এন, দত্ত মহাশয়গণও উঁহার বংশধর।

(ঘ) কলিকাতা সিটি কলেজের পাশে গোষ্ঠদত্ত এবং কাঙ্গালী দত্ত মহাশয়গণও উদ্ধারণবংশীয়।

বংশতালিকার জন্য আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বাপর সঠিক ভাবে কেহই অবগত নহেন।

---

## সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট দর্শন।

সপ্তগ্রাম হইতে আমরা (১৩২৮। ১৮ ফাল্গুন) কৃষ্ণপুরে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্মভূমি দর্শন করিতে গমন করি। সপ্তগ্রামের

শ্রীপাট হইতে কৃষ্ণপুর ১ মাইল দক্ষিণে। ইহার ডাকঘর দেবানন্দপুর, হুগলী জেলা। ইষ্টকনির্ম্মিত ভগ্ন মন্দির। তন্মধ্যে ;—

শ্রীশ্রীনিতাই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীরাধামোহন

বিরাজিত। মন্দিরের পশ্চিম গায়ে একটী ক্ষুদ্র গৃহে একখানি প্রস্তরের পূজা হয়; উহাতে শ্রীল রঘুনাথদাস বসিয়া বাল্যকালে হরিনাম করিতেন। এই শ্রীপাটে অযত্নরক্ষিত অনেকগুলি পুঁথি দেখিতে পাইলাম :—১। ১১৬৫ সালের ১৮ চৈত্র বৃহস্পতি বারের লিখিত গোবিন্দ-লীলামৃত। ২। ১২১৩ সালের ১৭ বৈশাখ লিখিত শ্রীবৃন্দাবনদাসকৃত শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশ। ইহা বোধ হয়, এখনও মুদ্রিত হয় নাই। লিপিকার গ্রন্থ শেষ করিয়া সন তারিখ দিয়া পরে লিখিয়া গিয়াছেন—"তামাক খাব।" ৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। পাতা গোলমালের জন্য নকলের তারিখ পাইলাম না। তবে খুবই প্রাচীন।

৪। জ্ঞানমত প্রসঙ্গ। সংস্কৃত গ্রন্থ, বঙ্গাক্ষরে। আরও বিস্তর গ্রন্থ আছে। আমাদের তাড়াতাড়ির জন্য সবগুলি দেখিতে পারিলাম না—তবে সেবায়েত মহাশয়কে যত্নের সহিত রক্ষা করিতে বলিয়াছি। প্রথম শ্রীবিগ্রহ-সেবক কৃষ্ণকিশোর গোস্বামীর (ব্রজবাসী) সময়ের একটী তালবৃক্ষের দামামা ছিল; সেটী ভগ্ন অবস্থায় এখনও দৃষ্ট হয়।

সেবায়েত মহাশয়ের মুখে এই স্থানের প্রচলিত কাহিনী শুনিলাম :—

শ্রীল রঘুনাথদাসের শ্রীবৃন্দাবন বাসের পরে এই স্থান মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতে থাকে। পরে রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন মজুমদারের তিরোভাব হয়। ঐ সময়ে যবনভয়ে রঘুনাথের বাল্যকালের সেবিত শ্রীশ্রীরাধামোহন বিগ্রহ নদীগর্ভে লুকাইয়া রাখা হয়। পরে

বৃন্দাবন হইতে রঘুনাথদাস তাঁহার জনৈক ব্রজবাসী শিষ্য কৃষ্ণকিশোর গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করতঃ উক্ত শ্রীবিগ্রহের উদ্ধার এবং সেবা জন্য সপ্তগ্রামে প্রেরণ করেন। তিনি আসিয়া নদী হইতে শ্রীমূর্ত্তি-দ্বয়কে উঠাইয়া সেবা প্রকাশ করেন। যবনগণের নানা উৎপাত কৃষ্ণকিশোরকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভাদ্র মাসে এখানে উৎসব হইত। বর্ত্তমানে ১লা মাঘ উৎসব হয়। বর্ষাকালে লোক জনের আগমনে কষ্ট হয়। এজন্য প্রাচীন নিয়ম পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুনিলাম। কৃষ্ণপুরের শিষ্যশাখা বা সেবায়েতগণের নাম :—

শ্রীকৃষ্ণকিশোর গোস্বামী।
|
শিষ্য কমল গোস্বামী
|
স্বরূপ দাস
|
কৃষ্ণদাস দাস
|
মুকুন্দ দাস
|
হরিদাস দাস
|
(১ম) বিনোদদাস দাস
|
নিতাইদাস দাস
|
(২য়) বিনোদদাস দাস
|
নবীন দাস
|
(৩য়) বিনোদ দাস ( ১৩:: দেহ রক্ষা )
|
শ্রীগৌরাঙ্গদাস বাবাজী ( বর্ত্তমানে ১৩২৮ )

চুঁচুড়াতে রঘুনাথ গোস্বামীর পিতার সেবিত শ্রীবিগ্রহ আছেন।

———

## ঝড়ু ঠাকুরের পাট ভেদো বা ভেদুয়া গ্রাম

শ্রীরঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি-খুড়া কালিদাস ও ভুইমালীজাতীয় ঝড়ু ঠাকুরের প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে :—

ভূমিমারী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু ঠাকুর নাম ॥

উক্ত ঝড় ঠাকুরের শ্রীপাট ভেদো বা ভদুয়া গ্রামে। ইহাও হুগলী জেলায়, কৃষ্ণপুর হইতে ১।৷০ ক্রোশ দাক্ষিণে এবং বাণ্ডেল জংসন হইতে ১ মাইল পশ্চিমে। ভোদোর ডাকঘর দেবানন্দপুর। এই স্থানে ঝড়ু ঠাকুরের শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ আছেন। বর্ত্তমান সেবায়েতের নাম—শ্রীরামপ্রসাদ দাস। হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব।

উক্ত কালীদাসের শ্রীবিগ্রহ সরস্বতীতীরে শঙ্খনগরে বহুদিন পর্য্যন্ত ছিলেন। ২০।২৫ বৎসর হইতে ত্রিবেণীর মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ত্রিবেণীতে ( হাঁসপাতালের নিকট ) স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া সেবা করিতেছেন।

( কালীদাস )—"রঘুনাথ দাসের তিহোঁ হয় জ্ঞাতি খুড়া।"

চরিতামৃত,অন্ত্য,১৬ পরিচ্ছেদে ইহাঁর ও ঝড়ু ঠাকুরের বিবরণ আছে।

---

## ( ৭ম গোপাল ) শ্রীমহেশ পণ্ডিত।

ব্রজের মহাবাহু সখা। ব্রাহ্মণ।

মসিপুর হইতে বর্ত্তমানে শ্রীপাট পালপাড়া। নদীয়া জেলা।

আবির্ভাব—১৪১৪ শকে, তিরোঃ—১৫০৪ শকের পূর্ব্বে। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে উৎসব।

১৩২৮।২৩ মাঘ সোমবার শ্রীপাট দর্শন-সৌভাগ্য।

স্থান-পরিচয় :—নদীয়া জেলায় পালপাড়া গ্রাম। ই, বি, রেলের শিয়ালদহ হইতে চাকদহ ষ্টেসনে ( ৩৯ মাইল, ভাড়া ॥৵৫ ) নামিয়া

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণদিকে এক মাইল পথ। গোগাড়ি পাওয়া যায়। ৺গঙ্গা দেবী অনেক দূরে আছেন। চারি দিকেই গভীর জঙ্গল। সময়ে সময়ে বাঘও বাহির হয়।

দর্শনীয় :—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তার পূর্ব্ব দিকে জঙ্গলের মধ্যে সাধারণ গৃহাকারে পাকা দেবমন্দির। একখানি সেবায়েতের ব্যবহার জন্য খড়ুয়া চালার ঘর, এবং বর্ত্তমান দেবালয়ের পশ্চিম দিকে একটী পাকা গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। দেবালয়ে নিম্নলিখিত বিগ্রহ আছেন।

শ্রীশ্রীগোপীনাথ শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ শ্রীশ্রীমদনমোহন

ইহা ভিন্ন শ্রীশ্রীরাধানাথ জীউ, শ্রীগোপাল এবং ৮।১০টী শিলা আছেন, ইঁহারা অন্য স্থান হইতে আসিয়াছেন। বড় আকারের যুগল মূর্ত্তি গোবরডাঙ্গার জনৈক গোপের সেবাভাবে এই স্থানে আনীত হইয়াছেন। দেবালয়ের সম্মুখে বা দক্ষিণ দিকে মহেশ পণ্ডিতের কুল-সমাজ বেদি করা হইয়াছে। বোধ হয়, প্রাচীন সমাজের কোন স্মৃতি-চিহ্ন এই স্থানে রক্ষা করিয়া তদুপরি বেদী নির্ম্মাণ ও তুলসীমঞ্চ হইয়াছে।

এই দেবালয়ের সীমানার দক্ষিণ দিকে একটী অতীব বৃহৎ দেবতা-শূন্য মন্দির গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা আইনানুযায়ী রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরে কারু-কার্য্য আছে। চিত্রের মধ্যে রাম রাবণের যুদ্ধ বুঝিতে পারিলাম। ইহা যে কত দিনের মন্দির, তাহা কেহই অবগত নহেন। অনেকে বলেন, পুরাকালে রাম রায় ও গন্ধর্ব্ব রায় নামে রাজার এখানে গড় ছিল। তাঁহাদেরই এই মন্দির। মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—গবর্ণমেণ্ট হইতে মেরামত হইয়াছে। মন্দিরের

দরজায় কতকগুলি পয়সা দেখিলাম। অনুমান, ভক্তিমতী রমণীগণ দেবো'দ্দেশে প্রণামী দিয়া গিয়াছেন। আমরা পয়সাগুলি জনৈক ভক্ত বাবাজীকে দিলাম।

শ্রীপাটের বিবরণ :—মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট মসিপুর হইতে বর্ত্তমানে পালপাড়ায় আগমন সম্বন্ধে শুনা যায় :—প্রাচীন মসিপুর, সুখসাগর, দুর্গাপুর, শরডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলি গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে। বর্ত্তমানে আবার সেই সব স্থানে চর পড়িয়া নূতন গ্রাম হইতেছে, অনেক স্থানে নব গ্রামগুলির পুরাতন নামও হইয়াছে।

মসিপুর গ্রাম ধ্বংস হইলে সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী বালুয়াডাঙ্গা বা বেলেডাঙ্গা গ্রামে শ্রীবিগ্রহ সকল স্থানান্তরিত হন। পরে অনুমান ১২৫৭ সালে পুনরায় গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলেডাঙ্গাও ভগ্ন হইলে পাল-পাড়ার জমিদার ৺নবকুমার চট্টোপাধ্যায় (বা তিতুবাবু) সেই সময়ের মহেশ পণ্ডিতের সেবায়েত বাবাজীকে বলিয়া পালপাড়ায় শ্রীবিগ্রহ-সমূহকে আনয়ন করেন ও দেবালয় নির্ম্মাণ করতঃ স্থাপিত করেন। তিতুবাবুর সহিত বাবাজী মহাশয়কে প্রদত্ত জমি জমার মৌখিক কথা ছিল, তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রকে ঐ সকল রেজিষ্টারী করিয়া দিতে বলিয়া দেন। এজন্য ৺তিতুবাবুর পুত্র শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ২৬।১।১৮৮৩ সালে সেই সময়ের সেবায়েত হরেকৃষ্ণ দাস বাবাজীকে রেজিষ্টারী দলিল প্রদাম করিয়াছিলেন। উক্ত দলিলও আমরা দেখিলাম।

সেই সময় হইতে মসিপুরের পরিবর্ত্তে পালপাড়া মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

রামকৃষ্ণদাস বাবাজী ( ইনি পালপাড়ায় বিগ্রহ আনেন )
|
হরেকৃষ্ণদাস বাবাজী (ইং ১৮৮৩ সালে ছিলেন )
|
গোবিন্দদাস বাবাজী
|
শ্রীসনাতনদাস বাবাজী (১৩২০ হইতে বর্ত্তমান ১৩২৮)

গত ১৯১৭—২১ সালের সেটেলমেন্টে এই দেবালয়ের বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে :—জেলা নদীয়া, থানা চাকদহ (১), মৌজা পালপাড়া, নং ৩৫, তৌজি নং ১, খতিয়ান নং ৪২, দেবোত্তর গৌরানিতাই বিগ্রহ, সেবায়েত সনাতন দাস বৈষ্ণব, পিতা শীতলচন্দ্রদাস বৈষ্ণব। ২৬।১।২১ সন।

দেবালয়ের আয় তেমন কিছুই নাই। স্থানীয় ভক্ত কালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বার্ষিক ২৫৲ টাকা দেন। স্থানটী দেবালয়ের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিলাম না।

বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীমহেশ পণ্ডিত-প্রসঙ্গ :—

(ক) গণোদ্দেশে :—

মহেশপণ্ডিতঃ শ্রীমান্মহাবাহুঃ ব্রজে সখা ॥ ১২৯

---

(১) চাকদাহ—শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন নবদ্বীপ ভ্রমণ করিতে ছিলেন, তখন ঈশান আচার্য্য প্রভুকে বলিয়াছিলেন :—

ভরদ্বাজ মুনি সমুদ্রের তীর্থ হইতে।
আইলেন চক্রদহে গঙ্গা সমীপেতে ॥
এবে চক্রদহে লোক চাকদা কহয়। ভক্তি, ১২ ৭০৬ পৃঃ।

(খ). বৈষ্ণব আচারদর্পণ,—

মহাবাহু গোপাল যে ব্রজে কৃষ্ণসখা।
মহেশ পণ্ডিত এবে তার নাম লেখা॥
নিত্যানন্দ যাঁর কুল ধন প্রাণ গতি।
মশিপুর গ্রামে হয় যাঁহার বসতি॥

(গ) পাটপর্যাটন ,—

সাওনা সরভাঙ্গা সুখসাগর নিকটে।
মহেশ পণ্ডিতের বাস কহি করপুটে॥
মহেশ মহাবাহু পূর্ব্বে জানিবা আখ্যান।

(ঘ) অনন্তসংহিতায়,—

মহাবাহু-গোপবালঃ শ্রীমান্ মহেশপণ্ডিতঃ।

(ঙ) চৈতন্যসঙ্গীতায় :—

জন্মিলেন মহাবাহু বরাহনগরে।
মহেশ পণ্ডিত নাম দেশ দেশান্তরে॥

(চ) বৈষ্ণববন্দনা, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকৃত,—

মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত॥

(ছ) ঐ দেবকীনন্দনকৃত,—

মহেশ পণ্ডিত বন্দো নৃত্যবিনোদী।

(জ) ভক্তমালে,—

মহাবাহু সখা শ্রীমান্ মহেশ পণ্ডিত।

(ঝ) ভাগবতে, অন্ত্য, ৬:৪৭৪ পৃ:,—

মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।

(ঞ) চরিতামৃতে, আদি, ১০ম, ৯৯,—

মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, মধুসূদন।

ঐ—১১।১০২—

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢকা বাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥

(ট) বৈষ্ণব আচারদর্পণের ভিন্ন মতে,—

মহেশ পণ্ডিত মহাবল সখা।

অনেকে পূর্ব্বশ্রীপাট মসিপুরকে জসিপুর বলিয়া ভুল করেন। বরাহনগর প্রভৃতি স্থানগুলি মহেশ পণ্ডিতের বিহারভূমি ছিল। শ্রীহট্টে জন্মস্থান।

৪২৮।৫ই ভাদ্র শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় বরাহনগর কামারপাড়া হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় বরাহনগরে মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটরূপে উৎসব করিবার জন্য সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন।

## শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের বিবরণ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিত, ৩য় খণ্ড, ২০০ পৃঃ—

মহেশ পণ্ডিত যশড়ানিবাসী জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জগদীশ বন্দ্যঘটী গাঞি, রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ। ইহাঁর পূর্ব্ববাস শ্রীহট্ট প্রদেশ। ইহাঁদের বিবরণ জগদীশচরিত্র-বিজয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। চাকদহের নিকট মসিপুর, পরে সরডাঙ্গায় পাটবাটী ছিল—গঙ্গাগর্ভে ঐ সকল গ্রাম ধ্বংস হইলে নিকটবর্ত্তী পালপাড়া গ্রামে শ্রীপাট সংস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন:—(শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আঃ বাঃ পত্রিকা—৪২৮ গৌঃ অঃ, ২৬ চৈত্র, ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধে) যাঁহার বাটীর একাদশীর নৈবেদ্য খাইবার জন্য বালক নিমাই বড়ই কাঁদিয়াছিলেন এবং বালকের সেই আবদার রক্ষা করিবার জন্য যখন সমুদয় নৈবেদ্য আনিয়া দিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন,

এই মহেশ পণ্ডিত সেই জগদীশ পণ্ডিতেরই কনিষ্ঠ সহোদর। পূর্ব্ববঙ্গে কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন রাঢ়ীশ্রেণী ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। জগদীশ ও মহেশ নামে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে (১)। কমলাক্ষের স্ত্রীর নাম বা মহেশ পণ্ডিতের মাতার নাম শ্রীমতী ভাগ্যবতী দেবী।

জগদীশ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার টোল ছিল। কোন্ সময়ে যে ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তখন পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ নবদ্বীপে গঙ্গার তীরে একটী পল্লীতে সকলে বাস করিতেন। জগদীশের টোল শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটীর নিকটেই ছিল। উভয় পরিবারের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা আমরা নৈবেদ্য-ভোজন লীলার দ্বারা বিশেষ ভাবেই জানিতে পারি। শ্রীশ্রীশচী দেবী ও জগদীশ পণ্ডিতের স্ত্রী শ্রীমতী দুখিনী দেবীতে অতিশয় প্রণয় ছিল। জগদীশচরিত্র-বিজয়-(২) লেখক বলেন :—

---

১। কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে জানিতে পারি, হিরণ্যও জগদীশের সহোদর। যথা :---

জগদীশ হিরণ্য দুই সহোদর।
নিত্যানন্দপ্রিয় বড় নবদ্বীপে ঘর॥

তাহা হইলে ইঁহারা তিন সহোদর। চরিতামৃতে আছে,---(আদি, ১০)

"জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য পণ্ডিত॥"
"যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়।"
"এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে॥"

ইহার দ্বারা জগদীশ ও হিরণ্য পৃথক্ পৃথক্ গৃহস্থ ছিলেন বোধ হয়।

২। "জগদীশচরিত্রবিজয়" গ্রন্থ ১৩৩১ সালে পুরীর আর্টিস্টে মুদ্রিত হইয়া

দোহাকার প্রীতি দুই সহোদরা যেন।
যেই জন নাহি চিনে জ্ঞান করে হেন॥ (১)

এই অকৃত্রিম প্রণয়বীজই কালে জগদীশের হৃদয়ে বাৎসল্য-প্রেম ও মহেশ পণ্ডিতের হৃদয়ে দাস্যপ্রেমরূপে মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

প্রভু সন্ন্যাস লইয়া নদীয়া আঁধার করিয়া চলিয়া যাইবেন, এবং নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ সমীপে থাকিবেন, এই সংবাদ জগদীশ শ্রবণ করিয়া অবধি বড়ই ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন—যদি পুরীধাম হইতে জগন্নাথদেবকে আনিয়া নদীয়ার মাঝে বসাইতে পারি, তবে প্রভুকে আর পুরীধামে যাইতে দিব না। বাৎসল্যরসিক জগদীশ স্বীয় অনুজ মহেশ পণ্ডিতকে দুখিনী দেবীর নিকট রাখিয়া তিনি অবিলম্বে পুরীধামে যাত্রা করিলেন। উৎকলের রাজার নিকট স্বপ্নাদেশ হইল:—জগদীশ পুরীর 'বৈকুণ্ঠ' (২) হইতে শ্রীমূর্ত্তি লইয়া প্রেমোন্মাদে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নদীয়ার নিকটবর্ত্তী যশড়া গ্রামে আসিলে জগন্নাথ দেবের আজ্ঞা হইল, "এই-খানেই আমাকে স্থাপনা কর।" জগদীশ সেই স্থানেই গঙ্গাতীরে

ছিল। এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রণেতার নাম—আনন্দবিজয় দাস বা অনন্ত দাস।

১। ভক্তিরত্নাকরে,—

জগদীশ হিরণ্যের ঐ বাড়ী হয়।
জগন্নাথ মিশ্র সনে অত্যন্ত প্রণয়॥

২। বৈকুণ্ঠ—পুরীধামে নবকলেবর হইলে পুরাতন শ্রীমূর্ত্তি যে স্থানে রক্ষিত হয়, তাহার নাম বৈকুণ্ঠ।

ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ প্রভুকে স্থাপনা করিলেন। এইরূপে শ্রীপাট যশড়ার উৎপত্তি হইল (১)।

---

১। শ্রীপাট যশড়ায় আমরা ২৩এ মাঘ ১৩২৮ তারিখে গমন করি। নদীয়া জেলার চাকদহের (ই বি আর ষ্টেশন, কলিকাতা হইতে ৩৯ মাইল, ভাড়া ।/৫) ১ মাইল পশ্চিমে। সেটেলমেণ্ট তৌইজী নং ২৪। সাধারণ গৃহাকারে দেবালয়. উহাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ এবং দুখিনী মাতার স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌরনিতাই গোপাল আছেন। জগদীশ যে যষ্ঠিভারে শ্রীজগন্নাথদেবকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, সেবায়েত মহাশয় তাহা আমাদিগকে দেখাইলেন। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের রাজা পূর্ব্বে দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন, পরে উহা জীর্ণ হইলে স্থানীয় উমেশচন্দ্র মজুমদারের পত্নী মোক্ষদা দাসী ১৩২৩ সালে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন, এবং একখানি প্রস্তরফলক দেখিলাম। বাহিরের গৃহখানি সৌদামিনী দাসী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

মন্দিরের পশ্চিমে দোলমঞ্চ ও স্নানবেদী আছে। ৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে উহার নিম্ন দিয়া গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হইতেন। এখন প্রায় ১ ক্রোশ চড়া অতিক্রম করিয়া গঙ্গায় যাইতে হয়। শ্রীপাটে একটি অতীব প্রাচীন বকুল বৃক্ষ ছিল, সামান্ত দিন হইল নষ্ট হইয়াছে। প্রবাদ, শ্রীবীরভদ্র প্রভুর বারশত নেড়া ও তেরশত নেড়ীকে জগদীশ পণ্ডিত ঐ বকুল বৃক্ষ হইতেই আম্র ফলাইয়া তাহাদের খাওয়াইয়াছিলেন।

জগদীশ পণ্ডিতের মাত্র এক ঘর বংশধর আছেন। নাম শ্রীল নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী। পৌষ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর রোড বা গোপীনাথ বাজারে "জগদীশ কুঞ্জ" আছে। তথায় এই শ্রীপাটের শিষ্যগণকে ভেট দিতে হয়। শ্রীশ্রীনৃত্যগোপালজীর সেবা ও জগদীশের সমাজ আছে।

পূর্ব্বে দোলমঞ্চের উত্তরে বটবৃক্ষমূলে কালনার প্রসিদ্ধ ভক্ত ভগবানদাস বাবাজী সাধন ভজন করিতেন।

দুখিনী দেবীরও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি গাঢ় অনুরাগ ছিল। শ্রীপাট স্থাপনের পরে জগদীশ যশড়াতে স্বীয় পত্নী এবং ভ্রাতা মহেশকে আনয়ন করতঃ শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতে থাকেন।

মহেশ পণ্ডিত আর দুখী ঠাকুরাণী।
সেই স্থানে দোঁহাকারে আনিল আপনি॥

—জগদীশচরিত্রবিজয়

ইহার অল্প দিন পরে জগদীশ, মহেশের বিবাহ দিয়াছিলেন। ধার্ম্মিক শ্বশুরের একান্ত আগ্রহে মহেশ পণ্ডিতকে বাধ্য হইয়া শ্বশুরালয়ে থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণ শ্বশুর শাশুড়ীর আদর যত্নে এবং নবীন দাম্পত্য-সুখে আকৃষ্ট হইল না। মহেশ পণ্ডিতের সংসার ত্যাগ সম্বন্ধে "জগদীশচরিত্রবিজয়ে" আছে :—

"মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে আগমন করিলে প্রভুর ভক্ত যিনি যেখানে ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য শান্তিপুরে গমন করেন। কিন্তু জগদীশ পণ্ডিত যাইলেন না। তিনি আজ ভগবান্‌কে পরীক্ষা করিবেন—প্রভুর ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় লইবেন। কিন্তু করুণাময় প্রভু কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি রজনীযোগে শ্রীনিত্যানন্দ সহ যশড়াতে উপস্থিত হইলেন। জগদীশ পণ্ডিত ও দুঃখিনীদেবীর মনঃসাধ পূর্ণ হইল। কত যত্নে, কত আদরে প্রভুদ্বয়ের সেবা করিলেন। কিন্তু এ সময়ে মহেশ পণ্ডিত গৃহে ছিলেন না, তিনি শ্বশুরালয়েই ছিলেন। এজন্য সে রাত্রের মহানন্দ তাঁহার উপভোগ হইল না। পরদিবস দুখিনী দেবীর অনুরোধে প্রভুদ্বয় যশড়াতে থাকিতে বাধ্য হইলেন। ঐ দিনে মহেশ পণ্ডিতের হঠাৎ আগমন হয়। মহেশ আজ প্রভুর দর্শন পাইয়া আত্মহারা হইলেন ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে জনমের মত বিক্রীত হইলেন। অন্তর্যামী নিতাইচাঁদ

মহেশকে কোলে তুলিয়া লইলেন; তখন দুই ভাই দুই প্রভুর পদে বিকাইয়া গেলেন :—

চৈতন্য নিতাই অবতার দুই ভাই।
জগদীশ মহেশ বিক্রীত দুই ঠাঁই ॥

[ জগদীশ-বিজয় ]।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহেশকে দীক্ষা দিয়া তাঁহাকে নিজের পরিকর করিয়া লইলেন। মহেশ পণ্ডিত সেই হইতে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমনে রহিলেন।

পরে নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়ে গমন করিয়া প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্য আজ্ঞা করেন ও নীলাচলে আসিতে নিষেধ করেন। কিন্তু নিতাই কি গৌর বিনা থাকিতে পারেন!

যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেম ভক্তি প্রকাশিতে ॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥

*　　*　　*　　*

চারি মাস রহিলা সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে।

[ শ্রীচৈতন্যভাগবত]

ঐ সময়ে, কবিরাজ গোস্বামীর মতে সন্ন্যাসের আরও তিন বৎসর পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সংসারাশ্রম গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হন। অবধূত— যিনি বনচারী বিহঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতেছিলেন, আজ তিনি প্রিয়জনের কঠোর আদেশ পালনে কুণ্ঠিত হইলেন না।

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়ে সেই সঙ্গে নিজগণে॥ [ ভাগবত ]।

ঐ সময়ে মহেশ পণ্ডিতও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে গৌড়ে আগমন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তসঙ্গে পানিহাটীতে—

রাঘব পণ্ডিতগৃহে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া।
রহিলেন সকল ভক্তগণ লয়া॥

এই স্থানে কিরূপ প্রেমানন্দে সকলে থাকিতেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগ্রন্থে বিশেষভাবে জানা যায়,—

নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে॥
কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি না পড়ে॥
কেহ প্রেমসুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া॥
কেহ বা হুঙ্কার করি বৃক্ষমূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি হরি হরি॥

সকলেই বয়োধিক, গম্ভীরপ্রকৃতি, মহা মহা পণ্ডিত। তাঁহাদের এইরূপ চাঞ্চল্য যে কতদূর গভীর প্রেমের পরিচয়, তাহা সামান্য প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়।

এইরূপে প্রভুর সঙ্গে মহেশ পণ্ডিত তিন মাস পানিহাটীতে অতিবাহিত করেন। এই তিন মাস কাহারও বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

ঐ সময়ে শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব হয়। ইহাতে নানাস্থান হইতে বহু ভক্তের আগমন হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু চিড়া দধি প্রসাদ পাইবার জন্য প্রধান প্রধান-

ভক্তগণকে বৃক্ষতলের বেদীর উপরে স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়াছিলেন। উহাতে মহেশ পণ্ডিতও প্রভুর নিকট বসিয়াছিলেন।

এই উৎসবের পর প্রভু সপ্তগ্রামে গমন করেন। মহেশ পণ্ডিতও সঙ্গে ছিলেন। পরে প্রভু সপ্তগ্রাম হইতে যখন নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখনও মহেশ পণ্ডিত তাঁহার সহিত ছায়ার মত থাকিতেন।

ইহার পরে শ্রীনিতাইচাঁদ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে বিবাহ করিয়া কিছুদিন অম্বিকানগরে অবস্থান করতঃ খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার প্রিয় পরিকরগণকেও জীব উদ্ধারের জন্য স্থানে স্থানে শ্রীপাট করিতে আজ্ঞা করেন। কিন্তু দ্বাদশ গোপালের শ্রীপাট কখন কোনটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সময় নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অনুমান, প্রভুর সংসার আশ্রমের কিছুকাল পরেই মহেশ পণ্ডিত যশড়ার অদূরে গঙ্গাতীরে মসিপুর গ্রামে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রতিষ্ঠা করতঃ শ্রীপাট স্থাপন করেন। ইঁহার সাধুতার দৃষ্টান্তে শত শত জীবের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। ইঁহার প্রেমের প্রগাঢ়তা বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ মাত্রেই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

মহেশ পণ্ডিত কত দিন ধরাধামে ছিলেন, তাহা জানি না। মহাপ্রভুর বিরহে ভক্তগণ বিশেষ কাতর হইয়া পড়েন, তাহার উপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিয়োগ হইলে সে নিদারুণ ব্যথা আর বেশী দিন সহ্য করিতে পারেন নাই। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা স্বধাম গমন করিতে থাকেন।

জগদীশ পণ্ডিতবংশীয় জনৈক গোস্বামী এবং পালপাড়ার জনৈক অতিবৃদ্ধের মুখে শুনা গিয়াছিল—অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। ঐ তিথিতে পূর্ব্বে উৎসব হইত। প্রায় ৪০।৫০ বৎসর হইবে, এই মহোৎসব বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্ত-

মানেও ঐ তিথিতে পুনরায় উৎসব হইয়া থাকে। (কাহারও মতে পৌষ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে তিরোভাব উৎসব হইত।)

মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব হইলে তাঁহার এক সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের সেবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে শিষ্যপরম্পরায় সেবাকার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

আবির্ভাব-কাল,—

দণ্ডমহোৎসবে (১৪৩৯ শকে) উপস্থিত। খেতুরীর ১৫০৪ শকের উৎসবে নাম নাই। ভক্তিরত্নাকরে ৮।৪৪২ পৃঃ আছে, খড়দহে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের আগমন হইলে মহেশ পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে বহু সমাদরে শ্রীমন্দিরে লইয়া গিয়াছিলেন।

এজন্য অনুমান, ১৪১৪ শকে জন্ম এবং ১৫০০ শকের পূর্ব্বে তিরোভাব।

শ্রীল মহেশ পণ্ডিত বিবাহ করিলেও তাঁহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। ইহাঁর ভ্রাতার বংশধরগণ যশড়াতে মাত্র একঘর আছেন। কিন্তু পূর্ব্ব বংশাবলী ইহাঁরা অবগত নহেন। যাহা জানেন, তাহা এই ;—
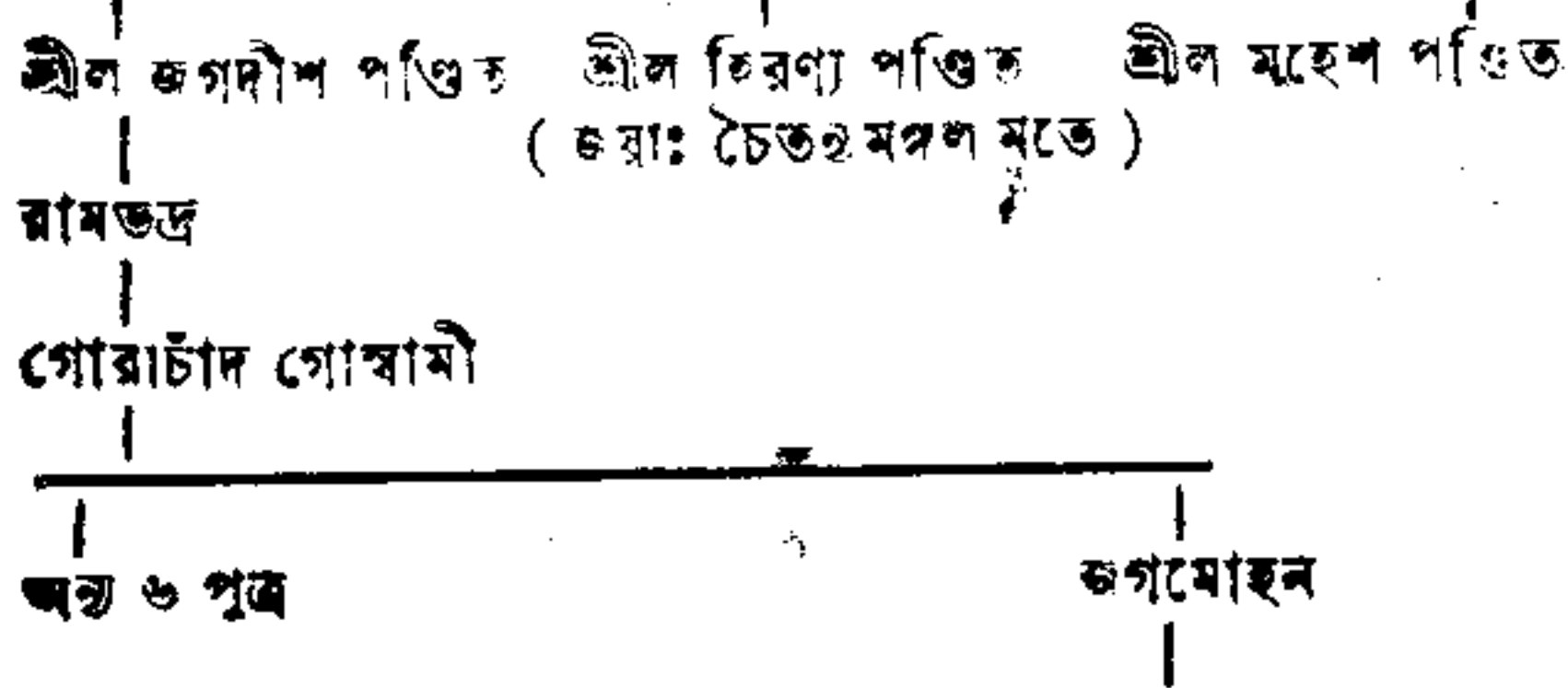
পক্ষে পুরুষোত্তমের শ্রীপাট নহে। উহাঁর পুত্র শ্রীল কানাই ঠাকুরের শ্রীপাট। এ বিষয়ে প্রবাদ, একদা শ্রীবৃন্দাবনে কানাই ঠাকুর নৃত্য

---

১৪। পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ( ঐ ঐ )।

"পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস।"

১৫। পুরুষোত্তম জানা। মহারাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র।

প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা॥ অনুরাগবল্লী।

১৬॥ পুরুষোত্তম নাগর। সদাশিবসুত নাম নাগর পুরুষোত্তম॥

১৭। পুরুষোত্তম মিশ্র। বৃন্দাবনের গোবিন্দ দেবের পূজারী বা প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশের নামান্তর।

১৮। পুরুষোত্তম তীর্থ। বৈষ্ণব বন্দনায়ঃ—

পুরুষোত্তম তীর্থ বন্দো রসিকশেখর॥

১৯। পুরুষোত্তম পণ্ডিত। নবদ্বীপবাসী "রত্নাকর সুত"---বৈষ্ণববন্দনা। ইনি নবদ্বীপের পুরুষোত্তম বলিয়া অনুমান।

এই ১৯ জন পুরুষোত্তম মধ্যে চরিতামৃতে ৪ জনের নাম আছে—

১। অদ্বৈত শাখায়—পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী।

২। ঐ পুরুষোত্তম পণ্ডিত।

৩। নিত্যানন্দ শাখায়—নবদ্বীপের পুরুষোত্তম পণ্ডিত।

৪। ঐ সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তম কবিরাজ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও ৪ জনের নাম আছে:—

১। পুরুষোত্তম দাস

২। ঐ পণ্ডিত

৩। ঐ সঞ্জয়

৪। ঐ আচার্য্য

বৈষ্ণববন্দনায়ও চারি জনের নাম আছে।

১। পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী।

২। পুরুষোত্তম পণ্ডিত।

করিতে করিতে তাঁহার দক্ষিণ পদের নূপুর ছুটিয়া যায়। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, যে স্থানে নূপুর পতিত হইবে, সেই স্থানেই বাস করিব। পরে বোধখানায় উহা পতিত দেখিয়া তথায় বাস করেন। (১) কিন্তু কানাই ঠাকুর শেষ জীবনে গড়বেতা গ্রামে গিয়া হরিনাম প্রচার করিতে থাকেন ও সেই স্থানেই সমাধি প্রাপ্ত হন। এ জন্য তাঁহার গড়বেতাতেই শ্রীপাট (২)। এই স্থানে কানাইঠাকুরের শিষ্য-বংশধর ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপিও সেবাকার্য্য করিতেছেন। এবং বোধখানায় কানাই ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। তথায় শ্রীশ্রী প্রাণবল্লভ নামক শ্রীবিগ্রহের সেবা আছে। ৫ম দোলে উঁহার উৎসব হইয়া থাকে। শ্রীপাটে একটী কদম্ব

---

৩। রত্নাকরসুত পুরুষোত্তম ( নবদ্বীপে জন্ম )

৪। পুরুষোত্তম দত্ত। নিমায়ের ব্যাকরণের ছাত্র। ( নবদ্বীপ )।

"গৌরপদতরঙ্গিণীতে" 'ভদ্র' মহাশয় বলেন, এই চারি জন পুরুষোত্তম ব্যতীত আমরা আর এক পুরুষোত্তমের সন্ধান পাইয়াছি। যশোহর জিলায় বোধখানাতে ইঁহার শ্রীপাট ছিল। ইঁহার উপাধি ( বোধহয় ) তোককৃষ্ণ ( ১১০ পৃঃ )।

এখানে ভদ্রমহাশয় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কারণ, সদাশিবপুত্র পুরুষোত্তম বোধখানায় পুরুষোত্তম। উনি বলেন, এই পুরুষোত্তম পদকর্ত্তা ছিলেন। ইহা ঠিক। প্রকাশিত পদাবলি ব্যতিরেকে ইঁহার কৃত অপ্রকাশিত পদাবলী এই বংশীয় গোস্বামিগণের নিকট আছে। এবং বর্ত্তমানে প্রচার হইতেছে।

১। বোধখানা যশোহর জিলায়, বি, সি আর ঝিকরগাছা ( কলিকাতা হইতে ৬৬ মাইল, ভাড়া ১/১০ ) গড়বেতা হইতে ২ মাইল দূরে। ডাকঘর অমৃতবাজার।

২। গড়বেতা মেদিনীপুর জেলায়। বি এন আর রেলের একটী ষ্টেসন। ( হাবড়া হইতে ১০৯ মাইল, ভাড়া ১৸৴১৫ )। গড়বেতা গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গপরিকর শ্রীল সারঙ্গদাস ঠাকুরের প্রাচীন সমাধিমন্দির আছে। ষ্টেসন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে বগড়ীর প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীর মন্দির। শীলাবতী নদীর উপরেই শ্রীমন্দির। ১৩২৮। কার্ত্তিক মাসে আমরা এই শ্রীবিগ্রহ দর্শন করি।

বৃক্ষ আছে, উহাতে ঠিক ৫ম দোলের দিনে (?) একটী মাত্র ফুল ফুটিয়া উঠে। ঐ ফুল শ্রীবিগ্রহকে প্রদান করা হয়। উক্ত ৺প্রাণবল্লভ শ্রীবিগ্রহ সদাশিব কবিরাজের সময়ের বলিয়া বংশধরগণ বলেন। সদাশিব কবিরাজ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে "প্রাণবল্লভ" বলিয়া ডাকিতেন।

পুরুষোত্তম ঠাকুর বা কানাই ঠাকুরের অপর পুত্র বংশীবদন ঠাকুরের বংশধরগণ বর্ত্তমানে নদীয়া জেলার ভাজনঘাটে বাস করিতেছেন। তথায় শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর সেবা আছে। এই বংশীয় গোস্বামিগণ চিরদিনই ধনে মানে এবং বিদ্যা ভক্তিতে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমানে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং পদস্থ রাজকর্ম্মচারী।

অধিকন্তু এরূপ সিদ্ধবংশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কারণ, ইঁহাদের চারি পুরুষ মহাপ্রভুর পরিকর এবং ব্রজের সখাসখী। পুত্র কানাই ঠাকুর ব্রজের উজ্জ্বল গোপাল। পিতা পুরুষোত্তম ঠাকুর ব্রজের স্তোককৃষ্ণ সখা। পিতামহ সদাশিব কবিরাজ ব্রজের চন্দ্রাবলী সখী। প্রপিতামহ কংসারি সেন বা কংসারি কবিরাজ ব্রজের রত্নাবলী সখী।

কংশারি সেনের শ্রীপাট গুপ্তিপাড়ায় ( ১ )। সদাশিব কবিরাজের শ্রীপাট কাঁচড়াপাড়ায় ( ২ ), পুরুষোত্তম ঠাকুরের সুখসাগরে এবং কানাই

---

১। গুপ্তিপাড়া নদীয়া লাইনের একটী ষ্টেসন। কংসারী সেনের কোন চিহ্ন নাই। এখানে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ আছেন। ইনি ৬৪ মোহান্তের মধ্যে কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর স্থাপিত। বৈষ্ণব আচারদর্পণ মতে এই স্থানে বক্রেশ্বর পণ্ডিতেরও শ্রীপাট জন্মভূমি। হাওড়া হইতে ৪৭ মাইল, ভাড়া ৸৫ ( বায় হাবরা বাণ্ডেল রেল )।

২। কাঁচড়াপাড়া ই, বি, আর ষ্টেশন শিয়ালদাহ হইতে ২৮ মাইল, ভাড়া ।৶০। এখানেও সদাশিব কবিরাজের কোন চিহ্ন নাই। শ্রীল শিবানন্দ সেন কবিকর্ণপূর প্রভৃতির জন্মভূমি। শিবানন্দ সেনের দীক্ষাগুরু শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় জী বিগ্রহ ষ্টেশন হইতে ১ মাইল পশ্চিমে কুমারপুরে আছেন। প্রকাণ্ড-মূর্ত্তি। এই স্থানের ১ মাইল দক্ষিণে [illegible] হইতে [illegible] মহাপ্রভুর দীক্ষা

ঠাকুরের ( শ্রীজীব গোস্বামীপ্রদত্ত নাম ) শ্রীপাট বোধখানা বা গড়-বেতায়।

সুখসাগর হইতে চান্দুড়ে গ্রামে পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট হইবার কারণ, প্রথমে বালীডাঙ্গা বা বেকেডাঙ্গা গ্রাম ধ্বংস হইলে, সুখসাগরে পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ সকল আগমন করেন। পরে তাহাও ধ্বংস হইলে ঐ স্থানে শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর যে গাদি ছিল, এই গাদির শ্রীবিগ্রহ-গণের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরেরও শ্রীবিগ্রহ সকল সাহেবডাঙ্গা—বেড়ি-গ্রামে আগমন করেন। কালক্রমে বেড়িগ্রামও ধ্বংস হইলে প্রায় ৫০।৫৫ বৎসর হইবে, জাহ্নবামাতার গাদির বিগ্রহসকলের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ চান্দুড়ে গ্রামে সেবিত হইতেছেন।

মাসিক "বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা" ৮।১০ সং, ৪৫৭ পৃঃ আছে ;—পাটস্থিত শ্রীবিগ্রহ চাকদহের নিকট চাঁদুড়ে গ্রামে সেবিত হইতেছেন। ঐ সেবার স্বত্বাধিকারী জিরাটনিবাসী শ্রীনিত্যানন্দকন্যা শ্রীমতী গঙ্গামাতা দেবীর বংশীয় গোস্বামীগণ।"

সাপ্তাহিক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪২৯ গৌঃ অঃ, ২৯ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ লিখিয়াছিলেন ;—

এইরূপে ভাগীরথীর প্লাবন-তরঙ্গ-তাড়নে সুখসাগরস্থ ঠাকুর পুরুষোত্তমের পাটবাটীও গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-দ্বয় নানা স্থানে ঘুরিয়া বর্ত্তমানে চাঁদুড়িয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।"

চাঁদুড়িয়ার দুই যুগল রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং ১টী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আছেন। ইহাঁর মধ্যে এক যুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি পুরুষোত্তম ঠাকুরের। বাকি

---

গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর ভিটা। এইস্থানে শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরামপণ্ডিত প্রভৃতিবাসর ছিল। সাধক রামপ্রসাদ সেনের ইহাই জন্মভূমি।

শ্রীরাধকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরনিতাই মূর্ত্তি ও শ্রীজাহ্নবাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি, 'জাহ্নবাদেবীর গাদির।'

পুরাতন সুখসাগর ধ্বংস হইয়া পুনরায় গঙ্গার নূতন চড়ার উপর নূতন সুখসাগর গ্রাম হইয়াছে। উহা চাঁদুড় গ্রাম হইতে ৩।৪ মাইল দূরে। কালীগঞ্জের দক্ষিণে।

বর্ত্তমান শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট বা শ্রীশ্রীবসু জাহ্নবার শ্রীপাট বা গাদি চান্দুড় গ্রাম নদীয়াজেলায়; ইহার থানা চাকদহ, ডাকঘর শিমুরালী। (ই, বি, আর. শিয়ালদহ হইতে শিমুরালী ষ্টেশন ৩৬ মাইল, ভাড়া—৷৵১০) ষ্টেশন হইতে মাত্র ১ পোয়া পথেরও কম। গঙ্গার ধারে। স্থানটী বড়ই মনোরম। (১)

(১) সেবায়েত শ্রীসীতানাথ দাস বৈষ্ণবের মুখে চান্দুড়িয়ায় বসু জাহ্নবার পাটের বিষয়ে শুনিলাম;—

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর বিবাহ হইলে—প্রভু তাঁহাকে 'পাজিনগর চৌদ্দমৌজা' দান করেন। পরে গঙ্গামাতার বংশধর জিরাট বলাগড়ের গোস্বামিগণের প্রাচীন পুরুষের কেহ ১৪ মৌজার মধ্যে সুখসাগর বেলেডাঙ্গাতে জাহ্নবামাতার নামে এই গাদি স্থাপন ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি এই শ্রীপাটের উৎপত্তি। বর্ত্তমানে জিরাট বলাগড়ের উক্ত বংশীয় গোস্বামিগণের অনেকের নাম শ্রীশশিভূষণ গোস্বামী, জেলা হুগলী, বলাগড় থানা ও ডাকঘর এব জিরাট গ্রাম।

সেবায়েত মহাশয়ও পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন;—গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলেডাঙ্গা ভং হইলে তথা হইতে সুখসাগরে, এবং তাহাও ধ্বংস হইলে সাহেবডাঙ্গা বেড়ি গ্রাম এবং বেড়িগ্রাম ধ্বংস হইলে ৫০।৫৫ বৎসর হইবে, বর্ত্তমান চান্দুড়িয়াতে শ্রীপাট উঠিয়া আসিয়াছে। তবে পুরুষোত্তমঠাকুর বা তাঁহার বিগ্রহের কথা ইনি কিছু জানেন না। না জানিবারই কথা।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যগ্রন্থে আছে,---"শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গামাতার

## স্তোককৃষ্ণ, পুরুষোত্তম ও দামগোপাল পুরুষোত্তম

(ক) গণোদ্দেশে দুইজন পুরুষোত্তম আছেন,—

(প্রথম) স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্ যো দামঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।

(দ্বিতীয়) সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ।

বৈদ্যবংশোদ্ভবনাম্না দামা যো বল্লভো ব্রজে ॥

অর্থাৎ স্তোককৃষ্ণ পুরুষোত্তম দাস। এবং দাম পুরুষোত্তম নাগর। ইনি সদাশিবপুত্র। কিন্তু সদাশিব কবিরাজ-পুত্র পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরই যে স্তোককৃষ্ণ গোপাল, ইহা অনেকেরই মত। বিশেষতঃ অনন্তসংহিতার আরও পূর্ব্বে আমরা গোপাল নির্ণয়ে এ বিষয়ের মীমাংসা

---

স্বামী শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের তিরোভাবের পর দীক্ষা লইয়াছিলেন এ জন্য মনে হয়, পুরুষোত্তম ঠাকুরের তিরোভাবের পর ও তাঁহার শ্রীপাট গঙ্গাগর্ভে যাইলে মাধবাচার্য্য বংশীয়গণ পরম যত্নে স্বীয় শ্রীবিগ্রহগণের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীশ্রীবিগ্রহদ্বয়কে সযত্নে রক্ষা করিয়া সেবা করিয়াছিলেন।

সেবায়েত বৈষ্ণবগণের তালিকা—

গোপালদাস মহান্ত
|
রামকৃষ্ণদাস
|
রামদাস বৈষ্ণব
|
গোপালদাস
|
সীতানাথ দাস (বর্ত্তমান)

দশহরা দিবসে এখানে উৎসব হয়। দেবালয় খড়ের ঘরের। স্থানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নিকটে স্থানীয় গোপালচন্দ্র পাল নামক জনৈক ব্যবসাদার একটী দেব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পুরুষোত্তম ঠাকুর বা কানাই ঠাকুরের বর্ত্তমান বংশধর গোস্বামীগণের নিকট অনুরোধ, এই স্থানে তাঁহারা পুরুষোত্তমের স্মৃতি রক্ষা করিয়া দ্বাদশ গোপালের অন্যতম একটী শ্রীপাটের দর্শনভাগ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে প্রদান করুন।

করিয়া লইয়াছি। এজন্য স্তোককৃষ্ণ সদাশিবপুত্র পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরই আমাদের ৮ম গোপাল। বৈষ্ণব আচারদর্পণে ঠিক এই মতই আছে :—

স্তোককৃষ্ণ গোপাল যে বৃন্দাবনে ছিল।
ঠাকুর পুরুষোত্তম এখানে হইল ॥
সদাশিব ঠাকুরপুত্র হয় বৈদ্যজাতি।
নিত্যানন্দ শাখা সুখসাগরে বসতি ॥

বৈষ্ণবগ্রন্থে নাগর পুরুষোত্তমকে নাগরদেশবাসী বলা হইয়াছে ; নাগর নগর বা নাগরদেশ তাঞ্জোর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে, ত্রিচিনপল্লী হইতে ১৪৫ মাইল পূর্ব্বে ও সমুদ্রের উপকূলে।

বোম্বের উপকূলে তুঙ্গনদীর তীরবর্ত্তী এক নাগর নগর ( বেদনুরের সমীপবর্ত্তী ) আছে ; ইহা সেই স্থান নহে। ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য )।

এই নগরদেশের বিবরণ জানিবার জন্য খাগড়া বহরমপুরে পূজনীয় গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র মহাশয়কে পত্র দিয়াছিলাম। তিনি ২১।১।২২ তারিখের উত্তরে জানান :—

* * "নাগরদেশ সম্বন্ধে এদেশের সকলেরই ধারণা অস্পষ্ট। আমি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে চারিধাম-ঘোরা কোন অভ্যাগতের নিকট শুনি যে, নাগরদেশ বর্ত্তমানে গুজরাট প্রদেশের নিকট। গুজরাট অঞ্চলের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আমি অনেক দর্শন করিয়াছি। ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে এক মূর্ত্তি অভ্যাগত রাঢ়ে ভ্রমণ করিতেন, তিনি গুজরাটী এবং তাঁর মূলদীক্ষা শিক্ষা ঐ দেশে নিত্যানন্দ-পরিবারের কোন আখড়ায় হয় প্রকাশ করিতেন। তিনি নিজদিগকে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শিষ্যসম্প্রদায় গণ্য করিতেন।"

স্তোককৃষ্ণ :—স্তোক অর্থে অল্প অর্থাৎ ছোট কৃষ্ণ। ইহাঁর

কৃষ্ণের ন্যায় রূপ ছিল, এজন্য পিতামাতা ভাবিলেন, ইহার নামও যদি কৃষ্ণ রাখি, তবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহার (এক নামের জন্য) খুব বেশী বন্ধুত্ব হইবে। কিন্তু ব্রজে গোপরাজের পুত্রই শ্রীকৃষ্ণ, অন্যের নাম কৃষ্ণ রাখা অন্যায় বিবেচনায় ঐরূপ স্তোককৃষ্ণ বা ছোটকৃষ্ণ নামকরণ করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী টীকা, ১০ স্কঃ, ১৫ অঃ।

অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে পুরুষোত্তমপ্রসঙ্গ :—

দীপিকা এবং বৈষ্ণব আচারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

(ক) অনন্তসংহিতায়—

পুরুষোত্তমো বৈশ্যকুলে স্তোককৃষ্ণঃ প্রিয়ো মম।

(খ) ভক্তমালে—

স্তোককৃষ্ণ যেহোঁ তেঁহ দাস পুরুষোত্তম।
নাগর পুরুষোত্তম যেহঁ পূর্ব্বে ব্রজে দাম॥

(গ) বৈষ্ণববন্দনা, বৃন্দাবনঠাকুরকৃত :—

বাহ্য নাই পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে॥
স্তোককৃষ্ণ করি যারে পুরাণে বাখানে।
পুরুষোত্তম সেই বস্তু জানে সর্ব্বজনে॥

(ঘ) পুরাতন পত্রিকায় :—

১। পুরুষোত্তমঠাকুর—সুখসাগরে শ্রীপাট।
২। পুরুষোত্তম নাগর—নাগরদেশে "
৩। কানাই ঠাকুর—বোধখানায় "

(ঙ) চৈতন্যসঙ্গীতায় :—

সুখসাগরেতে স্তোককৃষ্ণ গুণাকর।
শ্রীপুরুষোত্তম কবিরাজ নামধর॥

ইহাঁর মতে বোধখানায় উজ্জ্বল গোপাল শিশুকৃষ্ণদাসের শ্রীপাট।

( চ ) পাটপর্য্যটনে :—( ভিন্নমতে )

"বোধখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল।"

"সুদাম সখা পুরুষোত্তম পূর্ব্ব আখ্যানে ॥"

( ছ ) চৈতন্যপারিষদ-জন্মস্থাননির্ণয়ে :—( ভিন্নমতে )

( ক ) পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী জন্ম কাঁচিসানি।

( খ ) সদাশিব কবিরাজ কানাইয়া গ্রামেতে।

তথাই শ্রীপুরুত্তোম———সাথে ॥

( জ ) ভোগমালায়—কেবল নাগর পুরুষোত্তমের নাম আছে।

( ঝ ) বৈষ্ণব আচারদর্পণের বিভিন্ন মতে :—

১ম নাগর পুরুষোত্তমই অংশুমান্ সখা,

২য় নাগর পুরুষোত্তমই স্তোককৃষ্ণ।

( ঞ ) বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকৃত ও দেবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণববন্দনায়—পুরুষোত্তম পণ্ডিত, রত্নাকরপুত্র, লবঙ্গসখা, নবদ্বীপে বসতি বলা হইয়াছে।

( ট ) শ্রীচৈতন্যভাগবতে :—

সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান।

যার পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম নাম ॥

বাহ্য নাই পুরুষোত্তমের শরীরে।

নিত্যানন্দচন্দ্র যার হৃদয়ে বিহরে ॥ অন্ত, ৬৪৭৪

( ঠ ) শ্রীচরিতামৃতে,—আদি ১১।১০২।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।

শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাহার পুত্র হয় ॥

তার পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর ॥

(ড) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (বৃন্দাবনদাসকৃত) ১৫৮ পৃঃ,—

শ্রীস্তোককৃষ্ণঃ কমনীয়কান্তিঃ

প্রশস্তবক্ষাঃ সুমুখঃ প্রশান্তঃ।

স্বভাবসংকীর্ত্তনভাবযুক্তঃ

সততং নিজৈঃ নৃত্যতি বিহ্বলঃ সন্॥

যুগাবতারঃ প্রকটপ্রভাবঃ

কৃষ্ণাংশকঃ শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ॥

(ঢ) প্রেমে পরিপূর্ণ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর।

যাঁহার অভিষেক হইল সাক্ষাৎ প্রভুর॥

সপ্ত বৎসরের কালে কৃষ্ণরূপ ধরে।

নাচিয়া সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বচিত্ত হরে।

স্তোককৃষ্ণ স্বরূপ তাহা অনুভবে জানি।

সাধু জন স্নিগ্ধ হয় যাহার গুণগানে॥ ঐ।

(ণ) "চন্দ্রপ্রভা" নামক গ্রন্থে ;—

সম্বরারেঃ সুতো জাতঃ কবিরাজসদাশিবঃ।

সদাশিবস্য পুত্রৌ দ্বাবগ্রজঃ পুরুষোত্তমঃ॥

পুরুষোত্তমসেনো যো বিষ্ণুপারিষদোপমঃ।

স ঠকুর ইতি খ্যাতো বিশ্ববিশ্রুতসদ্যশাঃ॥

ইহা ভিন্ন নিম্নলিখিত সামান্য বিবরণ বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়,—ঠাকুর, দাস, সেন, কবিরাজ এবং গোস্বামী প্রভৃতি উপাধি স্তোককৃষ্ণ পুরুষোত্তমের জানা যায়।—

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণববন্দনাকার ব্রাহ্মণকুলাবতংশ শ্রীল দৈবকীনন্দন পুরুষোত্তমের শিষ্য ছিলেন। দৈবকীনন্দন শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট অপরাধী হওয়ায় মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করেন ও শ্রীবাস আজ্ঞায় বৈষ্ণববন্দনা রচনা করেন। ইহাতে শ্রীপুরুষোত্তমের বিষয় এইরূপ আছে,—

ইষ্টদেব বন্দো মোর শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কি কহিব তাঁহার গুণের অনুপাম॥
সপ্ত বৎসরে যার কৃষ্ণের উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার চিকুরে ধরিয়া।
নিত্যানন্দস্তব পড়িলেন শক্তি দিয়া॥
গদাধর দাস আর গোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি পরম সন্তোষ॥
যার অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক সর্ব্বজ্ঞতা যাঁর শিশুকালে॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যার কাণে।
পদ্মগন্ধ হৈলা তাহা সভা বিদ্যমানে॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমরস—যার কলেবর॥

শ্রীকানুতত্ত্বনির্ণয় গ্রন্থে জানা যায়, ৬২ পৃঃ—

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর স্বীয় ভার্য্যা জাহ্নবা দেবীর সহিত ( ইঁহার অপর নাম শ্রীমতী গৌরজাহ্নবা ) সুখসাগরে বাস করিতেন। সুখসাগরে এক পরম যোগী বহুকাল হইতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার শরীরের উপরে মৃত্তিকার স্তর পড়িয়া গিয়াছিল। জনৈক কুম্ভকার মৃত্তিকা খনন-কালে উক্ত যোগীর স্কন্ধদেশে আঘাত লাগে। পরে ইনি ধ্যানভঙ্গে পুরুষোত্তমগৃহে অতিথি হন। পুরুষোত্তম-গৃহিণীর সেবা যত্নে পরম পরিতোষ লাভে তাঁহাকে পুত্রবর প্রদান করেন। এবং বলেন, "মা!

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের বংশাবলী।
শ্রীকংসারি সেন
শ্রীসদাশিব কবিরাজ
শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর
যদুনাথ
শ্রীঠাকুর কানাই
রামভদ্র (১)
শচীনন্দন (২)
যাদবেন্দ্র (৩)
বংশীবদন (৪)
(পরপৃষ্ঠায়)
মদনমোহন (৫)
বলভদ্র
রঘুনন্দন
রতিবল্লভ
রাধাবল্লভ
শ্রীবল্লভ
রামেশ্বর
রামজীবন
রামদেব
রাজীব
রামগোবিন্দ
বামদেব
নন্দ
কৃষ্ণ
নন্দলাল
আনন্দ
পরমানন্দ
রামেশ্বর
যুগল
কৃষ্ণ
শরণ
গোপাল
জগন্নাথ
গোকুল
শ্যাম
গৌর
শুক
গোপী
গৌর
রাম
কৃষ্ণমোহন
ব্রজ
গোপালকৃষ্ণ
কৃষ্ণহরি
রাম
রঘুদেব
রামকৃষ্ণ
রাধারমণ
নৃসিংহ
বলরাম
গোলক
কৃষ্ণনাথ
শুক
কৃষ্ণানন্দ
হরি
নন্দলাল
রামানন্দ
কৃষ্ণ
দীন
গোপীকান্ত
হলধর
রাজকৃষ্ণ
মধু
শ্রীকৃষ্ণ
রাসবিহারী
রমু
গোলাপ
স্বরূপ
রসরাজ
নীলমাধব
বেণী
গৌর
দ্বারকা
সীতানাথ
সুরেন্দ্র
নরেন্দ্র
বিনয়
মদন
হরি
জানকী
মন্মথ
অশ্বিনী
মনোমোহন
অজিত
অজয়
রাধাশ্যাম
প্রাণবল্লভ
রাধাবল্লভ
কৃষ্ণ
রাম
প্রভাস
সতীশ
কানাই
মণীন্দ্র
চিত্তরঞ্জন
কুমুদ
শম্ভু

## কানাই ঠাকুরের ৪র্থ পুত্র বংশীবদনের বংশাবলী। ভজন-ঘাটের গোস্বামিবংশ

## রাধারমণ-বংশাবলী

(২) রাধারমণ

- কৃষ্ণ
  - শ্রীকান্ত
  - পীতাম্বর
- রাম
  - গিরিধর
    - আনন্দ
    - বিনোদ
    - বিপিন
    - নিত্যানন্দ
    - বনয়ারী
    - লালবিহারী
    - হারাধন
  - মুরলীধর
    - রামকমল
      - মদন
        - রাসবিহারী
          - শচীকান্ত
          - লক্ষ্মী
        - কুঞ্জ
          - প্রভাস
          - প্রকাশ
        - কৃষ্ণ
          - ভবানী
        - গোষ্ঠবিহারী
    - গোবিন্দ
    - কৃষ্ণকমল
      - সত্য
        - কামিনী
          - অমিয়
          - কিরণ
          - সুধাংশু
          - সুস্থির
      - নৃত্য
        - চিরঞ্জীব
- গোবিন্দ
- বদন
  - অগুরু প্রসাদ
- হরিশানন্দ
  - নবীন
    - মহেন্দ্র
      - মনোরঞ্জন
      - রাধারঞ্জন
      - গোপীরঞ্জন
  - নীলকমল
  - ব্রজ
  - মনোহর

আমিই তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। আমার এই স্কন্ধদেশের অস্ত্রাঘাত দেখিয়া চিনিতে পারিবে। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিলে আপনি ধরাধামে থাকিতে পারিবেন না।"

পরে যথাসময়ে গৌরজাহ্নবা দেবী পুত্ররত্ন লাভ করিলে—তিনি শিশুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাতচিহ্ন দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠেন।—কিন্তু ধাত্রীর প্রবল আগ্রহে যখন সাধুর পূর্ব্বকথা ব্যক্ত করিলেন, তখন তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল।

দ্বাদশ দিনের শিশু মাতৃহারা হইলে দয়াময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ত্বরায় সুখসাগরে গমন করতঃ বালককে লইয়া খড়দহে শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতাকে সমর্পণ করেন। নামের একতা হেতু পুরুষোত্তম-গৃহিণীর সহিত জাহ্নবা দেবীর মিত্রতা বা সৈ সম্বন্ধ ছিল। তিনি পুত্রাধিক স্নেহে শিশুকে পালন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু শিশুকাল হইতে বালকের কৃষ্ণভক্তি নিরীক্ষণ করিয়া উহার নাম শিশুকৃষ্ণদাস রাখিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী কানাই ঠাকুর নাম রাখেন। পরে ইনি কানাই ঠাকুর নামে বিখ্যাত হন। ছাওয়াল কৃষ্ণদাসও ইহাঁর নামান্তর। কৈশোর বয়সে শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতার সহিত ইনি শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম ঠাকুরের এই পুত্র ১৪৫৭ শকে, বাংলা ৯৪২ সালে রথযাত্রার দিনে জন্মগ্রহণ করেন। ( নিত্যানন্দচরিত ২০৭ পৃঃ, ৩য় খণ্ডে ১৪৫৩ শকে লিখিত আছে )। সুখসাগরে পুরুষোত্তমগৃহে একটী মুচুকুন্দ ফুলের গাছ ছিল। ঐ স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস-কৃত "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" গ্রন্থে ৬পৃঃ—জানা যায়—পূর্ব্বোক্ত দৈবকীনন্দন ব্যতিরেকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা ( শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর স্বামী ) শ্রীল মাধবাচার্য্যও এই বৈদ্যকুলোজ্জ্বলকারী মহাত্মার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ ইষ্টদেবরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে 'ব্যাসের ঘেরা' নামক স্থানে শ্রীপুরুষোত্তমপুত্র কানাই ঠাকুরের কুঞ্জ আছে। তথায় প্রাণবল্লভ নামক শ্রীবিগ্রহের সেবা হইয়া থাকে। শ্রীধাম নবদ্বীপেও ঠাকুর কানায়ের একটী আকড়া আছে।

আবির্ভাবকাল,—পানিহাটীর ১৪৩৯ শকের উৎসবে ইহাঁর নাম না থাকিলেও ভাবার্থে উপস্থিতি বুঝা যায়। ১৪৫৭ শকে পুত্র কানাই ঠাকুরের জন্ম। ১৫০৪ শকের খেতুরীর উৎসবে গমন করিয়াছিলেন। অনুমান ১৪ শত শকের প্রথমে জন্ম এবং ১৫০৪ শকের পরে পৌষ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে তিরোভাব।

ঠাকুর পুরুষোত্তমবংশীয়—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিজীবন গোস্বামী পুরুষোত্তম ঠাকুরের রচিত অপ্রকাশিত অনেকগুলি পদ আমাকে প্রদান করিয়াছেন।

---

## ( ৯ম গোপাল ) শ্রীপরমেশ্বর দাস।

ব্রজের অর্জ্জুন গোপ। বৈদ্যকুলোজ্জ্বলকারী।

শ্রীপাট তড়া আটপুর। ( হুগলী জেলা )।

প্রকটকাল ১৪০০ শকাব্দের প্রথম হইতে ১৫০৪ শকের পর পর্য্যন্ত—তিরোভাব উৎসব তিথি বৈশাখী পূর্ণিমা।

স্থানপরিচয়—(১৩২৮।২৬এ মাঘ, শুক্রবার শ্রীপাট দর্শন-সৌভাগ্য।)

হুগলীজেলায় আটপুর গ্রাম। ইহার থানা জাইপাড়া—কৃষ্ণনগর; ডাকঘর স্বগ্রামেই। হাবড়া আমতা লাইট রেলের হাবড়া হইতে আটপুর ষ্টেসনে ( দূরত্ব ২৫ মাইল, ভাড়া ৷৷১০ ) নামিয়া পাঁচ মিনিটের পথ ঠাকুরবাটী।

যে স্থানে দেবালয়, ঐ স্থানকে বর্ত্তমানে আম্বুয়বাটী গ্রাম বলে। মুসলমান অধিকারের সময়ে আম্বুয় খাঁ ও আটু খাঁ জমিদারের নামানুসারেই আম্বুয়বাটী ও আটপুর গ্রাম নাম হয়। পূর্ব্বে ২০টী ক্ষুদ্র নদী বা খাল এই স্থানের পাশাপাশি ছিল; এখনও চিহ্ন আছে। এজন্য প্রাচীন নাম বিশখালা। (৺জানকীলাল শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "কাটোয়ার উত্তর পশ্চিম কোণে বিশখালা গ্রাম। কিন্তু তাহা নহে।) আরও ইহার শ্রীপাট সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ আছে, যথা—হিরণগাঁ, সাচড়া পাচড়া, খড়দহ, ভরতপুর, বেতু বা কাঁইগ্রাম। এগুলি প্রকৃতপক্ষে ইঁহার শ্রীপাট নহে, নামপ্রচারক্ষেত্র।

আটপুর গ্রামটী পল্লীগ্রাম হইলেও অনেক ভদ্রলোক ও ধনী লোকের বাস আছে। (প্রায় হাজার ঘর বসতি হইবে) একটী হাট আছে, শনি ও মঙ্গলবারে হাট হয়। তন্তুবায়গণের বাস বেশি। তাঁতের কাপড় হয়।

দর্শনীয়,—

দেবালয় সাধারণ গৃহের মত। প্রবেশ-পথের দরজার উপরে (সেবায়েত বেণীমাধব অধিকারী) নাম খোদিত আছে। সম্মুখে একটী আটচালা, উহার উত্তর দিকে পাকশালা। ইহাতে একখানি প্রস্তর ফলকে আছে,—

পরমভাগবত—
শ্রীননীলাল সাহা দ্বারা
পাকশালা নির্ম্মিত
১ চৈত্র—১৩২৬

শ্রীমন্দিরের দালানে অনেকগুলি পুণ্যবতী স্ত্রীলোকের নাম প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত আছে। ইঁহারা দেবালয় সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত শ্রীমূর্ত্তি আছেন—

শ্রীশ্রীবলদেব শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীমতী রাধারাণী

শ্রীশিলা ( এবং ধাতুময় ক্ষুদ্রাকারের শ্রীচরণদেব, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীমতী )

ধাতুময় ক্ষুদ্রাকারের শ্রীমূর্ত্তিগুলি শ্রীপরমেশ্বর ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। প্রস্তরময় বড় শ্রীমূর্ত্তিগুলি তিনি শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর আদেশে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

দেবালয়ের বাহিরে বা প্রবেশ-পথের দক্ষিণদিকে একটা বড় বেদী। বেদীর মধ্যস্থলে তুলসীমঞ্চ। উহাই পরমেশ্বর ঠাকুরের সমাজ। বেদীর পশ্চিমদিকে একটি বকুল বৃক্ষ, এবং পূর্ব্বদিকে খুব প্রাচীন ১টী কদম্ব ও ১টী বকুল বৃক্ষ।

স্থানীয় শ্রীললিতমোহন দত্ত এই বেদীটি সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। প্রবাদ, পরমেশ্বর দাসের দন্তধাবন-কাষ্ঠ হইতে এই বৃক্ষের উদ্ভব। কদম গাছে দোলের সময়ে একটী করিয়া কদম ফুল হয়, তাহা শ্রীবিগ্রহকে পরান হইয়া থাকে।

প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নমধ্যে শ্রীবিগ্রহাদি ব্যতিরেকে উক্ত বৃক্ষদ্বয় এবং পরমেশ্বর ঠাকুরের শ্রীসংকীর্ত্তনের সময়ে ব্যবহৃত অর্দ্ধচন্দ্রাকার একটি পিতলের খুন্তি আছে। পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত মাখনলাল নেওগী মহাশয় আমাদের উহা দর্শন করাইলেন। শ্রীবিগ্রহের নামে পূর্ব্বে বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল, এখন সামান্যমাত্র আছে। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা বা ফুলদোল দিবসে এখানে মহোৎসব হইয়া থাকে।

এই দেবালয়ের কিঞ্চিৎ দূরে বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ দেবালয়ও মনোহর।

নিকটে গ্রাম্যদেবী শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী মাতা আছেন। উহা গড় ভবানী-পুরের রাজা নরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীপাটের নিকটেই শ্রীল ললিতমোহন দত্তের বাটী। এই ভদ্রলোক আমাদের বিশেষ আগ্রহের সহিত বিবরণাদি জ্ঞাত করিয়াছিলেন। এবং শ্রীবিগ্রহের ফটো দিয়াছিলেন।

পরমেশ্বরদাস ঠাকুরকে কেহ কেহ পরমেশ্বর দাসও বলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে পরমেশ্বরনামা ও ভিন্ন উপাধিযুক্ত আর দুই-জনের নাম পাইয়াছি:—

(১) পরমেশ্বর দাস মল্লিক। শ্রীল বীরভদ্র প্রভু যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন ইহার গৃহে অবাস্থিতি করিয়াছিলেন,—

"পরমেশ্বর নাম মল্লিক নাম হয়॥"
নিত্যানন্দগণ তেঁহো সবংশ সহিতে॥
(নিত্যানন্দবংশ'বস্তার – ৩৮পৃঃ)।

(২) "পরমেশ্বর দাস মোদক,—নবদ্বীপবাসী মিষ্টান্ন-বিক্রেতা॥ ইহার গৃহে প্রভু বাল্যকালে মিঠাই খাইতেন।

নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে প্রভুর ঘরের নিকট ঘর॥
চরিতামৃত, অন্ত, ১২।

ইঁহার পুত্রের নাম মুকুন্দদাস।

শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থে পরমেশ্বরদাসের প্রসঙ্গ:—

(ক) গণোদ্দেশদীপিকায় ;—

নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ। ১৩২

(খ) বৈষ্ণব আচারদর্পণে ;—

অর্জ্জুন গোপাল বলি ব্রজে ছিল যিনি।
পরমেশ্বর ঠাকুর হইল এবে তিনি ॥
নিত্যানন্দ প্রিয়শাখা অলৌকিক প্রীতি।
রাঢ়দেশে বিশখালাতে বসতি ॥

( গ ) পাটপর্য্যটনেঃ—

সাচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি।
পরমেশ্বর অর্জ্জুন সখা পূর্ব্বে এই খ্যাতি ॥
মাধবের সখা এই পাণ্ডব নহে।
হিরণগা সাঁচড়া পাঁচড়া সর্ব্বজনে কহে ॥

( অর্থাৎ পাণ্ডবের মধ্যে অর্জ্জুন সখা নহে )।

( ঘ ) শ্রীচৈতন্যপারিষদ জন্মনির্ণয়ে ;—

পরমেশ্বর দাস খড়দহে প্রকাশ।

( ঙ ) দ্বাদশ পাট নির্ণয়ে :—পরমেশ্বরের নাম আছে।

( চ ) অনন্তসংহিতায়—

অর্জ্জুনঃ পূর্ব্বদেহে যঃ কলৌঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ।

( ছ চৈতন্যসঙ্গীতায়—

ভরাট পুরেতে হয় অর্জ্জুনের বাস।
নামেত পরমেশ্বর উপাধিতে দাস ॥

( জ ) বৈষ্ণববন্দনা ( দেবকীনন্দনকৃত )—

পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে ॥

( ঝ ) ঐ বৃন্দাবনদাসকৃত—

পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবহিতে।
যে কৈল আপনি ব্যক্ত কীর্ত্তনে নাচিতে ॥

গণ্ডাদশ শৃগাল ডাকিয়া একে একে।
বোল নাম বোলাইল সবাকার মুখে॥

(ঞ) ভক্তমালে—

অর্জ্জুন নামেতে সখা পরমেশ্বর দাস।

(ট) বৈষ্ণব আচারদর্পণে—ইহাঁকে বিভিন্ন মতে সুবাহু ও ভদ্রসেন সখা বলা হইয়াছে।

(ঠ) চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে; ২৮—১৫ পৃঃ—

সুবাহু স্বরূপ শ্রীপরমেশ্বর দাস।
সংকীর্ত্তনে অনুভব করিলা প্রকাশ॥
প্রিয় গোপবেশরূপ পরমেশ্বর ধরি।
শৃগালেরে হরিনাম দিলা ভক্তি করি॥
মহা অনুভব কর্ম্ম না যায় কথন।
বিস্তার সর্ব্বত্র আছে করিবা শ্রবণ॥

(ড) চৈতন্যচরিতামৃতে, আদি, ১১,—

পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দের শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তারে যে করে ধারণ॥

শ্রীপরমেশ্বর দাস।

স্বর্গীয় জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় ইঁহার বিষয়ে লিখিয়াছেনঃ—

বৈদ্যবংশাবতংস শ্রীপরমেশ্বর দাস সেতবা কাউ গ্রামে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া খড়দহে বাস করেন। কাহারও মতে ইনি জাহ্নবাদেবীর মন্ত্রশিষ্য। খেতুরীর মহামেলায় ইনি শ্রীমতী জাহ্নবা মাতার সহিত গমন করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস।
করিলা গমন সজ্জা হইয়া উল্লাস॥ (নরোঃ বিঃ)।

খেতুরী পরিত্যাগ সময়ে রাজা সন্তোষ রায় জাহ্নবা দেবীকে উপঢৌকনস্বরূপ যে যে দ্রব্য সামগ্রী দিয়াছিলেন, তাহা পরমেশ্বর দাসের হস্তেই অর্পণ করেন। যথাঃ—

শ্রীঈশ্বরীর সঙ্গেতে দিবার যোগ্য যাহা।
শ্রীপরমেশ্বর দাসে সমর্পিল তাহা॥ (ঐ)

আবার শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী যখন রামচন্দ্র গোস্বামীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন বীরচন্দ্র প্রভুর আদেশক্রমে পরমেশ্বর দাস তাঁহাদিগের প্রধান রক্ষক ও অভিভাবকস্বরূপ সঙ্গে গিয়াছিলেন। যেই মাত্র ঠাকুরাণীর শিবিকা বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল, বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ ঠাকুরাণীকে গ্রহণ জন্য কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেন, তখন পরমেশ্বর দাসই জাহ্নবাদেবীর নিকট গোস্বামিগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন :—

ঈশ্বরী আগে শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
ধীরে ধীরে কহে অতি সুমধুর ভাষ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ।
শ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতাদি এক সাথ॥
এ সকলে আইলেন আগুসরি নৈতে।
এত কহি সবারে দেখান দুর হৈতে॥ (ঐ)

বৃন্দাবন হইতে আগমনের পর ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া শ্রীপাট খড়দহ লইয়া গিয়াছিলেন। আচার্য্যরত্ন, (?) শ্রীরঘুনন্দন, নরোত্তম ঠাকুর, ও রামচন্দ্র কবিরাজ, পরমেশ্বর দাসের প্রতি যারপর নাই ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। প্রবাদ, এই সকল মহাত্মারা পরমেশ্বর

দাসের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। এবং সেই অবধি তাঁহাকে অপ্রাকৃত মনুষ্য বা নরনারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

ইনি কিছু দিন গরলগাছা (১) গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। পরে জাহ্নবা দেবীর আদেশক্রমে তড়া আঁটপুরে গমন করতঃ শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। (২) সম্প্রতি এই শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর হইয়াছে। অধুনা শুনিয়াছি, চাচড়ার রাজা-দিগের সরকার হইতে শ্যামসুন্দরের সেবা সম্পন্ন হয়। পরমেশ্বরী দাসের প্রভাব সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। আমরা দুইটী বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

একদা আঁটপুরে (অন্য গ্রন্থে আছে, আকনা মাহেশ গ্রামে) পরমেশ্বর দাস ভক্তমণ্ডলী সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে গ্রামের কোন দুষ্টলোক একটী মৃত শৃগাল কীর্ত্তন-দলমধ্যে নিক্ষেপ করে। পরমেশ্বর দাস সেই মৃত শৃগালকে জীবিত করিয়া কীর্ত্তনে নাচাইয়া-ছিলেন।

---

(১) হুগলী জেলায় চণ্ডীতলার নিকট।

(২) ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে।
শ্রীপরমেশ্বরী দাস কহে ধীরে ধীরে॥
তড়া আঁটপুর গ্রাম শীঘ্র করি যাহ।
তথা রাধা গোপীনাথ সেবা প্রকাশহ॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
রাধা গোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ॥
শ্রীঈশ্বরী গমন করিলা সেইখানে।
হৈল যে উৎসব তা দেখিল ভাগ্যবানে॥

ভক্তি, ১৩। ১০১৬ পৃ.।

পরমেশ্বর দাস একদিন ঐ আঁটপুর গ্রামে দুইখানি দন্তধাবন-কাষ্ঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন, তাহা হইতে অতি সত্বর দুইটি প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। (গৌরপদতরঙ্গিণী, ১০৭ পৃঃ)।

মহাপ্রভু যখন পুরীধাম হইতে পানিহাটীতে শ্রীশ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভবনে আগমন করেন, সেই সময়ে পরমেশ্বর দাসও আসিয়া প্রেমে ক্রন্দন করিয়াছিলেন,—

সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি প্রেম যোগে কান্দে দুইজনে॥
—ভাগবত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন গৌড়ে প্রেম প্রচারার্থ আগমন করেন, পরমেশ্বর দাসও তখন তাঁহার সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন।—ঐ সময়ে গোপাল ভাবে বিভোর হইয়া পরমেশ্বর দাস হৈ হৈ শব্দ করতঃ নৃত্য করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ১৪৩৯ শকের দণ্ড-মহোৎসবে ও খেতুরীর ১৫০৪ শকের উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমাই (ফুল দোলের দিন) সম্ভবতঃ ইহাঁর তিরোভাব-তিথি।—ইনি চির-কুমার ছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতার বংশ আছে। বহু চেষ্টা করিয়াও পূর্ণ বংশতালিকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যতদূর পারিয়াছি, তাহা প্রদত্ত হইল।

বংশধরগণ কটক, গরলগাছা, আঁটপুর, এই কয়স্থানে বাস করিতে-ছেন।—গরলগাছার (ডাকঘর চণ্ডিতলা, জেলা হুগলী) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ গুপ্তের নিকট বংশতালিকা ইহাপেক্ষা কিছু অধিক আছে বলিয়া শুনিলাম। শ্রীপাটের সংবাদদাতা সেবায়েতগণের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি গুপ্ত, সাকিন তড়া আটপুর।

## বৈদ্যকুলোজ্জ্বলকারী কাশ্যপ গোত্র।
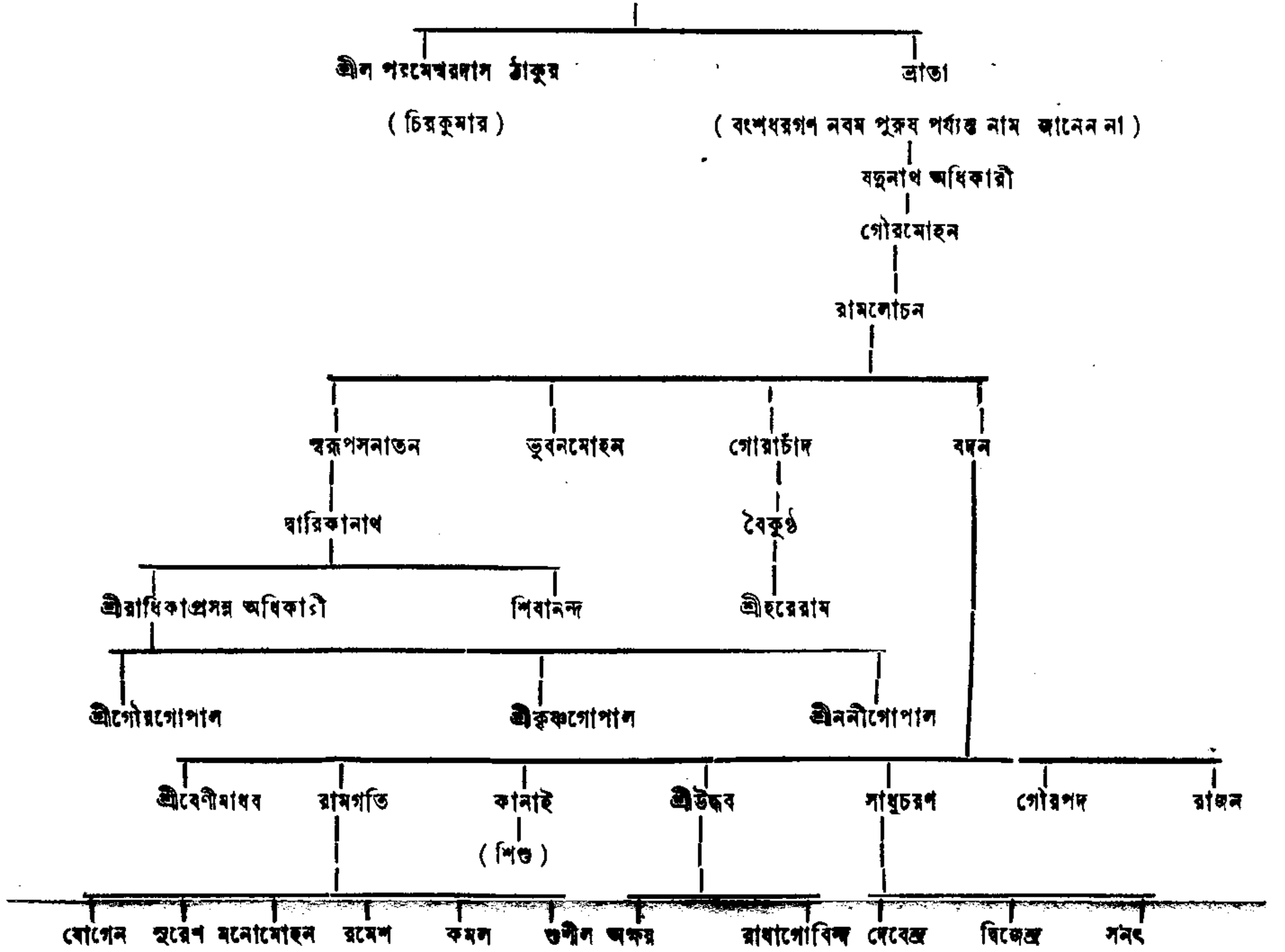
# ( ১০ম গোপাল ) শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর

ব্রজের লবঙ্গসখা। ব্রাহ্মণ।

শ্রীপাট আকাইহাট। ( বর্দ্ধমান জেলা )।

জন্ম ১৪০০ শকাব্দের প্রথমে ও তিরোধান ১৫০৪ শকাব্দের পরে। তিরোভাব উৎসব ( সোনাতলা পাবনায় অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দ্বাদশী ) আকাইহাটে চৈত্র কৃষ্ণা দ্বাদশী বারুণীতে।

স্থান পরিচয়—( ১৪ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩২৮ সালে শ্রীপাট দর্শন সৌভাগ্য হয় )।

আকাইহাট গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়। কাটোয়া ইহার থানা ও ডাক-ঘর। কাটোয়া হইতে "নবদ্বীপ কাটোয়া" রাজপথের ধারে।

ব্যাণ্ডেল জংসন হইতে কাটোয়া ষ্টেসনে নামিয়া ২ মাইল অথবা কাটোয়ার পূর্ব্ব ষ্টেসন দাঁইহাট নামিয়া প্রায় এক মাইল পথ। হাবড়া হইতে কাটোয়া ৯০ মাইল, ভাড়া ১৵০ আনা। দাঁইহাট ৮৬ মাইল, ভাড়া ১৵০ আনা। নিকটবর্ত্তী ১২টী গ্রামের "হাট" আখ্যা। যথা—আবু-হাট, ঘোষহাট, বাজে-পানুহাট, পানুহাট, মঙ্গল হাট, আকাইহাট, বিকে হাট, বেরা হাট, পাতাইহাট, দাঁইহাট ইত্যাদি। ইহাদের ইন্দ্রাণী পরগণা বলে। আকাইহাট গ্রামটী অতীব ক্ষুদ্র এবং লোকজনের বাস নাই বলিলেই চলে। ২।৪ ঘর কৃষিজীবী মাত্র।

আকাইহাটে কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের শ্রীপাটকে লোকে পাটবাড়ী বলিয়া থাকে। আমরা যতগুলি শ্রীহীন শ্রীপাট দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ইহার মত আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। সেবাভাবে শ্রীপাটের শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়াছেন, স্থানটী জঙ্গল হইয়াছে এবং প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরটী কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া চাপা

পড়িয়াছে। "নূপুর কুণ্ড" নামক পুষ্করিণীটি শুকাইয়া গিয়াছে। আজ দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল, মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তের শ্রীপাটের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল। হায়!—উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।

কলিকাতা হইতে আকাইহাট দূর হইলেও অতি নিকটে বর্দ্ধিষ্ণু—কাটোয়া মহকুমা। এ স্থান সহর বলিলেও চলে। কত বৈষ্ণব ভক্ত ধনীর বাসস্থান, কিন্তু তাঁহাদের কি এই পবিত্র স্থানটীর উদ্ধারের জন্য আগ্রহ হয় না? বেশী নয়, ৫।৭ শত টাকা হইলে বর্ত্তমানে স্থানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। এমন কি কেহই নাই, যিনি এই পবিত্র স্থানটীর সংস্কার করিয়া বৈষ্ণব জগতের একটী মহৎকার্য্য সম্পন্ন করেন?

দর্শনীয়,—রাস্তা হইতে আম্রবাগানের মধ্য দিয়া যাইলে সম্মুখে একটী ভগ্ন কুটারি দেখা যায়। কুটারির মধ্যে শ্রীবিগ্রহের শূন্য বেদী এবং পশ্চিম দিকে সমাজ। কুটারীর পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে একটী খড়ুয়া চালা। তাহার মধ্যে সেবায়েতগণের সমাজ। পশ্চিম দিকে একটী ক্ষুদ্র চালা ঘর। তাহাতে সেবায়েত হরেরাম বাবাজী মহাশয় থাকেন। ইনিই এখন এ স্থানের সেবায়েত, সমাজসেবা করেন। ইহার গৃহের দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী, ইহাই "নূপুরকুণ্ড"। প্রবাদ, এই পুষ্করিণীতে শ্রীখণ্ডের মুকুন্দাত্মজ শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের নূপুর পতিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন—মহাপ্রভুর বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নূপুর পতিত হইয়াছিল। ঐ নূপুর আকাই হইতে তিন ক্রোশ দূরে কড়ুই গ্রামে মহান্ত বাটীতে অদ্যাপিও আছে। (১)

---

(১) কুড়ুই গ্রাম কাটোয়া বর্দ্ধমান লাইট রেলের কৈচর ষ্টেসন হইতে ৭ মাইল। এখানের মহান্ত-বংশধরের নাম তিনকড়ি মহান্ত। ইহাদের গৃহে শ্রীশ্রীগোপীনাথ সেবা আছে। এবং আকাইহাট শ্রীপাটের শ্রীবিগ্রহ শ্রশ্রীরাধাবল্লভজী শ্রীগোপালজী এবং উক্ত নূপুর আছেন। কুড়ুই গ্রামের ডাকঘর কৈচর এবং জেলা বর্দ্ধমান।

কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীগোপাল জীউ ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এ স্থানের সেবায়েত ৺সীতানাথ দাস বাবাজীর সময়ে কুড়ুই গ্রামে মহান্তবাটীতে গমন করিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ দাস বাবাজীর নিকট নিম্নলিখিত সেবায়েত শিষ্যগণের নাম পাইলাম—

হরিদাস বাবাজী
|
রমণগোপাল গোঁসাই
|
সীতানাথ গোঁসাই — { কুড়ুই গ্রামের মহান্তগণ ইঁহার শিষ্য ছিলেন।
|
গৌরহরি বাবাজী
|
শ্রীহরেরাম দাস বৈরাগী (১৩০৬ সাল হইতে ১৩২৮ বর্ত্তমান)

হরেরাম বাবাজী মহাশয় বলিলেন, পূর্ব্বে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ এ স্থানে ছিল, বর্ত্তমানে সব নষ্ট হইয়াছে। কয়েকখানি মাত্র আছে, তাহা দেখাইলেন। ১২০০ সালের হস্তাক্ষর একখানি শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং ১১৭১ সালের লিখিত একখানি চরিতামৃত দেখিলাম।

হরেরাম বাবাজী "আকাইহাট আশ্রমের দুরবস্থা" শীর্ষক একখানি বিজ্ঞাপন পত্র আমাদের দিলেন। তাহাতে দেখিলাম—"পূর্ব্বে এই শ্রীপাটের সুখ সৌভাগ্যের পরিসীমা ছিল না। আশ্রমস্থান ভক্তগণের পুণ্যপ্রভায় উজ্জ্বল থাকিত, অতিথি অভ্যাগত সৎকৃত হইতেন। ভক্ত ধনিগণের সাহায্যে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য নিষ্কর ভূসম্পত্তি অনেকে দিয়াছিলেন। এখন তাহার কিছুই নাই। জমিদার মহাশয় সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ নাই, অতিথি অভ্যাগতকে অন্নদান দূরের কথা, সমাজসেবা—তাহাও ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলে কুলায় না। ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাও নাই।

চৈত্র কৃষ্ণা দ্বাদশী বারুণীর দিবস এখানে সমারোহে উৎসব হইত। শ্রীপাট অগ্রদ্বীপের মহোৎসব দর্শন করিয়া ভক্তগণ এই স্থানে আগমন করিতেন। এখন সে উৎসবের অঙ্গহানি হইয়াছে। যৎসামান্য ভাবে আয়োজন দ্বারা নিয়ম রক্ষা করতঃ শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথির আরাধনা করা হয়।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে ( ২৪ পৃঃ ) ভক্তবর জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় লিখিয়াছেন,—কালীয়াকৃষ্ণদাস—পাতাইহাটের উত্তরে আকাইহাট গ্রামে ইহাঁর শ্রীপাট, এখানে তাঁহার সমাধি আছে। ঐ সমাধির পশ্চিমে "নূপুর কুণ্ড" একটী পুষ্করিণী আছে, ইনি কায়স্থ ছিলেন।"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ( ৮বর্ষ, ১২সং—৪০৯পৃ ) কালা কৃষ্ণদাসকে কায়স্থ বলিয়া লিখিয়াছেন। বৈষ্ণব আচারদর্পণে স্বধামগত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন ;—"কেহ কহে ব্রাহ্মণ, কেহ কহে বৈশ্য জাতি।"

কিন্তু তাহা নহে, ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধানে ইহাঁর বংশধরগণের পরিচয় ও বংশতালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। বৈষ্ণব গ্রন্থেও জানা যায়, ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।—

পাবনা জেলার সোনাতলা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় ইহাঁর বংশধর। ইনি ১৩২৮ ১০ই মাঘ তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন ;—"কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুর বরেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ গোত্র, ভাদড়গ্রামী। ভাদড়গ্রামিগণ কুলীন বলিয়াই সমাজে পরিচিত ছিলেন। সান্ন্যাল নামক জনৈক কুলীন শ্রীহট্টে চাকরী করিতেন, তিনি বরেন্দ্রভূমি হইতে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ সন্তান আনিয়া তাঁহার পঞ্চ কন্যাকে বিবাহ দেন। সেই হইতে শ্রীহট্টের ইটাপাঙ্গলদিয়া প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা কুলীন বলিয়া

পরিচিত। ভাদড়গণ এখন শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কাপ্ শ্রেণীতে বর্ত্তমান আছেন।

আকাইহাট হইতে কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুর হরিনাম প্রচার করিতে করিতে এদেশে আগমন করেন ও সোনাতলা গ্রামে আশ্রম করেন। যে স্থানে তিনি আশ্রম করেন, সেই মাঠে এখনও গৃহাদির ভগ্ন চিহ্ন আছে। পরে এই স্থানে তাহার জ্ঞাতিগণও আগমন করেন। এবং আকাইহাটে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি এই দেশেই বিবাহ করিয়া সংসারী হন। কিছু দিন পরে তিনি পুনরায় আকাইহাটে ও শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

সনাতলা গ্রামে অবস্থান কালীন তাঁহার শ্রীমোহনদাস নামে এক পুত্র জন্মে। উহাঁকে মাতুলালয়ে সোনাতলা বা ভাদুটী মথুরাপুর গ্রামে রাখিয়া এবং সমুদয় সম্পত্তি উক্ত পুত্রকে প্রদান করিয়া সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও তাঁহার গৌরাঙ্গদাস নামে আর এক পুত্র জন্মেন। শ্রীবৃন্দাবনে জন্মহেতু গৌরাঙ্গদাসের অপর নাম বৃন্দাবনদাস। পরে ১ম পুত্র মোহনদাসের নিকট ইহাঁকেও পাঠাইয়া দেন এবং সম্পত্তির ছয় আনা অংশ লইতে আদেশ করেন। কৃষ্ণদাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজীর অনুরূপ কালাচাঁদ বিগ্রহ প্রকাশ করতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সেবা করিতে থাকেন।

ভাদড়গণের বাসের জন্য এই গ্রামের নাম ভাদুটী মথুরাপুর ছিল। আমাদের পরিচয় "ভাদুটীর বৈষ্ণব পরিবার।" কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশধর আমরা বর্ত্তমানে সোনাতলা, ছেচানিয়া চোমরপুর, করঞ্জা, পেঁচাখোলা, পোতদিয়া, প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছি।

সোনাতলার আশ্রম-বাটীর ভিটা, মন্দিরের ইট এবং পুষ্করিণীর ঘাঠ এখনও দৃষ্ট হয়।

এখানের শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রী৺কালাচাঁদ জীউ পালাক্রমে বংশধরগণের গ্রামে দুই মাস করিয়া অবস্থিতি করেন। দূরের জ্ঞাতিগৃহে গমন করেন না।

এখানে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দ্বাদশীতে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব হয়। বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্রগণ আমাদের শিষ্য।

সোনাতলা আসিতে হইলে কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ, তথা হইতে ষ্টিমারে কালীগঞ্জ লাইনে সাধুগঞ্জে নামিয়া নৌকাযোগে বেড়াবন্দরে, তথা হইতে পশ্চিম দিকে দুই ক্রোশ দূরে সোনাতলা গ্রাম ইছামতী নদীর উত্তর তীরে। ইতি। শ্রীবিজয়গোবিন্দ গোস্বামী।

বৈষ্ণব গ্রন্থে কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর প্রসঙ্গ,—

(ক) গণোদ্দেশে—

কালাকৃষ্ণদাসসখো যো লবঙ্গসখা ব্রজে।

(খ) বৈষ্ণবাচার দর্পণে ;—

পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যেহো লবঙ্গ গোপাল।
ঠাকুর কানাই এবে পণ্ডিত বাখান॥
কেহ কহে বৈদ্য জাতি কালাকৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ প্রভু শাখা বোধখানায় বাস॥"

ইনি পুরুষোত্তম ঠাকুরপুত্র কানাই ঠাকুরকে অনুমান করিয়াই এইরূপ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে।

(গ) পাটপর্য্যটনে—

আকাইহাটে কালাকৃষ্ণদাসের বসতি।
পূর্ব্বেতে লবঙ্গ সখা যার নাম খ্যাতি॥

(ঘ) চৈতন্য-পারিষদ জন্মস্থান নির্ণয়—

আকাইহাটেতে বড় কৃষ্ণদাস নাম।

কৃষ্ণদাস বিহরয়ে বড়গাছি ধাম ॥
মামদাবাদে জন্ম কালিয়া কৃষ্ণদাস নাম ॥"

বড়গাছির কৃষ্ণদাস ও কালিয়াকৃষ্ণদাস ভিন্ন ভক্ত। মামদাবাদে ইহাঁর জন্ম হইতে পারে।

(ঙ) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি—

কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যাঁরে সঙ্গে লইয় কৈল দক্ষিণ ভ্রমণ ॥

ঐ ১১শ পরিচ্ছেদে,—

কালাকৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন ॥

(চ) অনন্তসংহিতায়—

পূর্ব্বপ্রিয়ো লবঙ্গো যে কৃষ্ণাখ্যঃ স কলৌ যুগে ॥

(ছ) দ্বাদশ পাটনির্ণয়ে—

কালাকৃষ্ণদাস—আকাই হাট।

(জ) চৈতন্যসংগীতায়—

কুলিগ্রামে শ্রীলবঙ্গ জনমিল আসি।
কালিকৃষ্ণদাস নামে যেহ গুণরাশি ॥

এই কুলিগ্রাম কোথায় (?)। পারিষদজন্মস্থান নির্ণয়ে মামদাবাদ আছে।

(ঝ) বৈষ্ণব আচারদর্পণের ভিন্ন মতে ইনি লবঙ্গসখা নহেন, মহাবাহুসখা।

(ঞ) বৈষ্ণববন্দনা, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকৃত,—

প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র স্ফূর্ত্তি হয় যাহার স্মরণে ॥

মহাবাহু করি যারে ভাগবতে কয়।
কালিয়া কৃষ্ণদাস সেই বস্তু জানিও নিশ্চয়॥

ইহাঁর মতে লবঙ্গসখা পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর।

( ট ) ঐ দৈবকীনন্দনকৃত,—

কালিয়াকৃষ্ণদাস বন্দো বড় ভক্তি করি।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজধারী॥

( ঠ ) ঐ বৃন্দাবনদাসকৃত,—

উন্মাদী বিনদি বন্দো কালাকৃষ্ণদাস।
প্রেমেতে বিভোর সদা না সম্বরে বাস॥

( ড ) ভক্তমালে,—

লবঙ্গ নামেতে সখা কালাকৃষ্ণদাস॥

কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। এবং তাঁহারই আজ্ঞায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতগ্রন্থে আছে,—ইহাঁর শ্রীপাট বর্দ্ধমান কাটোয়ার নিকট আকাইহাট গ্রামে। × × শ্রীচরিতামৃতে আছে—

কৃষ্ণদাস এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লেহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমা সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥

মহাপ্রভু তীর্থযাত্রাকালে নিত্যানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নির্দ্দেশ-ক্রমে এই কালাকৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। উপরোক্ত পদ্যই তাঁহার প্রমাণ। এবং তীর্থ হইতে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়া প্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন,—

তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাস বোলাইলা ॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইহ আমার সহিত ॥
ভট্টমারি হইতে গেল আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইহায় আনিল উদ্ধারিয়া ॥
ইবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়।
যাহা যাহ আমা সনে নাহি আর দায় ॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দতে লাগিল ॥ শ্রীচরিতামৃত।

প্রভুর শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তনবার্ত্তা শ্রীশ্রীশচীমাতাকে জ্ঞাপন করিবা জন্ত এই কালাকৃষ্ণদাসকে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রভু পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

তবে সেই কৃষ্ণদাস গৌড়ে পাঠাইলা।
বৈষ্ণব সবাকে দিতে মহাপ্রসাদ দিলা ॥
তবে গৌড় দেশে আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপে গেলা তিহ শচী মাতা পাশ ॥ চরিতামৃত।

( নিত্যানন্দচরিত, ৩য়, ২০৭ পৃঃ )।

ভট্টমারীতে যে ঘটনা হইয়াছিল,তাহা এই,—

একদা দক্ষিণের মল্লার দেশে বেতপান নামক স্থানে মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউ দর্শন করতঃ রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। ঐ স্থানে "ভট্টমারী" নামক বামাচারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় থাকিত। (স্ত্রী মস্ত লইয়া তান্ত্রিক মতে ইহাদের সাধন)। তাহারা কৃষ্ণদাসকে সরল বুঝিয়া প্রলোভন দ্বারা মোহিত করতঃ নিজেদের আশ্রমে লইয়া যায়।

স্ত্রীধন দেখাঞা তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ হৈল ॥ চরিতামৃত, মধ্য, ৯।

নিদ্রাভঙ্গে মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে দেখিতে না পাইয়া ঘটনা বুঝিতে

পারিলেন, এবং ভট্টমারিগণের গৃহে গমন করতঃ কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ জন্ম বলিলে সমুদয় ভট্টমারিগণ প্রভুকে মারিবার জন্ম উদ্যত হইল। তখন তাহাদের মধ্যে হৈ হৈ শব্দ উত্থিত হইলে নিকটবর্ত্তী যেখানে যত ভট্টমারী ছিল, সকলেই কি বিপদ্ হইয়াছে ভাবিয়া অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মার মার শব্দে উপস্থিত হইল, এবং প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করিল

"খণ্ড খণ্ড হইল ভট্টমারী পালায় চারিভিতে ॥"

ভট্টমারিগৃহে উঠিল মহা ক্রন্দনের রোল ॥" ঐ।

তখন মহাপ্রভু কালা কৃষ্ণদাসকে কেশে ধরিয়া গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া, তথা হইতে পয়স্বিনীতীরে আদি কেশবজীর মন্দিরে গমন করিলেন।

কালাকৃষ্ণদাস দ্বারা প্রভু জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন, হে মানব, দুর্দ্দৈব বশতঃ যদি কখন পতিত হও, জানিও, করুণাময় প্রভু তোমার পশ্চাতে আছেন, কেশে ধরিয়া তিনি তোমাকে নিজের কাছে টানিয়া লইবেন। বিশেষত শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ অবতারশিরোমণি।

তিরোভাব-কাল।—পানিহাটীর দণ্ডমহোৎসবে (১৪৩৯ শকের) কালাকৃষ্ণদাস নাম নাই, হোড়কৃষ্ণদাস নাম আছে (১)। তাহা হইলেও ইনি যে উপস্থিত ছিলেন, তাহা "নিত্যানন্দ যত পারিষদ" পয়ারে জানা যায়। খেতুরির ১৫০৪ শকের উৎসবে ইহাঁর নাম আছে। এজন্ত ১৫০৪ শকাব্দের পরে তিরোভাব বলিয়া মনে হয়।

উৎসব সম্বন্ধে ভিন্নমত। সোনাতলায় অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দ্বাদশী, আকাই হাটে চৈত্রকৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি।

---

১। বড়গাছি গ্রামে শীঘ্র গেলা কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস রাজা হরি হোড়ের নন্দন ॥ ভক্তিরঃ, ১২, ৯৮৯ পৃঃ।

শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশতালিকা
শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর
মোহন দাস
গৌরাঙ্গদাস বা বৃন্দাবনচন্দ্র
( পর পৃষ্ঠায় দেখুন )
সর্ব্বানন্দ বা শচীনন্দন
রামগোপাল
শ্রীরাম
রাম
গোবিন্দরাম
রামচন্দ্র
রামচন্দ্র
প্রেমচন্দ্র
হরি
রাম
রাধা
রমানাথ
গোলক
জয়গোপাল
নন্দগোপাল
রাজকুমার
গৌরসুন্দর
ফকির
ব্রজ
রামজয়
কৃষ্ণকমল
কৃষ্ণসুন্দর
নবকুমার
মুকুন্দপূর্ণ
( পোষা ) অশ্বিনীকুমার ( চেঁচানিয়া )
কৃষ্ণচরণ
হরিচরণ
রামচরণ
শ্যামচরণ
পীতাম্বর
যাদব
মথুরানাথ
রামগোবিন্দ
( ক্ষোমরপুর )
যোগেশ
সুরেশ
সতীশ
সুরেন্দ্র
মুনীন্দ্র ( করঞ্জ )
গদাধর
শুকদেব
রঘুদেব
রামলোচন
সনাতন
মদন
রাধাগোবিন্দ
হরগোবিন্দ
বৃন্দাবন
শ্যামসুন্দর
জগমোহন
গৌরমোহন
গৌরহরি
গুরুপ্রসাদ
কৃষ্ণপ্রসাদ
রাধামোহন
ব্রজসুন্দর
মধুসূদন
চন্দ্রমোহন
হর
হরিমোহন
ভৈরব
ঈশ্বর
গোপালমোহন
কেশব
ললিতমোহন
( করঞ্জ )
পিরণ
কালাচাঁদ
( সোনাতলা )
গোপীকৃষ্ণ

গৌরাঙ্গদাস-বংশতালিকা
২য় পুত্র গৌরাঙ্গদাস
জগন্নাথ
রাধাকান্ত
রামরাম
শুকদেব বা বাসুদেব
কৃষ্ণমঙ্গল
কৃষ্ণরাম
কৃষ্ণচন্দ্র
কৃষ্ণকিশোর
কৃষ্ণকান্ত
কৃষ্ণগোপাল
হরিকৃষ্ণ
বিশ্বনাথ
রামকৃষ্ণ
প্রাণকৃষ্ণ
কালীনাথ
কৃষ্ণনাথ
গোপীকৃষ্ণ
রামগোপাল
(পুরাণ লক্ষ্মীপুর)
ব্রজ
যদু
রামকেশর
নন্দ
পঞ্চানন
পদ্মগোপাল
নরোত্তম তর্করত্ন
রাম
জয়নারায়ণ
গঙ্গানারায়ণ
লক্ষ্মীনারায়ণ
কৃষ্ণমোহন
রাধামোহন
জগৎনারায়ণ
অমরনারায়ণ
গোবিন্দ নারায়ণ
গুরুগোবিন্দ
শ্রীবিজয়গোবিন্দ
(সংবাদদাতা ১৩২৮)
শ্রীগোপালগোবিন্দ
শ্রীরাধাগোবিন্দ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ
(সোনাতলা)
প্রেমচন্দ্র
চৈতন্যকৃষ্ণ
জয়গোপাল
নিত্যানন্দ
মনোমোহন
উদয়কৃষ্ণ
পুলিনচন্দ্র
গোবিন্দ
কিশোরীমোহন
পরমানন্দ
দ্বারকানাথ
শ্রীনাথ
রঘুনাথ
গোপালদাস ঠাকুর
শ্রীপূর্ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ
প্রভাতচন্দ্র
প্রতাপচন্দ্র
(সোনাতলা)

## অন্যান্য শ্রীপাট

এই স্থানে (বর্দ্ধমান জেলায়) ভ্রমণ করিবার সময় যে যে শ্রীপাট দর্শন করিয়াছি, এবং যে যে শ্রীপাটের বিবরণ পাইয়াছি, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

১। কাটোয়া—ইহা গৌরভক্তগণের পঞ্চ ধামের এক ধাম। শ্রীল দাস গদাধর-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নাই। গোস্বামিগণের মুখে শুনিলাম—শ্রীপাট খেতুরী, শ্রীখণ্ড এবং কাটোয়ার শ্রীবিগ্রহ একই দারু হইতে এবং একই ভাস্কর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে শ্রীশ্রীবলদেব বিগ্রহ আছেন, উহা আড়াইশত বৎসরের জনৈক সাধুর শ্রীবিগ্রহ। ঐ সাধু পরলোক গমন সময়ে শ্রীপাটে প্রদান করেন। জনরব, সাধুর নিকট বিস্তর স্বর্ণাদি ছিল, তাহাও শ্রীপাটে দিয়াছিলেন। দাস গদাধরের সমাজ, যে নরসুন্দর প্রভুর শ্রীকেশ মুণ্ডন করেন, তাঁহার সমাজ এবং কেশব ভারতীর সমাজ আছে। শুনিলাম, শ্রীল গদাধরের সমাজের উপরে মহাপ্রভুর শ্রীকেশের, পরে সমাজ দেওয়া হইয়াছে। অভক্ত আমরা, সমুদায় সমাজগুলিকে প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।

শ্রীদাস গদাধরের ব্রাহ্মণ শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধরগণই বর্ত্তমানে এই স্থানের সেবায়েত। এক্ষণে শ্রীল নিত্যানন্দ ঠাকুর ভাগবত-রত্ন মহাশয় আছেন। এখানেও নবদ্বীপের মত ভেট প্রথা হইয়াছে। চারি আনা যিনি দিবেন, তিনিই দেবদর্শনের অধিকারী; নচেৎ ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইহাদের দেখাদেখি আবার কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের পাটেও ঐ প্রথা হইয়াছে। তবে চারি আনা স্থলে এক আনা মাত্র।

দেবালয়ের মধ্যে চারি ধারেই প্রস্তরফলকে নাম খোদিত আছে। গঙ্গার ধারে ভদ্রলোকের থাকিবার জন্য ১৩২৭ সালে দেবীদাস দেবশর্ম্মা মহাশয় একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এবং ১৩০৬ সালে নবীনচন্দ্র শর্ম্মা (হেড়ুয়া গ্রামনিবাসী) একটী বাঁধা ঘাঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

(২) মাধাইতলা—ঘোষহাটও বলে। কাটোয়া হইতে ১ মাইল দক্ষিণে। আকাইহাট যাইবার পথে। এই স্থানে বিখ্যাত জগাই মাধাই দুই ভ্রাতার মধ্যে মাধাইয়ের সমাজ আছে। এই স্থান লুপ্ত ছিল। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে গোপীচরণ দাস নামক জনৈক বাবাজী মহাশয় ইহা উদ্ধার করতঃ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেবক-শাখাগণের নাম,—

শ্রীগোপীচরণ দাস মহান্ত
|
গৌরচন্দ্রদাস •
|
গৌরকিশোর •
|
ফুলকিশোর •
|
রাধাবিনোদ •
|
শ্রীবৈদ্যনাথ দাস মহান্ত (বর্ত্তমানে ১৩২৮)

ইঁহারা ছয় চক্রবর্ত্তীর গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তীর ঘর। শ্রীনিবাস আচার্য্য পরিবার।

শ্রীবিগ্রহ এখানে ৪ মাস থাকেন। বাকি ৮ মাসের মধ্যে ৪ মাস বিশ্রামতলা গ্রামে (কুলাই ডাকঘর, বর্দ্ধমান জেলা নবগ্রাম হইতে ৩ মাইল এবং আহম্মদপুর কাটোয়া রেলের পাঁচুন্দি ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে বিশ্রামতলা) থাকেন। এখানের মোহান্তের নাম শ্রীননীতোষ দাস

মহান্ত।—রথযাত্রায় শ্রীবিগ্রহের উৎসব হয়। এবং আর চারি মাস—বীরভূম জেলার বাহিরীগ্রামে বোলপুরের নিকট (ডাকঘর বাহিরী,) থাকেন। এখানের সেবায়েত শ্রীশ্রীহৃদয়চৈতন্য দাস বাবাজী। রাসযাত্রার উৎসব হয়।

কাটোয়ার উৎসব দোলযাত্রাতে হয়। শ্রীমাধাইয়ের সমাজের একখানি পুরাতন ফটো শ্রীপাটে ছিল; আমরা তাহা লইলাম। এই পাটবাটীর নিকটে বারদীর শ্রীল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর শিষ্যগণের একটী সুন্দর মঠবাড়ী আছে।

৩। আকাইহাটের দক্ষিণে পাতাইহাটগ্রাম। এই স্থানে রাস্তার ধারে একটী দেবীমন্দির দেখিলাম। উহার কাছে একটী প্রাচীন খোদিত প্রস্তরের থাম মৃত্তিকাতে প্রোথিত রহিয়াছে। কেহ বলেন, পূর্ব্বে বোয়াহাট গ্রামে রামানন্দ নামে দুইব্যক্তি বাস করিতেন,—একজন শাক্ত, একজন বৈষ্ণব। রামপ্রসাদ ও আজু গোসাঞির ন্যায় ইহাদের সঙ্গীতে শাক্ত বৈষ্ণবের কাবর লড়াই হইত। শাক্ত রামানন্দের "এই রণমাঝে দিগম্বরী নাচে গো।" গানটি প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে গঙ্গাদেবী বহু দূরে। কিন্তু গ্রামের ধারে একটি পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে গঙ্গার ঘাট আবিষ্কৃত হইয়াছে দেখিলাম।

৪। দাঁইহাট—ইহা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে শ্রীল মুকুন্দ ঘোষের শ্রীপাট ছিল। কাহার মতে মুকুন্দানন্দ বা কুমুদানন্দ। একটী গৃহস্থের বাটীতে শ্রীপাটের স্থান নির্দ্দেশ আছে শুনিয়াছিলাম। এবং ইহাঁর শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রী৺রসিকরায় রামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বংশীয়গণের গৃহে আছে শুনিয়াছিলাম। (বিষ্ণুপ্রিয়া, ৮ বর্ষ, ১২ সং, ৪৮৪ পৃঃ)।

কিন্তু ঐ দিনে আমরা অনুসন্ধান করিয়া কিছুমাত্র জানিতে পারিলাম না। দাঁইহাটে গদাধর ভাস্করের নিবাস ছিল। বৈষ্ণববন্দনায়,—

ভাস্কর ঠাকুর বন্দো বিশ্বকর্ম্মাসুভব ॥

এই গদাধর ভাস্করের আত্মীয় স্বজনগণ দাঁইহাটে বাস করিতেছেন। বঙ্গদেশের যাবতীয় সুন্দর সুন্দর শ্রীবিগ্রহের নির্ম্মাণ ইহাঁরাই করিয়া থাকেন। নবীনচন্দ্র দাস ও হরিচরণ দাস ভাস্কর নামক, গদাধর ভাস্করের দুই জন বংশধর আছেন।

নিম্নলিখিত শ্রীপাটগুলির সন্ধান বর্দ্ধমান জেলার কৈচর পোঃ শীতলগ্রামনিবাসী ইনেস্পেকটিং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেণুপদ হাজরা মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।

(১) শ্রীল সুবুদ্ধি মিশ্রের শ্রীপাট। বেলগাঁ। জেলা বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ড হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে। শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ। সুবুদ্ধি মিশ্রের বংশধর শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী। হেড মাষ্টার জবগ্রাম হাই স্কুল, ক্ষীরগ্রাম পোঃ, বর্দ্ধমান জেলা।

(২) সনাতন দাসের সমাজ। ইনি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শাখা। মোষস্থলি গ্রামে শ্রীপাট। দাঁইহাট হইতে ২ মাইল দক্ষিণে। বর্ত্তমান সেবায়েত শ্রীহরিদাস খাঁথরিয়া। সমাজ সেবা হয়।

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের শ্রীপাট। কলসা গ্রামে। কৈচর ষ্টেশন হইতে (B. K. R) ২ ক্রোশ। জামড়া ডাকঘর, জেলা বর্দ্ধমান। শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপীনাথ ও ৺দামোদরজী। সেবায়েত শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

৪। শ্রীল গোপালদাসের সমাজ। দৈতে বা দধিয়া গ্রামে।—(A k R) রামজীবনপুর হইতে ৩ মাইল্ দক্ষিণে। মাকরী সপ্তমীতে উৎসব হয়।

৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় জীউ সেবা। (কোন্ ভক্তের প্রতিষ্ঠিত, তাহার সংবাদ পাইলাম না) কাগুলে গ্রাম। দাঁইহাট হইতে ৫ মাইল, সেবায়েত শ্রীযতীনশ্যাম রায়।

## ( ১১শ গোপাল ) শ্রীশ্রীধর ঠাকুর বা পণ্ডিত।

ব্রজের মধুমঙ্গল বা কুসুমাসব সখা। শ্রীধাম নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়ায় শ্রীপাট। জেলা নদীয়া। ব্রাহ্মণ। কাহার মতে গ্রহবিপ্র।

১৩ শত শকাব্দের শেষভাগে এবং ১৪০০ শকাব্দের মধ্যে প্রকটকাল। তিরোভাব-তিথি লুপ্ত।—এজন্য প্রভুর জন্মদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি, ১০, শ্রীচৈতন্যশাখাতে—

খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।

এবং ঐ আদি ১১ পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দ শাখাতে,—

নকড়ী মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।

এই দুই শাখার শ্রীধরনামা ভক্তই একজন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ-পরিকর দ্বাদশ গোপালের অন্তর্গত হইলেও, শ্রীচৈতন্য-শাখা। এ জন্য দুই গণেই ইঁহার নাম আছে।

শ্রীধর ব্রহ্মচারী নামক ভক্ত এই শ্রীধর হইতে ভিন্ন ভক্ত। ইনি গদাধর পণ্ডিতের শাখা। শ্রীচরিতামৃত, আদি, ১২ পরিচ্ছেদে,—

শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।

গৌরগণোদ্দেশেও দ্বাদশ গোপালের শ্রীধর ব্যতিরেকে ইঁহার নাম আছে,—

"ব্রহ্মচারী শ্রীধরনামকঃ॥" ১৯৯

খোলা-বেচা শ্রীধর ঠাকুরের জন্মস্থান বা শ্রীপাট এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে। ইঁহার বংশধর বা জ্ঞাতিবংশ আছেন কি না, বহুদিন হইল বৈষ্ণব সংবাদ-পত্রে অন্বেষিত হইয়াছিল। কিন্তু কোনই উত্তর পাওয়া যায় নাই।

(গত ১৫ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৩২৮, আমরা ইঁহার সম্বন্ধে কোন নূতন

বিবরণ সংগ্রহ মানসে শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুই পাই নাই।)

শ্রীব্রজনাথ দাস বলেন—নদীয়ার তন্তুবায়নগরের নিকটেই শ্রীধরের গৃহ ছিল। (শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ৯ বর্ষ, ৬৬০পৃঃ)।

শ্রীহরিদাস নন্দী মহাশয়ও ঐ কথা বলেন ;—তাঁতিপাড়ার নিকটেই শ্রীধরের গৃহ। (ঐ ৬৫০ পৃঃ)।

গঙ্গাদেবীর ভাঙ্গনে ঐ সকল স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়া দ পড়ে। কালিয়াদহ বা কুলেদ এখন আখ্যা।

স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাড়ী মহাশয়ের মতে বর্ত্তমান নবদ্বীপের মালঞ্চ-পাড়ার উত্তরে প্রাচীন তন্তুবায়পাড়া। তাহার উত্তর পূর্ব্বে শঙ্খবণিক্‌পল্লী ছিল। তন্তুবায়পল্লীর নিকটেই প্রভুর বাড়ী ছিল। ৬৬পৃঃ।

বর্ত্তমান গাবতলার ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানই তন্তুবায়পাড়া। এখনও ঐ স্থানে তন্তুবায়গণের বাস দৃষ্ট হয়। শ্রীধরের বাড়ী ঐ মালঞ্চ-পাড়ায়, প্রভুর গৃহের নিকটেই ছিল। নবদ্বীপতত্ত্ব।

অধিকন্তু কান্তি বাবু, এই শ্রীধর ঠাকুরের খোলা বেচা ব্যবসা দেখিয়া তিনি ইহাঁকে গ্রহবিপ্র বা আচার্য্য ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় ব্রজনাথদাস বাবাজী মহাশয় বহু পরিশ্রমে নদীয়ার যে সকল প্রাচীন অমূল্য মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীধরের গৃহের স্থানও নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখিলাম।

যাহা হউক, ইঁহার শ্রীপাটের এবং শ্রীবিগ্রহাদির ও সমাজের বিবরণাদি পাইবার আর উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে স্পষ্ট জানা যায়, শ্রীধরের স্ত্রী পুত্র ছিল না। চিরকুমারও হইতে পারেন।

# বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীধরের উল্লেখ

(ক) গণোদ্দেশদীপিকায়—

খোলা বেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ।

(খ) বৈষ্ণব আচারদর্পণে ;—

ব্রজে ছিল হাস্যকারী শ্রীমধুমঙ্গল।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে এবে পণ্ডিত শ্রীধর॥
নিত্যানন্দ প্রভুশাখা কৃষ্ণে হয় প্রীতি।
নবদ্বীপে বাস হয় শুদ্ধাচার অতি॥
"দ্বাদশ গোপাল হয় এই পর্য্যন্ত॥"

(গ) পাটপর্য্যটনে,—

খোলাবেচা শ্রীধরের নবদ্বীপে বাস।
মধুমঙ্গল পূর্ব্বে এই জানিবা নির্য্যাস॥
এই যে দ্বাদশ পাট হইল লিখন।

(ঘ) অনন্তসংহিতায়—

শ্রীধরঃ শ্রীধরসমঃ পূর্ব্বে শ্রীমধুমঙ্গলঃ॥

(ঙ) বৈষ্ণববন্দনা, দৈবকীনন্দনকৃত,—

বন্দো খোলাবেচা খ্যাত পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কেবল॥

দ্বাদশ পাট নির্ণয়ে, চৈতন্যসঙ্গীতায়, বৃন্দাবন ঠাকুর ও বৃন্দাবন দাস-কৃত বৈষ্ণব বন্দনায় ইঁহাকে দ্বাদশ গোপালের মধ্যে ধরেন নাই।

(চ) ভক্তমালে,—

খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত যে ব্রাহ্মণে।
খোলা কাড়াকাড়ি প্রভু কৈল যাঁর সনে॥
তেঁহ যেঁহ হন ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল॥

(ছ) শ্রীচরিতামৃত আদি, ১০—

খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয় দাস।
যার সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥
প্রভু যার নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যার ফুটা লৌহ পাত্রে প্রভু পিলা জল ॥

(জ) ঈশান, শ্রীনিবাস আচার্য্যকে নবদ্বীপ ধাম দর্শন সময়ে কাজীর ভবন দেখাইয়া, পরে—

ঐ শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর দেখি দূরে।
মন্দ মন্দ হাসে এথা উল্লাস অন্তরে ॥
এ পথে শ্রীধর ঘরে গিয়া গণ সনে।
দেখে ফুটা লৌহপাত্র আছয়ে প্রাঙ্গণে ॥

ভক্তিরত্না, ১২, ৯২৯ পৃঃ।

## শ্রীধরের পরিচয়

শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৯ম, ২২৩ পৃঃ জানা যায় ;—

নবদ্বীপবাসী শ্রীধর ঠাকুর থোড়, মোচা, কলা, কলার পাত এবং ব্যঞ্জনাদি খাইবার জন্য খোলার ডোঙা বা পাত্র বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। (কলার ডোঙায় পূর্ব্বে ব্যঞ্জনাদি ব্যবহার হইত। শ্রাদ্ধের সময়ে এখনও উহাতে দ্রব্যাদি রাখা হয়)।

খোলার পসার করি রাখে নিজ প্রাণ ॥
একবার খোলা গাছি কিনিয়া আনয়।
খালি খালি করি তাহা কাটিয়া বেচয়।
তাহাতে যা কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি যায় ॥

অদ্বৈক সহায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তের পরীক্ষা ॥

শ্রীধর মহা সত্যবাদী, যে দ্রব্যের যে দাম, তাহা এক কথায় বিক্রি করিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, তাঁহারা দর দাম না করিয়া শ্রীধর যাহা বলিতেন, তাহা দিয়াই দ্রব্য লইয়া যাইতেন। সাধারণে শ্রীধরকে "খোলাবেচা চাষা" জ্ঞান করিত।

শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত গ্রন্থে পূজনীয় শিশিরবাবু লিখিয়াছেন—"শ্রীধর দিবানিশি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম জপিতেন। তাঁহার নাম জপিবার উপদ্রবে ভব্যলোকে নিদ্রা যাইতে পারিত না। স্থূল কথা, শ্রীধর একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের তাঁহার উপর নিতান্ত আক্রোশ। নিমাই কখন কখন বাজারে যাইতেন, আর তাঁহাকে দেখিলে শ্রীধরের মুখ অমনি শুকাইয়া যাইত। নিমাই বাজারে আসিয়াই প্রথমে শ্রীধরের নিকট উপস্থিত। শ্রীধর ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন—"ঠাকুর, কাড়াকাড়ি করিবেন না। আমি যে মূল্য বলিব, তাহার কমে হইবে না। আপনি আমার নির্দ্ধারিত মূল্য দিয়া দ্রব্য লইয়া যান, নতুবা অন্য পসারির নিকট ক্রয় করুন।"

নিমাই বলিতেছেন,—"আমি যোগানিয়া ছাড়ি না।"

শ্রীধর। ঠাকুর! তোমার পায়ে পড়ি, দ্বন্দ্ব করিও না। আমি দরিদ্র, আমি টাকা কোথায় পাইব?

তখন নিমাই পণ্ডিত, শ্রীধর যে মূল্য বলিল, তাহার অর্দ্ধ মূল্য বলিয়া হাতে উঠাইলেন, আর শ্রীধর অমনি দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অন্য পসারির কাছে যাও।"

তখন নিমাই কৃত্রিম ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন;—"তুমি যে আমার হাতের দ্রব্য কাড়িয়া লও, এ কাজ কি তুমি ভাল করিতেছ? জান,

তুমি যে গঙ্গাকে প্রত্যহ নৈবেদ্য দাও, আমি তাহার পিতা?" ইহাতে শ্রীধর শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া দুই কর্ণে হাত দিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! বয়স হইলে লোকে ক্রমে ধীর হয়, তুমি ক্রমেই চঞ্চল হইতেছ। তোমার কি গঙ্গাকেও ভয় নাই?" নিমাই বলিতেছেন;—ভাল! তুমি দেবতাগণকে বিনা মূল্যে প্রত্যহ উপহার দিয়া থাক, আমাকে না হয় অল্প মূল্যে কিছু ছাড়িয়া দিলে। শ্রীধর বলিতেছেন—ঠাকুর! আমি হার মানিলাম, আমি মূল্য কমাইব না। তবে নিতান্তই আমাকে না ছাড়, তবে তোমাকে প্রত্যহ এক খণ্ড থোড় ও আহার করিবার খোলার পাত্র বিনা মূল্যে দিব। কিন্তু আমার সহিত দ্বন্দ্ব করিও না। তখন নিমাই বলিতেছেন;—বেশ, এই কথা। তবে আর বিবাদ কি?"

শ্রীধরের এই খোলায় নিমাই নিত্য আহার করিতেন।

(১ম খণ্ড, ৭৯ পৃঃ)।

নদীয়া ধামে শ্রীবাস অঙ্গনে যে দিন মহাপ্রকাশ লীলা হয়, সে দিন শ্রীভগবান্‌রূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা করেন—শ্রীধরকে শীঘ্র আন।

এই শ্রীধর কে? ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন—যে শ্রীধর তাঁহাকে কলাপাতা খোলা যোগাইয়া থাকেন। অমনি কয়েকজন ভক্ত ছুটিয়া গেলেন। সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার, যিনি তাহার সঙ্গে কলাপাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, শ্রীধর আর তাঁহাকে তখন দেখিতে পান না। শুনিয়াছেন, তিনি পরমভক্ত হইয়াছেন। ইহাও শুনিয়াছেন, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু শ্রীধর অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি, সাহস করিয়া দেখিতে আসিতে পারেন না। নিশিযোগে শ্রীধর বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিতেছেন, এমন সময়ে জনকয়েক ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, শচীর উদরে শ্রীভগবান্ জন্ম লইয়াছেন। অদ্য প্রকাশ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন। দরিদ্র শ্রীধর খোলা বেচেন,

শ্রীনবদ্বীপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থানে তিনি নিতান্ত ঘৃণ্য ব্যক্তি। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ডাকিতেছেন, ইহা ভাবিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন ভক্তগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। × × প্রভু বলিতেছেন,—ওহে শ্রীধর, ওঠ। তোমার প্রতি আমার বড় স্নেহ। তাহা না হইলে তোমার দ্রব্য কাড়িয়া কেন লইব? আমাকে দর্শন কর।" শ্রীধর সেই মধুর বাক্যে চেতন পাইলেন। চেতন পাইয়া দেখেন যে, তাঁহার সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার বটে। দেখিতে দেখিতে সেই নিমাই শ্রীধরের নিকটে শ্যামসুন্দর রসরাজরূপ হইলেন। শ্রীধর দেখিতেছেন যে, কত কোটী দেব দেবী তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিতেছেন। শ্রীধরের আবার অচেতন হইবার উপক্রম হইল, এমন সময়ে প্রভু আবার তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিতেছেন;—"তুমি চিরদিন দুঃখ পাইয়াছ, এখন আর তোমার দুঃখ থাকিবে না।" শ্রীধর করজোড়ে বলিতেছেন,—"প্রভু! তোমার দোষ নাই, আমি মুর্খ। নিজ দোষে ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তুমি না আমাকে বার বার নিজ পরিচয় দিয়াছিলে, তুমিই ত আমাকে বলেছিলে, তুই যে গঙ্গা পূজা করিস, আমি তাঁর বাপ! তবু আমি মূঢ়মতি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।" নিমাই বলিতেছেন,—"তুমি আমাকে না চিনিতে পার; আমি তোমাকে বরাবর চিনি।"

শ্রীধর বলিতেছেন,—"আমার খোলা বেচা সার্থক হইল। কুব্জা তুলসী চন্দন দিয়া তোমার চরণ পাইয়াছিল, আমি কলার খোলা দিয়া তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিলাম।" শ্রীভগবান্ ইহাতে হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীধর!—তুমি ঠিক কথা বল নাই। তুমি আমাকে খোলা ও পাতা কবে দিয়াছিলে! আমি না কাড়িয়া লইয়াছিলাম! কিন্তু করিব; তুমি কোন মতে দিবে না। তবে তুমি নিশ্চিন্ত জানিও, আমি

ভক্তের দ্রব্য এইরূপে চিরকাল কাড়িয়া লইয়া থাকি। আমার মনে এই বিশ্বাস যে, ভক্তের দ্রব্যে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এখন শ্রীধর, শুন। তুমি চিরদিন দুঃখ পাইয়াছ; অদ্য তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি দিব, দিয়া তোমার দারিদ্র্য ঘুচাইব।"

শ্রীধর বলিলেন,—"আমি অষ্ট সিদ্ধি লইয়া কি করিব? আমি মহাজনকে পাইয়াছি, আমি কেন ধন লইব।" তখন প্রভু বলিতেছেন;—"তুমি চিরদিনের দরিদ্র, তুমি যদি অষ্টসিদ্ধিরূপ প্রসাদ না লও, আমি তোমাকে একটি সাম্রাজ্যের রাজা করিব। তাহা হইলে তুমি পরম সুখে থাকিবে।"

শ্রীধর বলিতেছেনঃ—"ঠাকুর! আমি রাজ্য চাহি না। আমি অন্যের উপরে প্রভুত্ব করিতে চাহি না। আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না।" তখন প্রভু বলিতেছেন, "সে কি; আমার দর্শন ব্যর্থ হইতে পারে না। তোমাকে অবশ্য বর মাগিতে হইবে।"

তখন শ্রীধর বলিতেছেন;—"আমিত খুজিয়া পাই না, কি বর মাগিব। তবে যদি তোমার আজ্ঞায় বর মাগিতে হয়, তবে এই বর দাও যে, যে চঞ্চল পরমসুন্দর প্রভূত শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার আমি দুর্ব্বল বলিয়া আমার হাতের খোলা পাতা জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেন, আর কন্দল করিতেন, তিনি চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া এখন নিশ্চল হইয়া আমার হৃদয়েশ্বর হইয়া থাকুন।"

ভক্তগণ শ্রীধরের প্রার্থনা শুনিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন। তখন প্রভু বলিতেছেন,—

"তুমি দরিদ্র, কাঙাল, সমাজে ঘৃণিত, আমি তোমার সম্মুখে। আমি অষ্ট সিদ্ধি দিলাম, তুমি লইলে না। তুমি ভক্ত, এ সমুদয় তুচ্ছ দ্রব্য কেন লইবে? তুমি এ সমুদয় লইবে না, তাহা আমি জানি।

আমিতো তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম না; জীবগণকে "আমার ভক্তের মাহাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রলোভন দেখাইলাম। এখন আমিই তোমাকে বর দিতেছি—'আমাতে তোমার প্রেম হউক।' এই কথা বলিবা মাত্র শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।—(১ম খণ্ড—২২ পৃঃ)॥

শ্রীভাগবতে (মধ্য, ২৩ অধ্যায়, ৩৩৭ পৃঃ),—

একদিন মহাসঙ্কীর্ত্তন সময়ে প্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন।—মাটির ১খানি মাত্র ঘর, তাহাও ভগ্ন, চালে খড় নাই, তৈজস পত্রের মধ্যে একটী শত তালিদেওয়া লৌহ কলসী, চোরেও তাহা ছোঁয় না।

প্রভু শ্রীধর অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া নাচিতে লাগিলেন, অবশেষে ভক্তের ভগবান্—শ্রীধরের সেই ভগ্ন জলপূর্ণ পাত্র নিজে তুলিয়া লইয়া জল পান করিতে লাগিলেন। আজ রাজরাজেশ্বর দরিদ্রের কুটীরে ভগ্ন পাত্রে জল পান করিতেছেন দেখিয়া শ্রীধরের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি—

মইনু মঁইনু বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥

তখন প্রভু বলিতেছেন ;—

প্রভু বোলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জল পান করিলো যখনে॥
এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হৈল আমার।
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সুধার॥
বৈষ্ণবের জল পানে বিষ্ণুভক্তি হয়।
সবারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ প্রসদয়॥

ঐ, মধ্য, ১৩ অধ্যায়ে মহাপ্রভুর সহিত জলকেলি সময়ে অন্যান্য ভক্তগণের সহিত শ্রীধরেরও নাম পাওয়া যায়।

ঐ, মধ্য, ২৬ অধ্যায়ে —

প্রভু সন্ন্যাস লইবার পূর্ব্ব দিনে শ্রীধর তাঁহার গাছের একটী লাউ প্রভুকে আনিয়া দিলেন। প্রভু মনে ভাবিলেন, কালত গৃহ ত্যাগ করিব, ভক্ত শ্রীধরের এ উপহার তো গ্রহণ হইল না; কিন্তু ভক্তের দ্রব্য প্রভু ত্যাগ করিতে পারিলেন না। শচী মাতাকে বলিলেন,—"মা! এই লাউ রন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ আমাকে দাও।

ঐ, অন্ত খণ্ডে, ৯ম—জানা যায়,—

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও শ্রীধর ভক্তগণের সহিত শ্রীধাম পুরীতে রথযাত্রায় গমন করিতেছেন।

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।
যার জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥

ইহা ভিন্ন আর কোন পরিচয় বৈষ্ণব গ্রন্থে পাই নাই।—আবির্ভাব সময়—১৩শত শকাব্দের শেষ ভাগে। প্রভুর তিরোভাবের পূর্ব্বেই— অর্থাৎ ১৪৫৫ শকের মধ্যে অপ্রকট। ১৪৩৮.৩৯ শকের দণ্ড মহোৎসবে এবং খেতুরীর উৎসবে ইঁহার নাম নাই।

কোথা ওহে খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত।
গৌরাঙ্গ-ভকাতি দানে কর হৃদয় মণ্ডিত॥

---

## ( ১২শ গোপাল ) শ্রীল হলায়ুধ ঠাকুর

ব্রজের—বলরাম সখা, প্রবল বা ২য় সুবল সখা। ব্রাহ্মণ।

শ্রীপাট শ্রীধাম নবদ্বীপের রামচন্দ্রপুর গ্রামে।

স্থানপরিচয়—( ১৩২৮, ১৩ই ফাল্গুন সোমবার অনুসন্ধান জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলাম। )

রামচন্দ্রপুর ও হলায়ুধ ঠাকুর সম্বন্ধে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১১ সংখ্যার ৮৭২ পৃঃ এইরূপ আছে—

শ্রীপাট রামচন্দ্রপুর শ্রীধাম নবদ্বীপের উত্তর ৺গঙ্গারপশ্চিম তীরে অবস্থিত। এস্থানে ১ হলায়ুধ ঠাকুর, ২ ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী এবং ৩ মুকুন্দ ঠাকুরের বাসস্থান ছিল। বর্ত্তমানে যাহাকে রামচন্দ্রপুর বলে, তাহা আনুমানিক ৭০।৭৫ বৎসরের গ্রাম। প্রাচীন রামচন্দ্রপুর গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিতি ছিল। এবং প্রসিদ্ধ দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ দেবমন্দির, বাঁধা ঘাট, অতিথিশালা, মন্দিরে রাধাবল্লভ যুগল মূর্ত্তির সেবা ছিল। এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। শ্রীমূর্ত্তি ৺কাশীধামে রক্ষিত হইয়াছেন। এক্ষণে যে স্থানে কালিদহ নামে একটি জলাশয় আছে, তাহারই দক্ষিণ অংশে একবার পূর্ব্বোক্ত দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের চুড়ামাত্র দেখা গিয়াছিল। উহা গঙ্গাদেবীর ভাঙ্গনের সময় আবিষ্কৃত হয়। পরে আবার বালুকা ও পলিমাটি চাপা পড়িয়া মন্দির অদৃশ্য হইয়াছে। ইহা প্রায় ৩০।৩৫ বৎসরের কথা। ইত্যাদি। লেখক পাদটীকায় লিখিতেছেন,—

"আমাদের সহিত রামচন্দ্রপুর গ্রামের একজন বাবাজী—নাম সখী-চরণ, একজন গোপ—নাম মুচিরাম ঘোষ, ইহাদের বয়ঃক্রম ৭০ বৎসরের কম নহে, সাক্ষাৎ হয়, বাবাজী এই স্থানে ৪০ বৎসর আছেন।

ঘোষজীর জন্মস্থানও ঐ গ্রামে, কিন্তু ইহাঁরা উক্ত শ্রীপাটের হলায়ুধ ঠাকুর প্রভৃতির বিষয় কিছুমাত্র বলিতে পারিলেন না।" ইত্যাদি।

শ্রীহরিদাস নন্দী লিখিয়াছেন;—রুদ্রপাড়া, রামচন্দ্রপুর, কবলা আলি প্রভৃতি ২ শত বর্ষ পূর্ব্বের স্থানগুলি লইয়া যে নূতন নদীয়া নগর

হইয়াছিল, তাহাও জলগর্ভে প্রবেশ করে,ও বর্ত্তমান কুলিয়া চরস্থিত নবদ্বীপ নগরটীর পত্তন হয়। শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ৯ বর্ষ, ৬৫০পৃঃ।

শ্রীব্রজনাথ দাস লিখিয়াছেন,—বাগোয়ান পরগণার জমিদারের কাগজে রুদ্রপাড়া চর লইয়া রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি বাহির দ্বীপের মাঠ বলিয়া লেখা আছে। ঐ, ৯ম বর্ষ, ৬৪পৃঃ।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাস মহাশয়ের ১৫ই মাঘ,১৩২৮ তারিখের পত্রে জানিতে পারি, উক্ত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শ্রীমন্দিরের কিয়দংশ দেখা গিয়াছে। এই সংবাদে আমরা অতীব আগ্রহান্বিত হইয়া নবদ্বীপ বড়ালঘাট হইতে প্রায় ১॥০ মাইল পথ উত্তর পশ্চিম কোণে গঙ্গার চর বা মাঠের মধ্যে গমন করি।—দেখিলাম, ১৬ হস্ত পরিমাণ গভীর বালুকা ভেদ করিয়া একটী বৃহৎ চতুষ্কোণ গর্ত্ত করা হইয়াছে। উক্ত গর্ত্তের নিম্নে ব্রজনাথ দাস মহাশয় এবং আমরা লৌহশলাকা দ্বারা বালুকা ভেদ করিতে লাগিলাম ও নিম্নে যে কোন কঠিন দ্রব্য আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। শীঘ্রই এই শ্রীমন্দির সাধারণের নয়ন-গোচর হইবে। ব্রজনাথ দাস মহাশয় যে কি পরিশ্রম ইহার জন্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা বলিবার নহে। তিনি যেন ঐ কার্য্যে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন। বোধ হইল, প্রভুর জন্মস্থান উদ্ধার জন্ত তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন।

স্থানটীতে পূর্ব্বে (গঙ্গার ধারে) দেবালয় ছিল—পরে ভাঙ্গনে দেবালয়াদি গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া গভীর জলে অদৃশ্য হইয়া যায়। পরে গঙ্গার গতির হ্রাসে পুনরায় মন্দির দৃশ্য হয় ও চড়া পড়িতে পড়িতে মন্দিরটী বালুকামধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়।—এরূপ মাঠের মধ্যে যে ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাদেবী ছিলেন, তাহা দেখিলে প্রকৃতই আশ্চর্য্য হইতে হয়। এ স্থান হইতে গঙ্গাদেবী এক্ষণে প্রায় অর্দ্ধ পোয়া পথ।—

ব্রজনাথ দাস মহাশয় যেমন অক্লান্ত কর্ম্মী, মনে হয়, তিনি এই স্থানের ভক্তগণের শ্রীপাটেরও স্থান নির্দ্দেশ একদিন করিতে পারিবেন।— তাঁহার উচ্চ কল্পনা যেরূপ, তাহাতে অতি শীঘ্রই এই মাঠের মধ্যে নগর বসিবার সম্ভাবনা। আমরা কোন ধনী ভক্ত দ্বারা দ্বাদশ গোপালের একতম শ্রীহলায়ুধ ঠাকুরের স্মৃতিমন্দির এই স্থানে নির্ম্মাণের আশা করি।

## শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীহলায়ুধ-প্রসঙ্গ

(ক) গণোদ্দেশে—

বলরামসখঃ কশ্চিৎ প্রবলো গোপবালকঃ।
আসীদ্ব্রজে পুরা যোঽস্থ স হলায়ুধঠক্কুরঃ॥ ১৩৪।

(খ) অনন্তসংহিতায়,—

সুবলো বলরামসখঃ কলৌ শ্রীহলায়ুধঃ।
দ্বাদশৈতে ভবিষ্যন্তি কলৌ মদ্ধর্ম্মরক্ষণে॥

(গ) ভক্তমালে—

হলায়ুধ ঠাকুর হন পুরবে প্রবল।
বলদেবসখা তেঁহ নাম যে প্রবল॥
গুণেতে সমান প্রায় সমান যে বল॥

(ঘ) বৈষ্ণববন্দনা দৈবকীনন্দনকৃত,—

হলায়ুধ ঠাকুর বন্দো করিয়া আদর।

(ঙ) ঐ, বৃন্দাবনদাসকৃত,—

হলায়ুধ বাসুদেবে, বন্দনা করিব তবে,
চৈতন্যে একান্ত যাঁর মন॥

(চ) বৈষ্ণব অভিধানে—

কবিচন্দ্র, রামদাস, বনমালী, হলায়ুধ॥

(ছ) বৈষ্ণব আচারদর্পণে উপগোপাল নির্ণয় বিবরণে,—

সুবল গোপাল ব্রজে বলরামসখা।
এবে শ্রীহলায়ুধ পণ্ডিত নামে লেখা॥
কৃষ্ণসেবা করি যেঁহো বিষয় কৈল দূর।
চৈতন্যের শাখা বাস রামচন্দ্রপুর॥

এই গ্রন্থে মতান্তরে ইহাঁকে বীরবাহু সখা বলা হইয়াছে।

(জ) চৈতন্য পারিষদজন্মনির্ণয়ে ;—

"যত সব প্রকাশ হইলা নবদ্বীপে।"
"হলায়ুধাচার্য্য আর বল্লভ আচার্য্য॥"

পাটপর্য্যটনে, দ্বাদশ পাট নির্ণয়ে, মালসা ভোগ প্রথায়, চৈতন্য-সঙ্গীতায়, বৃন্দাবন ঠাকুরকৃত বৈষ্ণববন্দনায় এবং পুরাতন পঞ্জিকায় ইহাঁকে দ্বাদশ গোপালের মধ্যে ধরা হয় নাই।

অধিকন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীচৈতন্যভাগবতে এবং শ্রীচরিতামৃতের শাখা বর্ণনে ও অন্যস্থানে ইহাঁর নামোল্লেখ নাই।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে আছে (৫১ পৃঃ),—হলায়ুধ ৬৪ মহান্তের অন্যতম

শ্রীনিত্যানন্দ-চরিতে আছে ( ৩য়, ২০৯ পৃঃ ):—

"শ্রীহলায়ুধ ঠাকুর শ্রীবলদেবসখা প্রবল গোপাল। ইহাঁর বাসস্থান নবদ্বীপের নিকট রামচন্দ্রপুর—ঐ গ্রাম অধুনা গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত।"

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, অতি সামান্য পরিচয় ভিন্ন আর কিছুমাত্র বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ নাই।

জয় জয় হলায়ুধ আচার্য্য ঠাকুর।
ভকতি দানে কর কালিমা দূর॥

শ্রীনিত্যানন্দরামায় নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীদ্বাদশগোপালায় নমঃ।

সম্পূর্ণ।

## দ্বাদশ উপগোপাল

"বৈষ্ণব আচারদর্পণ" হইতে যে ১২শ জন উপগোপালের নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

১। শ্রীহলায়ুধ পণ্ডিত। ইহাঁকে মূল গোপাল-শ্রেণীতে ধরা হইয়াছে। এ জন্য ইহাঁর বিবরণ যথাস্থানে দিয়াছি।

২। শ্রীরুদ্র পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ।

বরূথপ গোপাল যাঁর নাম বৃন্দাবনে।
শ্রীরুদ্র পণ্ডিত বলি এবে গৌর সনে॥
নিত্যানন্দ প্রভু শাখা বল্লবপুরে বাস।
শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুর যাঁহার প্রকাশ॥ (বৈঃ আঃ দর্পণ)।

বল্লবপুর কমলাকর পিপলায়ের শ্রীপাট মাহেশের ১ মাইল উত্তরে। শ্রীরামপুর ষ্টেসন হইতে নিকটে। খড়দহের ৺শ্যামসুন্দর জীউ, সাইবোনার ৺নন্দদুলাল জীউ এবং এই বল্লবপুরের রাধাবল্লভ জীউ এক প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। শ্রীবিগ্রহগণ কাহারও মতে বীরভদ্র প্রভুর নির্ম্মিত এবং কাহারও মতে এই রুদ্র পণ্ডিতের নির্ম্মিত। রুদ্রপণ্ডিত চতরার গৌরাঙ্গ-পরিকর শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের ভাগিনেয়। বংশধরগণ বল্লবপুরেই বাস করেন। একেকের নাম শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এখানের রথযাত্রা বিখ্যাত উৎসব। দেবালয় প্রকাণ্ড মন্দিরাকারের। রুদ্র পণ্ডিতের ১৪৬০ শকে (?) কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্ম। ভ্রাতার নাম রমাকান্ত ও লক্ষ্মণ।

৩। মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত। শ্রীধাম নবদ্বীপে বাড়ী। "গৌরাঙ্গ উদয়" গ্রন্থ প্রণেতা।

গন্ধর্ব্ব গোপাল ব্রজে ছিল বিরাজিত।
এবে গৌর সঙ্গে মুকুন্দ পণ্ডিত ॥
চৈতন্যের শাখা নবদ্বীপে বাস হয়।
যাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত গৌরাঙ্গ উদয় ॥ বৈঃ আঃ দঃ।

৪। কাশীশ্বর পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। ইহাঁর শ্রীপাট শ্রীরামপুরের দক্ষিণ অংশ চাতরা গ্রামে। "বৈষ্ণব আচারদর্পণে" যে বল্লবপুর লেখা আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। চাতরাতে ঐ স্থানকে মহাপ্রভুর বাটী বলে। ভগ্ন হইলেও অতীব সুন্দর দেবালয় ছিল। কাশীশ্বর পণ্ডিতের ভ্রাতার বংশধরগণ ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। এই স্থানের পূর্ব্ববিবরণ শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকে প্রকাশ করিয়াছি।

কিঙ্কিণী গোপাল কৃষ্ণসখা ব্রজে ছিল।
কাশীশ্বর পণ্ডিত বলি খ্যাতি এবে হৈল ॥
বল্লবপুরেতে বাস ( চাতরা হইবে ) চৈতন্যের শাখা।
নিত্যানন্দপ্রিয় উপগোপালমধ্যে লেখা ॥

( বৈঃ আঃ দর্পণ )।
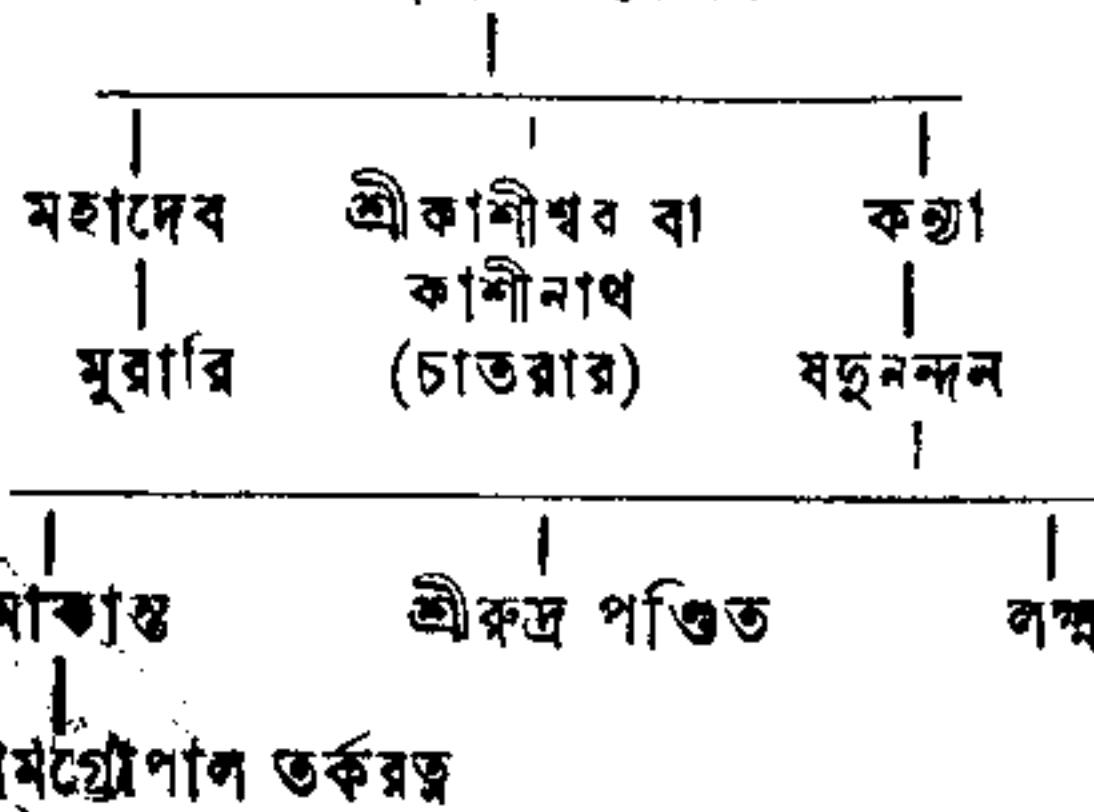
## কাশীশঙ্কর পণ্ডিতের বংশতালিকা।
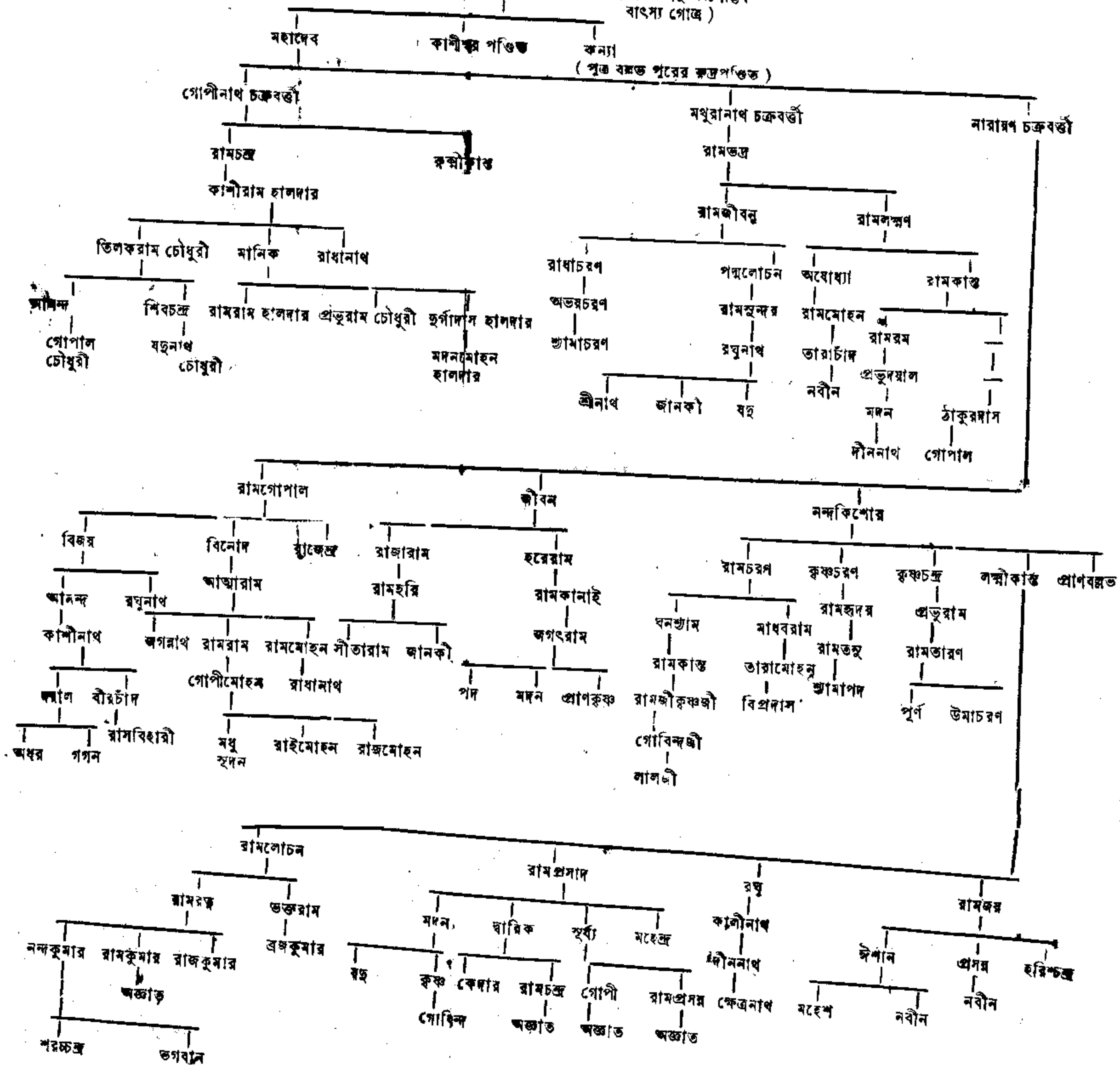
# নিবেদন

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর অনুকম্পায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইল, কিন্তু নানা কারণে গ্রন্থ মধ্যে বিস্তর ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল। ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীপাটগুলির প্রতি স্থানের ফটোচিত্র নক্সা ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য একখানি মানচিত্র করা হইয়াছিল—কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাও মুদ্রিত হইল না। স্বতন্ত্র ভাবে সেগুলি প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা আছে। ইতি—

বিনীত—
শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।